দু' নৌকোয়

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

প্রকাশক—শ্রীচণ্ডীদাস রায়
রসচক্র সাহিত্য-সংসদ্
৯, সাহানগর রোড,
দক্ষিণ কলিকাতা।

আষাঢ়, ১৩৪৪
দাম—পাঁচসিকা

মুদ্রাকর—শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য
দি নিউ প্রেস
১, রমেশ মিত্র রোড, ভবানীপুর,
কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

লেখকের অন্যান্য বই

সেতু	কবিতা
প্রেম ও পাদুকা	নক্সা
বনটিয়া	নাটিকা
অদৃশ্য সঙ্কেত	উপন্যাস
দু' নৌকোয়	উপন্যাস

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

মিছে কথা	গল্প
শতাব্দী ও সাহিত্য	প্রবন্ধ

দু' নৌকোয়

দু' নৌকোয়

যাবতীয় সম্ভব-অসম্ভব জায়গা ঘুরে রাত্রি সাড়ে বারোটার সময় অক্ষয়বাবু যখন বাসার কাছাকাছি এসে পৌঁছুলেন, তখন তাঁর সমস্ত শরীর অবসন্ন, মাথা ফাঁকা! এত বড় দুর্ব্ব্যবহার যে তাঁর ওপর কেউ কোন দিন ক'রতে পারে, একথা তিনি ভাবতেই পারলেন না। যে ছেলেকে তিনি এতদিন বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ ক'রে এলেন, জীবনের বহু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বপ্নকে পদে পদে ক্ষুণ্ণ ক'রে এলেন যার অগ্রগতিব পথ প্রশস্ত করার জন্যে, সেই শেষে তাঁর বুকে শেল হান্‌লো?

কিন্তু কেন? তিনি চান্, যে-ছেলেকে তিনি পৃথিবীর সূর্য্য-কিরণ প্রথম দেখ্‌বার সুযোগ দিয়েছেন, তিলে তিলে তাঁর কমনার রস আহরণ ক'রে যে বেড়ে উঠেছে, তার ওপর চল্‌বে তাঁর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব! তাঁর সেই একান্ত স্বাভাবিক দাবীকে সে এমন ক'রে হতমান্ ক'রবে?

মনে প'ড়লো তাঁর প্রথম যৌবনের দিন গুলি। দাম্পত্য-জীবনের অনন্যবাঞ্ছিত একাত্মতাকে আঘাত ক'রে যেদিন এই ছেলে প্রথম তাঁর মুখ থেকে অমৃতের পেয়ালা কেড়ে নিয়েছিল…শত্রু, সন্তান মানুষের শত্রু! কিন্তু বুঝ্‌তে পারেন নি তিনি এই ছদ্মবেশী শিশু-শয়তানকে। নিজের সমস্ত ব্যক্তিগত সুবিধাকে যার জন্যে তিনি নিঃশেষে উজাড় ক'রে দিয়েছেন, আজ সে ডানা উঠ্‌তেই উড়ে গেলো। কেন তিনি পারেন নি এই বিশ্বাসঘাতককে চিন্‌তে?

নিজের ওপর রাগ হয়; রাগ হয় স্ত্রীর ওপর, যে স্তন দিয়ে এই কালসর্পকে পুষ্ট ক'রেছে।

অক্ষয়বাবু চান্ ছেলে তাঁর লেখাপড়া যখন শিখেছে, তখন পয়সা তাকে আন্‌তেই হবে এবং বিবাহ তাকে ক'রতেই হবে। তাঁর শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুযায়ী মানুষের জীবনের স্বাভাবিক ধারা এই—এর ব্যতিক্রমকে বরদাস্ত করা তাঁর ধাতুতে নেই। কিন্তু ছেলে তাঁর না ক'রলো চাকরি, না হ'ল বিবাহে সম্মত। পুনঃ পুনঃ বিফলমনোরথ হ'য়েও তিনি হাল ছাড়েন নি—কারণ তিনি ভেবে-ছিলেন যুবা বয়সের স্বাভাবিক ধর্ম্মই কাঞ্চন ও কামিনী সম্পর্কে ঔদাসীন্য দেখানো, অথচ মনে-মনে তার জন্যে ব্যাকুল হওয়া। একটু জোর দিলেই এই সুলভ বৈরাগ্য ভেঙে চুরমার হ'য়ে যায়—তিনি সেই জোরটুকু দিতে গিয়েছিলেন, ছেলের অমতেই তার বিয়ের বন্দোবস্ত পনেরো আনা পাকা ক'রে ফেলেছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহী ছেলে তাঁর সমস্ত জল্পনাকে ষোল আনা মিথ্যে ক'রে ভোর বেলা বাড়ী থেকে ফেরার হ'য়েছে—সমস্ত দিনে তার পাত্তা মেলে নি।

সাময়িক উত্তেজনায় যে বাড়ী থেকে পালায়, তার সম্বন্ধে উদ্বেগ কেউই করে না; কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় যে স'রে পড়ে, তাকে কেউ পায়ও না। রাত্রি ন'টার পরও যখন তাকে ফিরতে দেখা গেলো না, তখন অন্নপূর্ণা প্রমাদ গণ্‌লেন—স্বামীর দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ ক'রলেন।

দু' নৌকোয়

হঠাৎ অক্ষয়বাবুর যেন টনক্ নড়্লো—সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর কাছে কেমন রহস্যময় ঠেক্লো। তিনি বেরুলেন খুঁজতে… সম্ভব-অসম্ভব নানা স্থানে খুঁজলেন—ক্লাবে, লাইব্রেরিতে, চায়ের দোকানে, সিনেমায়, না…কোথাও নেই! একবার মনে হ'ল, কোন আপত্তিকর স্থানে যায় নি ত? কিন্তু তার কাছ থেকে সে জিনিষ কি আশাতীত নয়? নারী সম্বন্ধে তার ঔৎসুক্যের কোন পরিচয় ত কোন দিন তিনি পান্ নি…তেমন সংসর্গও ত তার নেই! আর তা ছাড়া তার জীবনে যে একটা পরিচ্ছন্ন শৃঙ্খলার ভাব দেখা যায়, তার সঙ্গে এ কুশ্রীতার সংযোগ কি ক'রে তিনি আশা ক'রবেন? তবু বলা যায় কি? পৃথিবীতে এমন লোক কি নেই, যারা অত্যন্ত মোলায়েম ভব্যতার অন্তরালে বীভৎস নারকীয়তাকে আড়াল ক'রে সুদীর্ঘ জীবন অব্যাহত প্রশংসায় কাটিয়ে যেতে পারে? আর যদি গাড়ী চাপা প'ড়ে থাকে…না, সে কথা পিতা হ'য়ে ভাবাও কঠিন!

অক্ষয়বাবুর চোখে সমস্ত ক'লকতা সহরটা একটা নিস্তব্ধ প্রেতপুরীর মতো ভয়াবহ ঠেকতে লাগলো! এর বুকে কত অন্ধ রন্ধ্র……কত রহস্যময় জটিলতার জাল………কত গ্লানি ক্লেদময় গহ্বর………তার কোন্খানে সে তলিয়ে গেলো? ইচ্ছায়, না অনিচ্ছায়? সত্যিই কি তাঁর ছেলে তাঁকে বঞ্চনা ক'রলো?

দু' নৌকোয়

রাস্তায় লোক চলাচল প্রায় বন্ধ—ট্রাম নেই, কদাচিৎ বাস্, ট্যাক্সি ও এক-আধখানা রিক্সা···কদাচিৎ মাতাল, পাহারাওয়ালা, নয়ত ব্যস্ত পথিক···যেন দেহসম্পর্কহীন অসংলগ্ন প্রত্যঙ্গ সমূহ! সাম্নে পেছুনে আশেপাশে অসংখ্য বাড়ী—নির্ব্বাক বিভীষিকা—এর কোথাও খুন, কোথাও জুয়া, কোথাও ব্যাভিচার চল্‌ছে—অথচ বাইরে থেকে কেমন নিঃশব্দে এরা অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে র'য়েছে···রাস্তার আলোগুলো নিষ্ফল উপহাসের মতো পাণ্ডুর চোখে তাদের দিকে চেয়ে র'য়েছে!

অক্ষয়বাবুর মনে হ'ল পৃথিবী নেই, জীবন নেই··বায়ুহীন নিস্তরঙ্গ কোন্ মহাশূন্যে তিনি ভেসে চ'লেছেন—তাঁর অস্তিত্বের যেন আকস্মিক কেন্দ্রচ্যুতি হ'য়েছে।

হঠাৎ এলো ঝম্‌ঝম্ ক'রে জল···চম্‌কে উঠেই অক্ষয়বাবু দেখেন একটা গ্যাস্‌পোষ্টে হেলান দিয়ে তিনি তাঁদেরই গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সাম্নের দোকানের বারান্দায় একটা মাতাল ব'সে ব'সে আপন মনে বেতালা গান গাইছে। দৌড়ে অক্ষয়বাবু বাড়ীর দরজায় হাজির হ'লেন।

দরজা খুলে দিলেন অন্নপূর্ণা···নিঃশব্দে অক্ষয়বাবু ভেতরে ঢুকে গেলেন।

একটিও কথাবার্ত্তা নেই দু'জনে। কথা বলবার আর কিই বা আছে? কথার ত একটা সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব আছে—যার বাইরে

গেলে নিস্তব্ধতাই বড় ভাষা। বুক দিয়ে তাকে অনুভব ক'রতে হয়, মুখ দিয়ে তার প্রকাশ হয় না।

অন্নপূর্ণা কাঁদছিলেন। অক্ষয়বাবু বক্র-দৃষ্টিতে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে রুক্ষস্বরে ব'ললেন, "কাঁদছো? কিন্তু আমার মনে হয় তোমার হাসা উচিত। এতদিন পরেও যে এতবড় শত্রুটা ঘাড় থেকে নামলো, এ বিধাতার মস্ত আশীর্ব্বাদ!"

—"কিন্তু আমার যে আর একটিও নেই।"

—"সেই ত সব চেয়ে ভালো! আর কেউ পারবে না এমন ক'রে সর্ব্বনাশ ক'রতে।"

—"কেন তুমি ওর বিয়ের ব্যবস্থা ক'রলে?"

—"অন্যায় ক'রেছিলাম। যে দিন অসহায় শিশু কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল এ পৃথিবীতে, আমাদের দুঃখকে আরো বাড়াতে, সেই দিনই গলায় পা দিই নি···আদর ক'রেছি,···আমার অন্যায়ের কি সীমা আছে?"

অন্নপূর্ণা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কি বুঝবে হৃদয়হীন পুরুষ তাঁর এই ব্যথার স্বরূপ? হায়, যৌবনের ফুলবনে যেদিন ফলের দাবী নিয়ে এই দস্যুগুলো এসে ভীড় জমায়, সেদিন পল্লবৈশ্বর্য্যকে গলাটিপে মেরে নারী কেন করে এদের অভ্যর্থনা? পুরুষ শেষদিন পর্য্যন্ত যাকে মনে করে সাময়িক দৌর্ব্বল্য, নারী কেন তাকেই মনে করে তার জন্মার্জ্জিত সাধনা?

ভিখারিণী তাই সন্তানবতী হ'তে চায়—এই দুঃখের উত্তপ্ত মদিরা পুরুষ কোন দিন আস্বাদ করে নি, তাই তার কাছে হিসাব-নিকাশের শেষ আছে, মেয়ে মানুষের কাছে এ শুধু জেরের পর জের !

অক্ষয়বাবু খানিক পরে ব'ললেন, "সে নিশ্চয়ই ভেতর ভেতর ব'য়ে গেছে। এই ক'ল্‌কাতা সহরে চাদ্দিকে জাহান্নমের ফাঁদ পাতা—তার জন্যে কাঁদা মিথ্যে ! আমার হিসাবে তার মৃত্যু হ'য়েছে—কারণ তার চেয়ে বড় সান্ত্বনা কিচ্ছু নেই।"

—"কিন্তু রাত পোহালে যে ভদ্রলোকের কাছে মুখ দেখাতে হবে। তাদের কি ব'ল্‌বে তুমি ?"

—"ব'ল্‌বো বোম্বেটে ছেলে বিয়ের নামে পালিয়েছে—আপনাদের টাকা ফেরৎ নিন্, অন্য জায়গায় মেয়ের বিয়ে দিন্।"

—"তাই কি হয় ?"

—"সত্যিকার জগতে তাই ঘট্‌তে পারলো, আর মুখে তাই বলা যাবে না ?"

এরপর আর কথা চলে না। স্বামীর চিন্তাধারা চ'ল্‌লো এক পথে, স্ত্রীর চিন্তাধারা চ'ল্‌লো আর এক পথে—মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। নীরন্ধ্র রাত্রির ছায়ায় বিনিদ্র দম্পতি আজ জীবনের একটানা পথে টক্কর হঠাৎ খেয়ে নূতন ক'রে জেগে উঠলেন। কেউ কারুকে বুঝলেন না, অথচ ব্যথার পরিমাণ দুজনেরই সমান। একজনের ব্যথা নিজের অধিকারের খর্ব্বতায়,

অপরের ব্যথা ভালোবাসার ব্যর্থতায়। কিন্তু কেন? তার উত্তর নেই!

*　　　　*　　　　*

*　*　　　　*　*　　　　*　*

সকাল বেলা অক্ষয়বাবুর হাতে একখানা চিঠি এলো। আশ্চর্য্যের বিষয় মেয়েলি ছাঁদের লেখা চিঠি এবং তা শশীশেখরের নামে। অক্ষয়বাবু খাম খানা খুল্‌লেন। তাতে লেখা র'য়েছে—

"আমায় রক্ষা করুন, আমি অন্যকে স্বামী ব'লে গ্রহণ ক'রেছি মনে-মনে। কিন্তু জগতের মধ্যে আমরা দু'জন এবং বিধাতা ছাড়া আর কেউ জানে না সে কথা—সে কথা মুখ ফুটে ব'ল্‌বার নয়। বাবা-মা অন্যের সঙ্গে আমার বিয়ে দিলে, আমার নারী জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে"...ইত্যাদি।

যে পাত্রীর সঙ্গে শশীশেখরের বিয়ের ব্যবস্থা হ'য়েছিল, সে-ই লিখছে এ চিঠি।

অক্ষয়বাবুর মনে হ'ল এ ব্রহ্মাণ্ড হঠাৎ কি তার কক্ষচ্যুত হ'য়ে উচ্ছৃঙ্খল পথে লুটোপুটি খাচ্ছে নাকি? এদিকে তাঁর ছেলেটি বিয়ের নামে পলাতক, ওদিকে অপরের মেয়েটিও প্রায় তদ্রূপ। একজনকে সে ভালোবেসেছে, তাকে না পেলে, অন্যের সঙ্গে বিয়ে হ'লে, তার সতীধর্ম্ম আহত হবে—অতএব তাঁর ছেলের কাছে সে ক'রেছে সাহায্য-ভিক্ষা। আর তাঁর ছেলেও অন্তর্য্যামীর

মতো পূর্ব্বাহ্নেই গৃহত্যাগ ক'রে সতীর মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে—মেয়েটির বক্তব্য বেশ স্পষ্ট। কিন্তু তাঁর ছেলের পথ ত কুয়াসাচ্ছন্ন—তার সামনেও অগ্নিধারা কোন সতীর আদর্শ জাগ্রত আছে কিনা কে জানে ?

অক্ষয়বাবু চিন্তাক্লিষ্ট মনে হঠাৎ একটা কৌতুকবোধ জাগতে লাগলো !

গৃহিণীকে ডেকে তিনি চিঠিখানি প'ড়ে শোনালেন। তারপর সমস্ত চিঠিখানা টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে নর্দ্দমায় ফেলে দিলেন। ব'ললেন—"দেখ অন্নু, আমাদের আর পৃথিবীতে থাক্‌বার অধিকার নেই। আমাদের পথ বহু পুরোণো। আজকের জগৎ তার নিজের পথে হাঁটবে—সে পথে আমাদের সঙ্গে তার ঠুকোঠুকি হবেই। তার চেয়ে এসো আমরা আড়ালে যাই।"

—"কি ক'রে ?"

—"ম'রে ! দেখ্‌ছো না, আজকের ওরা চাইছে আমাদের মৃত্যু। আমরা অযথা কেন ওদের পথ আটকে থাকবো ? ওরা আজ চায় ছুটতে, আমরা চাই ওদের বাঁধতে। এ বিবাদের কি রফা আছে ?"

অন্নপূর্ণা উত্তর দিলেন না। নারীর পক্ষে সমাজ-নির্দ্দিষ্ট স্বামী-গ্রহণ, সেই স্বামীর আনুগত্য এবং তার অভাবে বৈধব্য-পালন ছাড়া, এর বাইরে অন্য যে কোন ধারাকেই তাঁর শিক্ষা জানে

ব্যাভিচার ব'লে। সুতরাং এই হ'তে-পারতো পুত্রবধূর চিঠির বক্তব্য তাঁকে স্তম্ভিত ক'রলো। এ হেন বৌ-এর হাত থেকে তাঁর ছেলে যে অব্যাহতি পেয়েছে, এ তাঁর বিশেষ সান্ত্বনা। এই হীনচরিত্রা কুলটার রাস্তা ত সোজা—কিন্তু তাঁর ছেলে, তাঁর লেখাপড়া-শেখা মানুষের মতো ছেলে, ভবিষ্যতের আশা, একমাত্র অবলম্বন ছেলে, তারও এই পথ! তাহ'লে বিয়েটা কি এ কালের জিনিষ নয়? ওটা কেউ কর'বে না? তাহ'লে জগতের কি হবে? বেশ, তাই যদি হয় ত বাড়ী ফিরে আয় বাপু—বিয়ে না হয় নাই ক'রবি। কিন্তু বাড়ী সে কি ফিরবে না? মনে প'ড়বে না তার মা'র কথা? জ্ঞান হবার আগে থেকে অপ্রবুদ্ধ আকর্ষণে যাকে সে আঁকড়ে থাকতো, জ্ঞান হ'য়ে তাকে সে অনাবশ্যক ভেবে ফেলে চ'লে যাবে? সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের কোন-না-কোন অবস্থার ভেতরও দরকার হবে না তার মা'র সাহচর্য্য! আচ্ছা কোথায় সে আছে, কি খাচ্ছে, কি ক'রছে? কেনই বা বিয়ের ওপর তার এত বিদ্বেষ?

আর এই মেয়েটি! কি ক'রে এর জীবনে কৌমার্য্যের বেড়া ভেঙে বাইরের হাওয়া এসে ঢুক্‌লো? আর সেই দমকা ঝড়ে এর শালীনতার পর্দ্দা উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেল্‌লো একেবারে হাটের ভেতরে? এও কি গৃহত্যাগ না ক'রে পারবে? তারপর? সমস্ত দেশটাই কি একদিন এই ভাবে ঘর-পালানো ছেলে-

মেয়ের ভ'রে যাবে? তারপর ওদের যখন পরস্পরের দেখা হবে পথে, তা কি পথেই ফুরোবে? যে যাকে পাবে একমুহূর্ত্তের জন্যে, পরের মুহূর্ত্তে তাকে ফেলে চ'লে যাবে চির দিনের অন্ধকারে? জীবনে কি এই হবে মানুষের সব চেয়ে বড় সুখ? কিন্তু···কিন্তু!

অক্ষয়বাবু ব'ললেন, "তুমি ভেবো না তোমার ছেলে একটা সাধু-মহান্ত। যারা ঈশ্বরকে করে অবিশ্বাস, ধর্ম্মকে করে অপমান, বন্ধুর বুকে বসায় ছুরি—ও তাদেরই একজন!"

এর উত্তর কি আছে? অন্নপূর্ণারও কি মনে হয় না একথা কিছু পরিমাণ সত্য? তাঁদের দুঃখের সংসারে একটি পর একটি ক'রে কত ছেলে-মেয়ে এসেছে এবং চ'লে গেছে—শুধু ভাঙনের মুখে টিঁকে ছিল এই একটি। সব ক'টির ভালোবাসা একের ওপর আরোপ ক'রে স্বামী-স্ত্রীতে কি তাকে বড় ক'রে তোলেন নি? একটানা বিশ বৎসর চোখে চোখে আগ্‌লে আগ্‌লে যাকে তাঁরা নিজেরা ক'রেছেন সৃষ্টি—যার সামান্যই নিজস্ব, বেশীটাই তাঁদের স্বপ্ন, সে কি তাঁদের সঙ্গে করে নি শত্রুতা?

বহুদিনের বহু ছোটবড় সুখ-দুঃখের টুক্‌রো ঘটনা ভীড় ক'রে আসে অন্নপূর্ণার মনে। তাঁর নীড় বাঁধবার বাসনাকে এমন ক'রে ভেঙে দিলো ঐ পাষাণ! কিন্তু তবু তাঁর চোখে জল আসে— ব্যাকুল কণ্ঠে তিনি ব'ললেন, "একবার পুলিসে খবর দেবে? ওগো তোমার পায়ে পড়ি, দাও একবার!"

দু' নৌকোয়

রিক্তকণ্ঠে অক্ষয়বাবু ব'ললেন, "পুলিসে যদি তার দেহটাকে ধ'রেই আনে, তার মনটাকে ত আর কেউ আন্‌তে পারবে না। সেটা তোমাদের বাঁধন কেটে উড়েছে—তার নাগাল আর কেউ পাবেনা।"

এ কথা সত্যি। ঘরের যে দিকে চোখ পড়ে—সেল্‌ফ, আন্‌লা, রোয়াক্‌ সব জায়গায় যার ছায়া অপরিহার্য্য হ'য়ে জড়িয়ে র'য়েছে, সেই লোক চ'লে গেছে হাতের বাইরে। মৃত্যু কি এর চেয়ে কঠোর? তাতে সান্ত্বনা আছে—এতে সান্ত্বনা নেই। দরজার কড়া নড়্‌তেই অক্ষয়বাবু বাইরে বেরিয়ে এলেন।

রণদাবাবু—প্রতিমার বাবা। শুক্‌নো মুখ, নিষ্প্রভ চোখ—ভীত, অবসন্ন চেহারা।

অক্ষয়বাবুকে দেখেই ভদ্রলোক উচ্চকণ্ঠে কেঁদে উঠ্‌লেন। কিছুই বলার দরকার হ'লনা—অক্ষয়বাবুও কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন। দু'জনেই পিতা এবং দুঃখের পরিমাণ দু'জনেরই সমান···অতলস্পর্শ সে দুঃখ!

—"অক্ষয়বাবু, সর্ব্বনাশ হ'য়েছে আমার।"

—"হবেই—বাঁচা মানেই সর্ব্বনাশের খাদ্য জোগানো।"

—"মেয়ে আমার মারা গেছে।"

—"মারা যায় নি—আপনাদের মারা যাবার ব্যবস্থা ক'রে গেছে। রণদাবাবু, বাবা হবার মতো পাপ নেই। কিন্তু বৃথা

লজ্জা পাচ্ছেন আপনি—আপনার মেয়ের মতো আমার ছেলেও পলাতক !"

—"পলাতক ? জানলেন কি ক'রে ?"

—"জানবার দরকার হয় না। এ স্বাভাবিক ঘটনা—এই এ যুগের ধর্ম্ম। পালাবেই এরা—পালানোই এদের রাস্তা।"

রণদাবাবু ব'সে প'ড়লেন। অক্ষয়বাবু তাঁর পাশে ব'সলেন। দু'জনে অনেকক্ষণ রইলেন চুপ্ ক'রে। বিধাতার কি সূক্ষ্ম ন্যায় বিচার—যাঁর সঙ্গে বৈবাহিকসূত্রে হ'তে চ'লেছিল কুটুম্বিতার সূচনা, তাঁর সঙ্গে হ'য়ে গেল সমদুঃখভাগের বাঁকা পথে সৌহার্দ্দ্য !

—"তাই ব'লছি অক্ষয়বাবু মেয়ে আমার ম'রে গেছে !"

—"হ্যাঁ···আমার ছেলেও ম'রেছে। না-না আমরাই ম'রেছি—আমাদের প্রেতাত্মাদের ওরা ক'রছে পদাঘাত !"

রণদাবাবু ব'ললেন, "কি ক'রে জান্‌বো বলুন ? হঠাৎ সন্ধ্যাবেলায় মেয়ে নিখোঁজ—তারপর আর নেই। অনেক গুলো হতভাগা বাড়ীতে আসতো মা-বাবা ব'লে—তাদেরই কেউ এই কাজ ক'রেছে···!"

অক্ষয়বাবু ব'ল্‌লেন, "আর আমার ইনি দিনরাত প'ড়্‌তেন বই—চোথাচোথা অনেক মত ছিল, যা মানুষে বিশ্বাস ক'রলে ব'লতে সাহস করে না।. সাদা বুদ্ধিতে মীমাংসা ক'রতে গেলাম, উল্টো বিপত্তি ঘট্‌লো। হরে-দরে সেই একই—তবে আড়ালে

আর কোন ব্যাপার আছে কি না তা অবশ্য জানিনা। আপনার মেয়ে, কাজেই দেশাচারের দিক থেকে আপনার ক্ষতিটা একটু বড়, কিন্তু ক্ষতির বড়-ছোট যাচাই প্রাণ দিয়ে—তা আপনারও গেছে, আমারও গেছে।···তা আপনার টাকা···!"

—"টাকা? হ্যাঁ টাকা, ধার ক'রেছিলাম·········ঐ টাকা দিয়ে হতভাগীর শ্রাদ্ধ ক'রবো!"

রণদাবাবুর চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ ক'রে জল প'ড়্তে লাগ্‌লো। অক্ষয়বাবুরও কাঁদলেন। কিন্তু দু'জনেরই মনে হ'তে লাগ্‌লো, এত বড় অস্বাভাবিক জিনিষ জীবনে তাঁরা আর করেন নি।

অক্ষয়বাবু ভাবী পুত্রবধূর জন্যে তৈরী-করা অলঙ্কারগুলি এবং পণের বাবত অগ্রিম নেয়া টাকার অবশিষ্টাংশ রণদা বাবুর হাতে ফিরিয়ে দিলেন—এ ছাড়া আর কিই বা তাঁর ক'রবার ছিল?

রণদাবাবু পথে বেরুলেন। গাড়ী ঘোড়া লোকজন গিজ্ গিজ্ ক'রছে চারি দিকে—কারুর সঙ্গে কারুর যোগ নেই, বিশৃঙ্খল গতিতে লক্ষ্যহীন পথে যে যেদিকে পারছে ছুটছে। সব শুদ্ধ জড়িয়ে এর পেছুনে নেই কোন বৃহৎ উদ্দেশ্য—সমস্ত কিছুর সমবায়ে একটি ঐক্যতান গ'ড়ে উঠ্‌ছে না। এই আধুনিক কালের নাগরিকতা। এর অন্তরালে কার বুক ফাট্‌ছে, কার সমস্ত আশা অপ্রত্যাশিত ভাবে হ'য়ে যাচ্ছে ব্যর্থ···কেউ রাখে না তার খবর।

ভবানীপুর থেকে হেঁটে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে রণদাবাবু এসে প'লেন

চৌরঙ্গীর মোড়ে। দেখলেন বহু স্ত্রী-পুরুষ গঙ্গাস্নান ক'রতে যাচ্ছে, ক'রে ফিরছে। তাঁর মনে হ'ল, এই জন-সমুদ্রের মধ্যে কি প্রতিমাকে পাওয়া যায় না? যদি তাকে দেখা যায় কারুর সঙ্গে, কি ব'লে তাকে ডাকবেন তিনি? সেও কি সহজ ভাবে আর সাম্নে এসে দাঁড়াতে পারবে?

স্খলিত পায়ে চ'ল্তে চ'ল্তে রণদাবাবু জগন্নাথ ঘাটে পৌছুলেন। সেখানেও নিঃসম্পর্ক জনতার বাহুল্য—দূরে ঘোলা জলে আবর্ত্ত তুলে জাহাজ ষ্টিমার ও গাদাবোট আনাগোনা ক'রছে! বড় বড় বিদেশী জাহাজ চোঙ খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে র'য়েছে, আর মোটা মোটা শিকলের অবিশ্রান্ত ঘড়্ঘড়ানির সঙ্গে মালপত্র উঠছে-নামছে। ওপারে দেখা যায় কল-কারকানা—চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠ্ছে। এই গঙ্গা? আপনার আবেগে নেমে এসেছে যে জল-ধারা পাহাড় থেকে, মানুষ তাকে লোহালক্কড় দিয়ে বেঁধে ছেঁদে আপন কাজে লাগাচ্ছে! সকালের আলোতে দুনিয়ার চেহারাটা রণদাবাবুর চোখে যেন বিশ্রী রকম খেলো ঠেক্তে লাগলো। এর ভেতর কোথাও যেন কোন বাঁধন নেই, কোথাও কোন মমতাময় প্রচ্ছন্নতার আড়াল নেই।

*　　*　　*

* *　　* *　　* *

ঘাট ছেড়ে পাড়ে এসে ব'সে রণদাবাবু একদৃষ্টে স্নানার্থী

স্ত্রী-পুরুষদের দিকে তাকাতে লাগ্‌লেন। না-না সে নেই···আর সে আসবেই বা কেন এখানে? পথে ঘাটে, ঘরে বাইরে, কোথাও তাকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তাকে পাওয়া গেলেই বা লাভ কি? অক্ষয়বাবুর ছেলে পলাতক হ'য়েছে, সে যদি চরম অধঃপাতে নেমে যায়—খুন করে, চুরি করে, ব্যাভিচার করে—তবু তার ফেরার পথ বন্ধ হবে না কোন দিন। যে দিন সে বাবা ব'লে এসে দাঁড়াবে—সেই দিনই অক্ষয়বাবু তাকে অবলীলাক্রমে ঘরে তুলে নেবেন। তারপর দরকার হ'লে সে গেরুয়া প'রে সাধু-মহান্তও সাজ্‌তে পারবে। পুরুষের জীবনে এ সবে ছন্দ-ভঙ্গ হবে না কিছুতেই।

কিন্তু তাঁর মেয়ে যদি ফিরে এসে দাঁড়ায়, তার দিকে তিনি ফিরে তাকাতেও পারবেন না—কারণ মেয়েমানুষ সমাজের নিরূপিত গণ্ডীর বাইরে পা দিলেই আর তার ঐশ্বর্য্য থাকে না কিছুই, তখন আমাদের প্রচলিত হিসাবের খাতা থেকে তার নাম কেটে দিতে হয়। যদি সে পবিত্রও থেকে থাকে, যদি সে সত্যিই ফিরতে চায়, তবু তার পথ বন্ধ। এ ন্যায় কি অন্যায় সে বিচার করার শক্তি গরীবের নেই—চল্লিশ টাকার কেরাণীকে দেশাচার ঘাড় হেঁট করে মান্‌তেই হবে।

দুই হাঁটুর ভেতর মুখ রেখে রণদাবাবু এলোমেলো অনেক কথাই ভাব্‌তে লাগ্‌লেন। আচ্ছা সত্যিই মেয়েটা গেলো

দু' নৌকোয়

কোথায়? কার হাত ধরে সে এই দুস্তর সমুদ্রে এমন নির্ভয়ে ঝাঁপ দিল? কান্তি কি? বাল্যবন্ধু হরিকিশোর বাবুর ছেলে কান্তি—সেই কি এতদিনের বিশ্বাসকে নির্বিঘ্নে আঘাত ক'রে তাঁর গালে কালি দিলে? আর পরেশ···? না, তার ত বিয়ে-থাওয়া হ'য়ে গেছে, তার ত এ দুর্ব্বলতা থাকার কথা নয়। বিশেষতঃ তাঁর মেয়ের ত রূপ-লাবণ্য বিদ্যা-বুদ্ধি কোন কিছুরই বৈশিষ্ট্য নেই। একান্ত দেহের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন কারণেই কেউ তাকে গ্রহণ ক'রতে পারে না। সুতরাং আকর্ষণ ফুরানোর পরই, যেই নিয়ে যাক্, তাকে ফেলে পালাবেই। তখন? তখন ঝি-গিরি বা তার চেয়েও হীনতর বৃত্তি অবলম্বনে তাকে জীবন কাটাতে হবে!

যদি সেই সময় কোন দিন হঠাৎ তাঁর সঙ্গে তার দেখা হ'য়ে যায়! কল্পনায় রণদাবাবু যেন মেয়ের সেই শোচনীয় পরিণাম প্রত্যক্ষ ক'রতে লাগলেন। স্যাঁত্‌সেঁতে খোলার ঘর, অপরিচ্ছন্ন বিছানা, জীর্ণ-শীর্ণ গুটি কতক অবাঞ্ছিত ছেলে-মেয়ে—দুঃখ, অসীম অপরিমেয় দুঃখ! যে একদিন প্রেমের অছিলায় পথে নামিয়েছিল, তার পর কত এসেছে গেছে···নিজের দেহের স্তুক্কারজনক গ্লানি আজ নিজেকে ক'রেছে বিদ্বিষ্ট···ভগবান্, ভগবান্. রণদাবাবু আর ভাব্‌তে পারলেন না—সকালের তীক্ষ্ণ রৌদ্রে তাঁর চোখ ভ'রে জল এলো।

দু' নৌকোয়

আচ্ছা এই বিরাট কল্‌কাতা সহরের কোন রন্ধ্রে তাকে কে লুকালো? একবার যদি কান্তির বাড়ীতে খোঁজ ক'রে দেখা হয়…! তাতেই বা লাভ কি? অনিষ্ট যা হবার তা ত হ'য়েই গেছে, এরপর তাকে পাওয়া ত না-পাওয়ার চেয়েও বিষময় হবে। তবু সন্ধানটা যদি পাওয়া যায় এই আশা!

রণদাবাবু উঠলেন। কান্তির বাড়ীর কাছে আসতেই দেখলেন কান্তি বারান্দা থেকে স'রে গেলো। তাহ'লে কি তাঁর অনুমান সত্যি? এক মিনিট পরেই দরজা খুলে স্বয়ং কান্তি—সেই প্রসন্ন হাসি মুখ, সেই বিনয়-নম্র দৃষ্টি।

—"আসুন কাকাবাবু।"

—"না—এই এদিকে এসেছিলাম, তাই তোমাদের খবরটা নিয়ে যাবো ভাবলাম—আচ্ছা আসি।"

—"সে কি হয়? একটু চা খেয়ে যান্। তারপর ও-দিক্‌কার নতুন খবর কি? আমি এখনই যাবো একবার ভাবছিলাম। মা'র সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাবেন—কি গয়নাটয়না সব গড়িয়েছেন তিনি!"

—"আচ্ছা, আচ্ছা, তার জন্যে ব্যস্ত কি? তা হ্যাঁ—কান্তি যে টাকাটা নিয়েছিলাম, তার কিছুটা অন্য রকমে যোগাড় হ'য়েছে। সেটা তোমায় দিয়ে যাই, বাকীটা শীগ্রীই দোবো।"

কান্তি যেন একটু আশ্চর্য্যান্বিত হ'ল!

দু' নৌকোয়

—"আমি কি টাকার জন্যে আপনাকে কোন কথা ব'লেছি কাকাবাবু?—আর তিন দিনের মধ্যে শোধ দেবেন, এমন কড়ারও ত ছিল না আমাদের সঙ্গে। আপনি যখন পারবেন তখনই দেবেন—এত ব্যস্ততার কারণটা কি? আমাদের ওপর কি আপনি অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন?

রণদাবাবু খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। কি ব'লবেন কিছুই তাঁর মাথায় এলো না। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় এখানে এসে ওঠা তাঁর রীতিমতো ভুল হ'য়েছে—নিজের গ্লানিকে তার আবরণ খুলে যেন স্পষ্ট ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। কিন্তু এখন আর কি বলেন? আর কি ক'রেই বা কথাটা আরম্ভ করেন?

—"কি জানো বাবা, মেয়ের আর বিয়ে হবে না। কাজেই দেনাটা অযথা থাকে কেন?"

—"তার মানে? রাত পোহালে বিয়ে, এর মধ্যে বিয়ে হবে না?"

—"তাই—কিন্তু সেকথা আমায় আর জিজ্ঞাসা ক'রো না বাবা।" ব'লতে ব'লতে রণদাবাবু কেঁদে ফেললেন।

কান্তির কি মনে হ'ল তা কান্তিই জানে, তবে আর কোন কথা কিন্তু তার জিজ্ঞাসা ক'রতে গরজ হ'ল না। যেন একটা নির্ব্বাক সহানুভূতিতে সে রণদাবাবুর দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে

রইলো। তারপর ব'ললো, "আচ্ছা আমি বিকেলে যাবোখন্…
আপনি না হয় এখন বাড়ীই যান্!"

হঠাৎ রণদাবাবু আর্ত্ত কণ্ঠে ব'ললেন, "রাগ ক'রো না বাবা কান্তি—মাথার আমার ঠিক নেই। সত্যি ক'রে বলো আমার মেয়ে কোথায়? কোথায় রেখেছো তোমরা তাকে?"

—"সেকি? এ আপনি কি ব'লছেন? অ্যাঁ? এ কি?"

—"বলো বলো, তোমার বাবা আমার ছেলেবেলার বন্ধু ছিল—তোমায় চিরদিন ছেলের মতো মনে ক'রে এসেছি। আমি হাতজোড় ক'রে ভিক্ষা চাইছি, ব'লে দাও কোথায় তাকে রেখেছো!"

"আপনি কি পাগল হ'লেন? কি ব'লছেন আপনি?"

—"ব'লছি কাল রাত্রি থেকে সে পলাতক। বিকেলেও তুমি গেছ্‌লে…নিশ্চয় তুমি জানো তার সংবাদ। আমায় প্রাণে মেরে তোমাদের কি লাভ? গরীব আমি…তোমাদের কি ক্ষতি ক'রেছি?"

কান্তির চোখ-মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। থর্‌থর্ ক'রে ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগলো। দৃপ্ত চোখে হেঁকে সে ব'ললো, "রণদাবাবু, সাবধান! আপনি আমায় ছোট বংশের কুকুরের মতো মেয়ে-চোর মনে ক'রেছেন? জানেন আপনি, আপনার মেয়ে যাদের ঝি হবারও যোগ্য নয়, এমন হাজারটা মেয়ে

আমি এখুনি টেলিফোনে যোগাড় ক'রতে পারি? বাবার বন্ধু আপনি—ছেলে বয়সে বাবা মারা যাবার পর ঢের আদর ক'রেছেন, পয়সায় তা পাওয়া যায় না,—তাই আপনাকে খাতির করি···কিন্তু যান্ আপনি এখুনি আমার বাড়ী থেকে!"

রণদাবাবুর সমস্ত শরীর হিম হ'য়ে এলো। মাথার রগ্ দপ্ দপ্ ক'রতে লাগলো—জীবনী শক্তি হারিয়ে তিনি যেন ফতুর হ'য়ে গেছেন! বাস্তবিকই উত্তেজনার বশে তিনি কাকে সন্দেহ ক'রেছিলেন? ছি ছি·· কিন্তু আর সংশোধনের উপায় ত নেই! যাই কেন বলুন না, এখন সেটার অর্থ অন্য হবে। এত দিনের স্মৃতির ওপর তৈরি যে বিশ্বাসের প্রীতির আত্মীয়তার সৌধ, এক মুহূর্ত্তের চাল্ ভুলে তা ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেলো! ছুর্ভাগ্যের তাড়নায় কি ক'রলেন তিনি?

পাংশু মুখে রণদাবাবু ব'ললেন, "আমায় মাপ করো বাবা—আর তা ছাড়া সে ছেলেও পালিয়েছে!"

—"আপনার আর কোন কথাই আমার শোনার প্রয়োজন নেই, আপনি দয়া ক'রে পথ দেখুন" ব'লেই কান্তি বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেলো।

মিনিট কয়েক বিমর্ষ ভাবে ব'সে থেকে রণদাবাবু উঠলেন।

বাড়ীতে ঢুকেই রণদাবাবু দেখলেন বড় ছেলে ভোম্বল

দু' নৌকোয়

খবরের কাগজ খুলে খেলার বৃত্তান্ত প'ড়ছে, পাশে ব'সে পরেশ আর অম্বিকা! কি একটা তর্কও হ'চ্ছে সেই সঙ্গে।

কান্তির ওখান থেকে রণদাবাবু রীতিমতো আহত হ'য়েই ফিরেছিলেন। নিষ্ফল আক্রোশে আর দুর্ব্বার মর্ম্মপীড়ায় তাঁর ভেতরটা হু হু ক'রে জ্ব'ল্‌ছিল—চোখের সাম্নে যে সর্ব্বনাশের দুরন্ত ঝড় ব'য়ে গেলো তাঁর সংসারের ওপর দিয়ে, তিনি না পারলেন তার গতি রোধ ক'রতে, না পারলেন এই কু-কর্ম্মের কর্ত্তা কে স্থির ক'রতে। হঠাৎ তাঁর সমস্ত রাগ এসে প'ল বুড়ো ধাড়ি ছেলেটার ওপর।

—"হতভাগা যমের দূত, বেরো বেরো আমার বাড়ী থেকে—ম'র্‌তে পারিস্ নে, তোরা ম'রলেই আমি বাঁচি!"

ভোম্বল খোঁচা খেয়ে ঘুমন্ত বাঘের মতো জেগে উঠলো। চোখ কট্‌মট ক'রে বাপের দিকে তাকিয়ে সে ব'ললো, "আমার অপরাধ? তোমার মেয়ে পালিয়েছে—তার জন্যে আমি দায়ী?"

রণদাবাবু সিংহনাদ ক'রে ব'ল্‌লেন, "চোপ্‌রও হারাম্‌জাদ, জুতিয়ে মুখ ভেঙে দেবো। তুই দায়ী ন'স্ ত কে দায়ী রে ইষ্টুপিড? যত রাজ্যের গুণ্ডা-ষণ্ডা এনে বাড়ীতে জড়ো ক'রেছিলি ব'লেই ত এমনটা হ'ল!"

পরেশ আর অম্বিকা পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি ক'রতে

লাগলো! ভোম্বলের বন্ধুত্ব-সূত্রে আর পাঁচ জনের সঙ্গে তারাও এ বাড়ী আসে-যায়—সুতরাং রণদাবাবুর আক্রমণটা তাদের ঘাড়েও কিছু পরিমাণ না প'ড়লো এমন নয়। কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় তারা কোন প্রতিবাদ ক'রলো না—প্রতিবাদ ক'রলো ভোম্বল নিজেই এবং এমন ভাষায় সে প্রতিবাদ ক'রলো যে রণদাবাবুর আপাদ-মস্তক লজ্জায় আর অনুতাপে সঙ্কুচিত হ'য়ে গেলো।

—"আমি গুণ্ডা জুটিয়েছি? না তোমরা?...তখন বলি নি, যার তার সঙ্গে বায়স্কোপে যেতে দিও না; যার তার দে'য়া সেপ্টিপিন, রুমাল, এসেন্স নিতে দিও না—তখন যে বড় বাবা সেজে ব'সতে! এক পয়সার মা-বাপ ত—পয়সা পেতে কিনা, কাজেই কিছু ব'লতে না! এখন আমার ওপর তম্বি ক'রছো কেন? আমি কি জানি ও-সবের—আমি আপন তালে থাকি!"

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রণদাবাবু কাঁপতে লাগলেন। মানুষের ভাষায় যে এমন তীক্ষ্ণ বিষের আমেজ থাকতে পারে, তাঁর পঞ্চাশ বছরের জীবনে আর কোন দিন তিনি তা টের পান নি। তাঁর কান্না পেতে লাগলো, কিন্তু গলা কাঠ হ'য়ে গেছে—বাক্যহীন যন্ত্রণায় রণদাবাবু ছটফট ক'রতে লাগলেন।

ভোম্বল সেদিকে দৃক্‌পাতও ক'রলো না। সে বন্ধুদ্বয়কে সম্বোধন ক'রে ব'ললো, "যাও হে তোমরা—আমাদের বাড়ী আর এসো না, ভদ্রলোকের ছেলে কেন মিছিমিছি অপমান হবে?"

দু' নৌকোয়

রণদাবাবু হঠাৎ শর-বিদ্ধ পশুর মতো আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন, "ওরে পাষণ্ড, থাম্ থাম্…নয়ত মার্ আমার বুকে একটা ছুরি…কি ক'রেছি আমি তোর? কি ক'রেছি?"

ভদ্রলোক কাঁদতে আরম্ভ ক'রলেন। বয়সের গাম্ভীর্য্য ভুলে, দেশ কাল পাত্র ভুলে, কারণ ভুলে—অবিশ্রান্ত তিনি কেঁদে চ'ললেন। পরেশ আর অম্বিকা নিঃশব্দে উঠে গেলো—ভোম্বলও উঠে দাঁড়ালো। তারপর অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় ব'ললো "পয়সা আনতে পারি না ব'লে ঢের অপমান সই—কিন্তু এই টুকু জেনো বাবা, মেয়ে তোমাদের ব'য়ে গেছে তোমাদের জন্যেই—তোমরা চেয়েছিলে পাড়ার সমস্ত ছোঁড়াকে লম্বা দড়ি ছেড়ে দিয়ে খেলাতে—শেষকালে এক জনকে বিয়ে ক'রতে বাধ্য ক'রে ভেবেছিলে পণের টাকা বাঁচাবে! কিন্তু তোমাদের মতো চালাক আরও আছে…তাদেরই কেউ তাকে নিয়ে চম্পট দিয়েছে—দু' দিন পরে দেখবে তোমাদের মেয়ে বায়স্কোপে গালে রঙ মেখে 'নাথ' 'নাথ' ক'রে বক্তিতা ক'রছে!"

রণদা বাবু কোন কথার উত্তর দিলেন না—কিই বা আর ব'লবেন তিনি? ছেলের আক্রমণ যেদিক থেকে আসছে, সেদিকটা ত তিনি কোনদিনই হুঁস্ ক'রে দেখেন নি। কিন্তু তাই ব'লে তার যুক্তির যে সমর্থন নেই এমন ত নয়!

ভোম্বল খানিক ভেবে ব'ললো, "যাক্ অনেক কষ্ট সহ্য ক'রেছো তোমরা আমায় নিয়ে—আমিও চ'ললাম্।"

ভোম্বল নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলো। রণদাবাবুর ইচ্ছা ক'রতে লাগলো, দৌড়ে গিয়ে তার হাত চেপে ধ'রে তাকে ফিরিয়ে আনেন, চীৎকার ক'রে কেঁদে তাকে ডাকেন···কিন্তু শরীর তাঁর স্পন্দন-রহিত, কণ্ঠ অবরুদ্ধ···আচ্ছন্নের মতো তিনি তাকিয়ে দেখতে লাগ্লেন। দরজা থেকে নেমে ভোম্বল গলিতে প'লো। একটু একটু ক'রে গলির কল, তারপর গ্যাস্পোষ্ট্, তারপর সিঙ্গীদের বাড়ী···তারপর অদৃশ্য হ'য়ে গেলো! দৃষ্টি-সীমার বহির্ভূত হ'তেই রণদা বাবু ডুক্রে কেঁদে উঠ্লেন, "হায়, হায়, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল—আমার সব গেলো!"

ভেতর বাড়ী থেকে গিন্নী এলেন উঠে—বাতের ব্যথায় উত্থান-শক্তি-রহিত হ'য়ে তিনি চিরস্থায়ী ভাবে বিছানা আশ্রয় ক'রে থাকেন। মেয়েই ক'রতো সংসারের সমুদয় কাজ-কর্ম্ম—সেই মেয়ে যখন তাঁকে আকূলে ভাসিয়ে পালালো, তখন তিনি চোখে অন্ধকার দেখলেন। দুঃখ যা হবার তা ত হ'লই—কিন্তু সমস্ত দুঃখকে ছাপিয়ে উঠ্লো সংসার চলাচলের ভাবনা। তিনি বিছানা ছেড়ে উঠ্তে পারলেন না—শুয়ে শুয়ে অদৃষ্টকে, বিধাতাকে, মেয়েকে, মেয়ের বাপকে, অবিশ্রান্ত গাল্ পাড়্তে আরম্ভ ক'রলেন। যে সব পাড়ার ছোঁড়া বাড়ীতে আসতো আন্নাকালী তাদের আদর-

যত্ন ক'রতেন, ছেলের বন্ধু ব'লেও বটে—তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রতো ব'লেও বটে। সাত-আটটি ছেলে রোজ আসতো যেতো—বহুদিন থেকেই তারা আসে-যায়। কাজেই তাদের সঙ্গে মেয়েকে মিশ্‌তে দেওয়ায় কোন বাধা আছে, সে কথা আন্নাকালীর মনেও হয় নি। বিশেষ মেয়ে তাঁর আদৌ সুন্দরী নয়—সুতরাং ভয়ও বড় বেশী ছিল না। কিন্তু অপ্রত্যাশিত জিনিষ জগতে অনেক ঘটে। মেয়ে পালালো এবং কার সাহায্যে তাও বোঝা গেলো না…বিয়ের সমস্ত আয়োজন হ'য়েছিল, ধার-দেনা ক'রে টাকা যোগাড় হ'য়েছিল, সে টাকা কান্তিই দিয়েছিল বিনা সুদে। আন্নাকালী স্তম্ভিত হ'লেন।

কিছুক্ষণ আগে থেকেই বাইরের ঘরে ছেলের সঙ্গে স্বামীর বকাবকি হ'চ্ছে শুনতে পাচ্ছিলেন—অভাবের ঘরে বকাবকি ত নিত্যকার ব্যাপার, কাজেই সে বিষয়ে তিনি দৃকপাত করেন নি—কিন্তু সুর যখন চ'ড়লো এবং ঝগড়া থেকে কান্না এবং গৃহত্যাগ পর্য্যন্ত ঘ'টে গেলো, তখন তিনি বিছানা ছেড়ে হেঁচ্‌ড়ে হেঁচ্‌ড়ে উঠে বাইরে এলেন—দেখ্‌লেন, রণদা বাবু দু'হাতে মুখ ঢেকে খালি কাঁদ্‌ছেন। গৃহিণী কিছু ব'ললেন না—এতটা আসতে তাঁর যে পরিশ্রম হ'য়েছিল, তার ফলেই তিনি হাঁপাতে সুরু ক'রেছিলেন। কথা ব'লবার আর উপায় কি?

তাঁর দিকে তাকাতেই রণদাবাবুর সর্ব্বশরীর জ্ব'লে উঠ্‌লো।

দু' নৌকোয়

এই বিগতাযৌবনা শক্তি-সামর্থ্যহীনা শয্যাশায়িনী স্ত্রীলোকটি…উঃ তাঁর জীবনের এ কত বড় বিড়ম্বনা! দীর্ঘদিন আর দীর্ঘ রাত্রির মধ্যে যার বিছানার বাইরে আসবার শক্তি নেই—অথচ মানুষ হিসাবে যার সমস্ত দাবী আছে, খাওয়ার, পরার, যাবতীয় শারীর-ধর্ম্মের…তার মৃত্যু না হ'য়ে সে কেন বেঁচে থাকে? কি তাতে আর প্রয়োজন…? মেয়ে গেছে, ছেলে গেছে—এও যদি যায়…উঃ, জীবনে তাহ'লে আবার রণাদা বাবু মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচেন!

উগ্রকণ্ঠে রণদা বাবু ব'ললেন, "মর্‌তে এসেছো? ম'র্‌বে না কিছুতেই? আমার হাড় খাও, আর শেকড় গেড়ে টিঁকে থাকো!"

হায় প্রথম যৌবন! আন্নাকালী দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন—তারপর ব'ললেন, "চলো, ভেতরে চলো"!

—"যাবো যেদিন তোমার ঐ চক্ষুশূল চেহারাটা আর দেখতে হবে না; তোমার পেটের ভূত দুটোকে দেখতে হবে না—সেদিন যাবো!"

আন্নাকালী ব'ললেন, "মাগো আমায় নাও, আমায় নাও"!

*　　　　*　　　　*

*　*　　　　*　*　　　　*　*

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রতিমার সময় কাট্‌তে চায় না। অলস অনাবশ্যক দিনের বোঝা তার বুকে ভারী পাথরের মতো চেপে বসে। কান্তি বিকেলে আসে মোটর হাঁকিয়ে—ঘণ্টা দুই-তিন

থাকে, হাসে, গল্প করে, আদর করে—এটা-ওটা নিয়ে আসে, দিয়ে চ'লে যায়। সৌখীন প্রেমিকের মতো তার বহুবাঞ্ছিত ক্ষণিক উপস্থিতি—এক এক ক'রে অনেক দিন হ'ল, কৈ কান্তি যতদূর এসেছে, তার চেয়ে আর এক পা-ও বেশী এগুনোর ইচ্ছা ত তার দেখা যাচ্ছে না। তাহ'লে চিরদিন কি সে এই ভাবে ব্যারাকপুরের নির্জ্জন বাড়ীতে একা একা রাঁধবে, খাবে, আর ঠিকে ঝি-চাকরের তত্ত্বাবধানে প'ড়ে থাক্‌বে?

প্রতিমার অনুশোচনা হয়—এর চেয়ে কোন দরিদ্র গৃহস্থের স্ত্রী হ'য়ে, তার সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব নিয়ে ত সে অনেক গৌরবে দিন কাটাতে পারতো। তার আশঙ্কা হয়—আচ্ছা, কান্তি যদি তাকে বিয়ে না করে! তাহ'লে, তাহ'লে···? যে পারিবারিক পরিবেশের ভেতর প্রতিমা মানুষ, তাতে তার বাইরে তাকাবার ক্ষমতা তার নেই। তার বুক তোলপাড় করে—হাঁপিয়ে ওঠে সে। কপাল হাতে ক'রে কেন সে তখন অন্ধকারে ঝাঁপ্ দিলো?

বয়স যখন তার সম্ভবের সীমানা ছাড়িয়ে বিপরীতের কোঠায় আসতে আরম্ভ ক'রলো, তখন দেখেছে সে পিতামাতার উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা ও দুর্ব্ব্যবহারের বাহুল্য! অর্থহীন পরিবারে কন্যাদায়ের নির্লজ্জ উলঙ্গতা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রেছে।

সেই থেকে বিবাহের ওপর তার জন্মায় বিতৃষ্ণা—আচ্ছা লোকের বিয়ে করা ছাড়া কি গত্যন্তর নেই? আর বিয়ে যদি ক'রতেই হয়, ত তার জন্যে রূপ এবং রূপিয়ার পরিমাণটাই সকলের আগে কেন? কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর কে দেবে?

ইতিমধ্যে দাদার বন্ধুদের ভেতর কেউ কেউ তার যৌবনা-গমের সুসংবাটুকু উপলব্ধি ক'রেছিল—রূপ-গুণের বিশেষত্ব না থাকলেও, যুবতী নারীর দেহ—ওর ওপর আকর্ষণ তাদের কম থাকার কথা নয়। তারা অনাবশ্যক তোষামোদে তাকে আপ্যায়িত ক'রতো, দিতো নানা উপহার—নিয়ে যেতো নানাস্থানে, এবং পরস্পরের মধ্যে এই নিয়ে বাধতো প্রতিযোগিতা। বাবা ও মা জিনিষটা দেখতেন, বুঝতেনও হয়ত—কিন্তু প্রতিবাদ ক'রতেন না—সারল্যের ছলনায় বরং প্রশ্রয়ই দিতেন।

বেড়ে গেলো সাহসের পরিমাণ—হঠাৎ কান্তির ওপর প'লো প্রতিমার নজর—তার রূপ, তার সম্পদ, তার পদমর্য্যাদা! কান্তি যদি তাকে গ্রহণ করে…! সেই কান্তি অপ্রত্যাশিত ভাবে দিলো একদিন ধরা! শিবপুরের বাগানে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে সে প্রতিমাকে ক'রলো প্রেম-নিবেদন! জীবনের সেই প্রথম রোমাঞ্চকর অনুভূতি প্রতিমা কখনো ভুলবে না…! আর যারা এখানে-ওখানে নিয়ে যেতো, তারা ক'রতো বাজে গল্প, দেখাতো মিথ্যা বাহাদুরীর অসংযত আড়ম্বর—কান্তি দেখা দিলো তার চোখে

দু' নৌকোয়

তরুণ দেবতার মতো, সৌন্দর্য্যে সৌকুমার্য্যে সম্পদে যার তুলনা প্রতিমা জানতো না! প্রতিমা তাকে ভালোবেসে ফেল্‌লো!

সমস্ত দুপুরটা দু'জনে প্রেম-গুঞ্জন, চুম্বন, আর আনন্দোৎসবে কাটিয়ে দিলে। বাড়ী ফেরার সময় প্রতিমার মনে হ'ল, সময় বড় চঞ্চল—বড় দ্রুত তার রথের চাকা। সেই দিনই দু'জনে হ'ল পরামর্শ—পালানোর!

তারপর কান্তির অভিভূত অবস্থার সুযোগ নিয়ে, রণদাবাবু তার কাছ থেকে কৌশলে টাকা আদায় ক'রলেন এবং সেই টাকার জোরে অক্ষয়বাবুর ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত পাকা ক'রে ফেল্‌লেন। প্রতিমার অন্যান্য ভক্তের দল পিছু হট্‌লো—কান্তি কিন্তু টিঁকে রইলো! তারপর প্রতিমা কান্তির ব্যারাকপুরের বাড়ীতে এসে হাজির হ'ল···তারপর এই অবস্থা!

ব'সে ব'সে প্রতিমা ভাবে। কান্তি এখন তাকে শুধু আশ্রয় দিয়েছে ব'লে মনে হয়! কৈ তার জন্যে সে নিজে যে রকম ব্যাকুল, প্রতিটি নিশ্বাসে সে যেমন কান্তিকে কামনা করে—কান্তি ত তা করে না! করার কথাও নয় তার—সে ধনী, সে রূপবান, সে বিদ্বান। তার তুলনায় প্রতিমা কি? তবে কেন সে তাকে ঘাড় পেতে স্বীকার ক'রলো? সে কি মোহ? সে কি তাকে অতলে তলিয়ে দেখবার নিষ্ঠুর আনন্দ? প্রতিমার মাথায় কিছু আসে না!

দু' নৌকোয়

সামনের মাঠে তখন আলো ম্লান হ'য়ে আসছে—আশে-পাশে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, বিঘার পর বিঘা সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে সন্ধ্যার অলস পায়ের হাল্‌কা ছাপ্‌ ফুটে উঠছে।

হঠাৎ কান্তির মোটর এসে থাম্‌লো—কান্তি নাম্‌লো, সেই সঙ্গে নাম্‌লো ভোম্বল।

—"প্রতিমা, তোমার দাদা রোজ তোমায় আগ্‌লাবে···ওকে তোমার বাবা তাড়িয়ে দিয়েছেন, ও এখানেই থাকবে!"

দাদা? দাদার ওপর প্রতিমার শ্রদ্ধা নেই বিন্দুমাত্র—তার ও কান্তির স্বপ্ন দিয়ে গড়া এই নিভৃত নীড়ের ভেতর দাদা কেন? তা ছাড়া হাজার হ'লেও কান্তির সঙ্গে তার সম্বন্ধের ভেতর একটা সঙ্কোচের ব্যবধান আছে···তাই দাদার সাম্নে নিজেকে তুলে ধর'তেও আর তার প্রবৃত্তি হয় না!

কিন্তু মুখে সে কিছু ব'ললো না। ভোম্বল ইতস্ততঃ ক'রে ব'ললো, "আমি একটু এদিক-ওদিক ঘুরে আসি কান্তি!" তারপর আস্তে আস্তে সে বেরিয়ে গেলো!

প্রতিমা স'রে এসে কান্তির জামা খুলে দিলো—তারপর হাত-পাখা দিয়ে তাকে হাওয়া ক'রতে লাগলো।

কান্তি খানিকক্ষণ পরে ব'ললে, "তোমার দিনরাত্রি একলা থাকতে কষ্ট হ'চ্ছে—ভোম্বল ক'দিন আমার ওখানেই ছিল—ওকে ব'ললাম, এখানে এসে থাকতে। ভালোই হ'ল, কি বলো?"

প্রতিমা ব'ললো, "যা ভালো বোঝো, তাই !"

—"ভালো বোঝা নয় প্রতিমা—তোমার বাবার সন্দেহ হ'য়েছে আমি তোমায় লুকিয়ে রেখেছি। তিনি আমায় বাড়ী এসে অপমান ক'রে গিয়েছেন—তারপর তোমার ভাই আমার বাড়ী এসে আশ্রয় নিয়েছে। এতে তাঁর সন্দেহ আরো বেড়েছে, শুনছি তিনি আমার নামে মামলার যোগাড় ক'রছেন।"

—"কি হবে ?"

—"কি আর হবে ? ইচ্ছে ক'রলে আমি রণদা মল্লিককে ধূলো ক'রে উড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু তা আমি ক'রবো না প্রতিমা। সে বেঁচে থেকে জুতো খাক্, এই আমার ইচ্ছে ! শুধু তুমি আমার কাছে আজ স্বীকার করো, আমি তোমায় ভুলিয়ে এনেছি—না, তুমি আমার সঙ্গে নিজের ইচ্ছেয় এসেছো !"

প্রতিমা অনেকক্ষণ কোন কথা কইলো না। তারপর কান্তির একটা হাত চেপে ধ'রে ব'ললো, "ও-সব কথা ব'লো না লক্ষীটি।— "তুমি আমায় বিয়ে করো, তাহ'লে আর কোনই গোলমাল হবে না !"

—"বিয়ে ? বিয়ে করার কথা ত সেদিন হয়নি !"

—"তার মানে ?"

—"তার মানে, আমার সঙ্গে তুমি শুধু পালাতে চেয়েছিলে। —আমায় বিয়ে ক'রে আমার স্ত্রী হবে, এমন সঙ্কল্প ত তোমার ছিল না। আজ আমায় ঠকিয়ে বিয়ে ক'রবে মনে ক'রেছো ?"

—"আমি জানতাম, তুমি আপনা থেকেই আমায় বিয়ে ক'রবে—কারণ তা ছাড়া কিই বা উপায় আছে!"

কান্তি মুখ গম্ভীর ক'রে ব'ললো, "উপায় যথেষ্ট আছে—কিন্তু তুমি খুব ভুল জান্‌তে প্রতিমা। রায় বাহাদুর তারক দত্তর ছেলে আর সব পারে, যাকে তাকে বিয়ে ক'র্‌তে পারে না।"

—"ঘর থেকে বের ক'রে আন্‌তে পারে—কিন্তু বিয়ে ক'রতে পারে না। তাহ'লে তোমায়-আমায় সম্বন্ধ? তুমি কি মনে করো আমি রায় বাহাদুরের ছেলের রক্ষিতা হবার জন্যে ঘর ছেড়েছি!"

কান্তি গরম হ'য়ে ব'ললো, "ঘর থেকে বের ক'রে আনা? কে তোমায় বের ক'রে এনেছে? নিজের ইচ্ছায় যে আপনাকে বিলিয়ে দেয়, তাকে ধ'রে নেবার সাহস যার আছে, সেই নেয়! আর রক্ষিতাই বলো, যাই বলো, সে তুমি ভেবে দেখো—তুমি তা পছন্দ করো কিনা। তবে আমি সব পারি, চল্লিশ টাকার কেরাণীর একটা কালো কেঁদো মেয়েকে স্ত্রী ক'রে লোকের কাছে বের ক'রতে পারি নে—!" অনেকক্ষণ দম্‌ নিয়ে কান্তি আবার ব'ললো, "রইলো তোমার ভাই এখানে—গুণধর ভাই তোমার—আর থাকো তুমি। দেখি আমি তোমার বাপের মুরোদ কত!"

প্রতিমা স্তম্ভিত হ'ল। তার মনে হ'ল পায়ের তলা থেকে মাটি স'রে যাচ্ছে—নিরবলম্ব শূন্যে সে যেন ঝুল্‌ছে! কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে সে কান্তির কাঁধের ওপর প'ড়ে গেল!

দু' নৌকোয়

তারপর অস্পষ্ট ক্রন্দনবিজড়িত কণ্ঠে প্রতিমা ব'ললো, "ওগো আমায় পায়ে ঠেলো না—আমায় সকল দরজা বন্ধ ক'রে আজ পথের মধ্যে ছেড়ে যেও না। আমার আর কেউ নেই তুমি ছাড়া···আমায় স্ত্রী না বলো, দাসী বলো—তবু বিয়ে করো।"

কান্তি অনেকক্ষণ কথা কইলো না। অন্ধকার গাঢ় হ'য়ে এসেছে—বাদুড়ের পাখার শব্দ শোনা যাচ্ছে সামনের পাকুড় গাছে—সেই অস্ফুট অন্ধকারে প্রতিমা কান্তির বুকের ওপর প'ড়ে রইলো।

—"শুধু তোমারই আশায় আমি ঘর ছেড়েছি! জানি আমার কোন গুণ নেই, কোন দাবী নেই—তবু, তবু, তুমি নিষ্ঠুর হবে না!"

শ্লেষের স্বরে কান্তি ব'ললো, "বটে? আমারি আশায়? তবে পরেশ, অনুত্তম, ফকির, সব বেটার ফলারে রসদ্ যোগাতে কেন?"

—"তুমি কি আমায় সন্দেহ করো?"

—"নিশ্চয় করি···তুমি একটি পুরোদস্তর ব্যবসাদার মেয়েমানুষ!"

—"তবে তখন কেন আমায় স্বীকার ক'রলে?"

—"সে একটা খেয়াল! জীবনে মানুষের অমন সহস্র খেয়াল হ'তে পারে! দেখলাম তোমায় নিয়ে একটু খেলা ক'রে!"

এবার প্রতিমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্‌লো! বিদ্যুৎবেগে উঠে

দাঁড়িয়ে সে ব'ললো, "কি? আমায় নিয়ে খেলা? মানুষের জীবন নিয়ে খেলা?...পশু...যাও, তুমি যেখানে ইচ্ছে যাও! মনে মনে তোমায় স্বামী ব'লেই জানি—আর বেশী কিছু ব'লতে চাইনে, অদৃষ্টে আমার যা আছে তাই হ'ক!"

—"মনে থাকে যেন প্রতিমা"।—কান্তি বেরিয়ে গেলো! তার মোটরের শব্দ ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেলো...প্রতিমা সেখানে ব'সে আকাশের দিকে তাকিয়ে ব্যর্থ ক্ষোভে ব'ললো, "দেখলে সব।"

ব'সে ব'সে প্রতিমা ভাবতে লাগলো! ঝোঁকের মাথায় গৃহের বাইরে যখন সে পা দিয়েছিল, তখন পা বাড়ানোর মোহই ছিল তার কাছে সবার বড়! মুক্তির, তৃপ্তির, শৃঙ্খল ভাঙার বিপুল আনন্দে তার সমস্ত শরীর হ'য়েছিল রোমাঞ্চিত।

তা ছাড়া দরিদ্র গৃহস্থের ঘরে কন্যাদায়ের বিড়ম্বনা তাকে মর্ম্মে মর্ম্মে ক'রেছিল কশাঘাত—কি হীন, নির্লজ্জ, গ্লানিময় এই বিবাহের ব্যাপার! তার চেয়ে স্বকীয় নির্ব্বাচনে সহজ আনন্দে মিলনের দাম কত বেশী! অধীর উল্লাসে প্রতিমা ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিল সমুদ্রের মুখে! কান্তিও তখন ছিল প্রেমিক...দেনা-পাওনার ওপর, লাভ-ক্ষতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে চুক্তিমূলক সম্বন্ধ, তার বিন্দু-বিসর্গও প্রকাশ পায় নি তার ব্যবহারে! অনভিজ্ঞ প্রতিমা ভুল ক'রেছিল।

দু' নৌকোয়

আজ তার মনে হয় অতীতের নবাগত যৌবনের দিনগুলির কথা! বসনের শাসনকে উপেক্ষা ক'রে যেদিন দেহ তার উচ্ছ্বসিত হ'য়েছিল যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতায়, সেদিন, সেদিন···যে কোন তরুণ যুবককে তার কত ভালো লাগতো! তারা যখন অযাচিত আত্মীয়তার বশে লুটিয়ে প'ড়তো তার পায়ের কাছে, তখন ভুলে যেতো সে নিজের রূপলাবণ্যহীন কুশ্রী দেহটার কথা! অথচ তাদের নিয়ে সে খেলাতো···এ আগুন নিয়ে খেলা! কান্তি আজ তার ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলে! আজ সে ব'ললো খেলা ক'রেছি তোমায় নিয়ে! অভিমান ক'রতে আজ প্রতিমার লজ্জা করে! নিজের হাতে নিজেকে হত্যা ক'রে, আজ কার কাছে সে চাইবে আশ্রয়ের সহায়তা? হঠাৎ প্রতিমার মনে হ'ল বিবাহের মূল্য কত! সে বন্ধনের দৃঢ়তা কত বেশী! আজ যদি সে কান্তির বিবাহিতা পত্নী হ'ত, তা হ'লে সে কি তাকে এমন উৎসব-শেষের মৃৎপাত্রের মতো দূরে ফেলে যেতে পারতো! আর গেলেও, সে ত জগতের সাম্নে সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতো। সেই একটি অবিনশ্বর ছাপ—যা নারীকে করে গৃহিণীর গৌরবে গৌরবান্বিতা। হায় আজ সে কুলটা, সে গৃহত্যাগিনী, ব্যাভিচারিণী···কিন্তু এ ত সে চায় নি! সে যে চেয়েছিল নারীত্বের মর্য্যাদাকেই খুঁজে পেতে···সে চেয়েছিল মাতৃত্বের বেদীতেই অভিষিক্ত হ'তে।

দু' নৌকোয়

অতীতের কথা যখনই ভাবে ততই প্রতিমার সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন হ'য়ে আসে। কিন্তু সাম্নে দুস্তর ধূ-ধূ-করা ভবিষ্যৎ···সেদিকে চাইতে তার গা ছম্ ছম্ করে। উঃ কতদিন তাকে বাঁচতে হবে—কি ক'রে বাঁচবে সে? কি খাবে, কি প'রবে? কি ক'রে এই দন্তনখসঙ্কুল ব্রহ্মাণ্ডের কলুষদৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা ক'রবে সে?

আজ তার মনে হয় মা-বাবা তার শত্রু। কেন তারা তখন তাকে দিয়েছিল পরপুরুষদের সঙ্গে মিশবার অবাধ অধিকার? আচ্ছা, যদি তার অক্ষয়বাবুর ছেলের সঙ্গেই হ'ত বিয়ে ··তাতে তার একনিষ্ঠতা ক্ষুণ্ণ হ'ত···হ'ত হ'তই, কি মূল্য এই ঠুন্‌কো সতীত্বের—যার জোরে একটা পুরুষকেও আট্‌কানো যায় না?

অসংলগ্ন, অফুরন্ত চিন্তার আবর্ত্তে পাক্ খেয়ে খেয়ে প্রতিমা হয়রাণ হ'য়ে গেলো···ঠিকে-ঝি বার কয়েক কাপড় কাচবার কথা মনে করিয়ে দিয়ে শেষটা হাল ছেড়েছে, আলো একটা জ্বালা হ'য়েছে—তাতে অন্ধকার আরো বেড়েই গেছে। সেই নিস্তব্ধ প্রেতপুরীর মধ্যে ব'সে প্রতিমা।

*　　　　*　　　　*

*　*　　*　*　　*　*

ভোম্বল ফিরে এলো!

—"কি রে কান্তি চ'লে গেলো নাকি?"

—"হ্যাঁ।"

—"এত শীগ্রী গেলো যে !"

—"চিরদিনের মতোই তাকে বিদেয় ক'রে দিয়েছি !"

—"সে কি ?"

—"হ্যাঁ।"

—"এখন কি ক'রবি ?"

—"কি আর ক'রবো···ভিক্ষে ক'রবো।"

—"কি সুখটা হ'ল এবার বুঝ্‌লি ত !"

—"বুঝলাম।"

ভোম্বল খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ব'ললো, "তোকে আর বাড়ীতে কেউ ঠাঁই দেবে ভেবেছিস ? তবে এক কাজ করা যায়—বাবা ত কান্তির নামে মামলা ক'রতে চায়—তুই তাতে বলিস ও তোকে ফুঁস্‌লে···।"

—"চুপ করো দাদা—নিজের ইচ্ছে না থাকলে কেউ কারুকে ফুঁসলে আন্‌তে পারে ?"

—"তবে আজ সে পালায় কেন ?"

এ প্রশ্নের কি উত্তর আছে ? প্রতিমা শুধু কপালে হাত দিয়ে দেখায়।

ভোম্বল বললো, "তুই দেখিস, ওকে আমি জেল খাটাবো তবে ছাড়বো···ইয়ার্কি পেয়েছে !"

প্রতিমার হাসি পেলো, সে ব'ললো, "ওকে জেল খাটালেই বা

আমার লাভ কি দাদা ? আমার যে সমস্ত পথ গেছে বন্ধ হ'য়ে··· । এখন কি খাবো, কোথায় যাবো, তাই হ'ল আমার ভাবনা। যদি লেখাপড়া জানতাম, তাহ'লেও না হয় দু' পয়সা আনতে পারতাম ।"

হঠাৎ ভোম্বলের দুষ্টু বুদ্ধি চাপ্‌লো। সে ফস্ ক'রে ব'লে ব'সলো, "বাড়ীর বা'র হ'লে মেয়েমানুষের পয়সার অভাব কি পতু ?- পয়সা ছিল না ব'লেই ত কুলে কালি দিয়েছিলি।"

প্রতিমা চীৎকার ক'রে উঠলো, "দাদা" ! তারপর করুণ স্বরে ব'ললো, "আচ্ছা দাদা, ভালোবাসা ব'লে কোন জিনিষকে কি তুমি স্বীকার করো না ?"

—"না—তাহ'লে আজ তোকে এই অন্ধকারে ব'সে কাঁদতে হবে কেন ?"

ভালোবাসা নেই ? শুধু দেহের আকর্ষণ, রূপ গুণ টাকাকড়ির মোহ ? উঃ সে কত বড় সর্ব্বনাশে আবিষ্কার মানুষের পক্ষে ! তবে কিসের জন্যে প্রতিমা অকূলে ঝাঁপ দিয়েছিল ? ভগবান, ভগবান আছে—না তাও নেই ?

ভোম্বল ব'ললো, "যাক্ এখন দুটো খাওয়ার যোগাড় ত কর্...তারপর ভেবে চিন্তে দেখি কি ব্যবস্থা ক'রতে পারি। এ সব জিনিষের এই পরিণাম ··নইলে আর বিয়ের দাম কি ?"

—"কিন্তু এ বাড়ীতে আর থাকতে চাইনে আমি ···!"

—"হবে! কিন্তু—আচ্ছা থাক।"

বিকেল বেলা ভোম্বল ক'লকাতা থেকে ফিরলো। সে গিয়েছিল কান্তির খবর আনতে। কান্তি যে সত্যিই প্রতিমাকে ফেলে পালিয়েছে, একথা তার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়নি—কারণ সে গোড়া থেকেই জানতো বোনের সঙ্গে কান্তির প্রণয়ের সমগ্র ইতিহাস। আপত্তি হয়ত তার ছিল কিছু—কিন্তু শেষটা যদি সত্যিই কান্তির সঙ্গে তার বিয়ে হয়, এই ভেবে সে খানিকটা অনুমোদনও করেছিল, কারণ পাত্র হিসাবে কান্তি যে খুব লোভনীয় তাতে আর সন্দেহ কি?

তারপর বোন যখন কান্তির সঙ্গে পালালো, তখন সে ভেবেছিল নিশ্চই ওরা বিবাহই ক'রবে—কারণ কান্তির মতো উচ্চবংশীয় ভদ্রসন্তানের কাছে এ ছাড়া কিই বা সে আশা ক'রতে পারে? জাতির প্রশ্ন ভোম্বলের নিজের কাছেও যেমন অবান্তর, সে মনে ক'রেছিল কান্তির কাছেও তাই। আর রূপ? ভোম্বল জানতো প্রেমের দেবতা অন্ধ—কিন্তু তবু তার আশঙ্কা ছিল—একটা বৃহত্তর সম্ভাবনার আশায় সেটুকু দায়িত্ব ভোম্বল স্বীকার ক'রেছিল, বোনকেও সেই মতো পরামর্শ দিয়েছিল। বাড়ীর আর কেউ এটা জানেনি—তবে তাঁরা যে খুব গররাজি হবেন-না, তা বোঝা তার পক্ষে কঠিন হয়নি।

দু' নৌকোয়

ভোম্বল ভেবেছিল প্রতিমার সঙ্গে রাগারাগি ক'রে কান্তি চ'লে গেছে, আবার আসবে। কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে তার আপত্তি শুনে ভোম্বল ভয় পেলো—শুধু বোনের জন্যেই নয়, নিজেরও তার কিছু উদ্দেশ্য ছিল, তা হয়ে গেলো ষোলআনা ব্যর্থ !

প্রতিমা তাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা ক'রলো না। ভোম্বল নিজে থেকেই ব'ললো, "পতু, সে পালিয়েছে ক'ল্‌কাতা থেকে— —প্রফেসার পালিতের মেয়ে জ্যোৎস্নার সঙ্গে তার বহুকাল থেকে প্রেম···তাকে নিয়েই উড়েছে হয়ত।"

—"হুঁ···তা তোমাকে তার খোঁজ ক'রতে কে ব'লেছিল ?"

"এম্‌নি।"

—"দেখো দাদা, আমাকে পথে নামিয়েই তার আনন্দ। সেটুকু মিটেছে, আর তাকে খুঁজে পাবে না—আমি তা স্পষ্টই বুঝেছি। কিন্তু তুমি, তুমি হয় বাড়ী ফিরে যাও, নয় যা ভালো বোঝো করো······।"

—"আর তুই ?"

—"আমি স্থির ক'রে ফেলেছি কি ক'রবো। তুমি ভেবোনা লোকে আমায় যা ভাবছে, আমি তাই হ'তে চ'লছি। শুধু এই টুকু জেনে রেখো দাদা যে দরকার হ'লে মেয়ে মানুষও···।"

ভোম্বল ব'ললে, "থাম্ থাম্ বাইরের দুনিয়া কি জিনিষ তা জানিস না তাই···স্ত্রী-স্বাধীনতা এদেশে ধাইগিরি আর

মাষ্টারণীগিরিতে এসে ঠেকেছে, আর যে সব পথ আছে, তাতে ভদ্রলোকের মেয়ের পা-দেয়া নিষেধ।"

একথা প্রতিমা নিজেও বিলক্ষণ জানে। কিন্তু উপায় কি? কত অসহায় বাঙালীর মেয়ের জীবন, তার পারিবারিক আবেষ্টনীর বাইরে!

—"কান্তিটা চিরদিনই চরিত্রহীন—এ পর্য্যন্ত—।"

—"থাক দাদা, তার নিন্দে শুনে আর কি ক'রবো? আমার ত মনে হয় বাঘ যত জন্তু দেখে, ক্ষিধে থাক না থাক তাকে যেমন ধরেই, পুরুষ মানুষও তেম্নি নিত্য নূতন মেয়ে পেলেই খুসী··· ওর কথা ব'লছো? ও বড়লোক, ও বিদ্বান, ও সুপুরুষ···অতিবড় আহাম্মকেরও এই ইচ্ছে। কেউ পারে, কেউ পারে না।"

—"তা ঠিকই।"

এরপর আর কথা নেই। দুই ভাই-বোনে তাকিয়ে থাকে বাইরের মাঠের দিকে। দূরে—দূরে—এক একটা আলো···রাত্রির অন্ধকারে আর কিছুই দেখা যায় না, মনে হয় ব্রহ্মাণ্ডের গৃহহারা সহস্র আত্মা ঐ অন্ধকারের কিনারায় কেঁদে বেড়াচ্ছে।

প্রতিমা ব'ললো, "চলো দাদা খেয়ে নেবে—রাত হ'য়েছে।"

* * *

* * * * * *

আজ ভোম্বল প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছে কান্তির সঙ্গে

একটা শেষ বোঝাপড়া ক'রে, তবে অন্য কাজ। কান্তির আচরণে আকস্মিকতা যাই থাকুক, ভোম্বল আশ্চর্য্য হ'য়েছে তার অমানুষিকতায়। একটি মেয়েকে দিনের পর দিন প্রলুব্ধ ক'রে, তার দেহ ও মনকে আয়ত্তের মধ্যে এনে—আজ তাকে ফেলে সে অসঙ্কোচে স'রে দাঁড়াতে পারে? নির্লজ্জ হৃদয়হীন পশু! বলা বাহুল্য কান্তির স্বভাব চরিত্র বা গতিবিধি সম্বন্ধে ভোম্বলের অজ্ঞাত কিছুই ছিল না—তবু বোনের সঙ্গে সম্বন্ধটা তার যখন বেশ পাকাপাকির পর্য্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন সে মনে মনে অনুমোদন না ক'রলেও, প্রকাশ্যতঃ কোন আপত্তিও করেনি। বরং আশাই ক'রেছিল যে যদিও মধুকরবৃত্তি পুরুষ-চরিত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তবু এমন একদিন সকলেরই আসে যখন মানুষ ইচ্ছায় না হ'ক, দায়ে প'ড়েও একনিষ্ঠ হ'য়ে ওঠে। কে জানে কান্তি সেই অবস্থাতেই তার ভগিনীর শরণাপন্ন হ'য়েছে কিনা···কিন্তু এখন ভোম্বল দেখলো শুধু পথে নামাবার পাশবিক মোহই কান্তিকে চালিত ক'রেছিল এই পথে। এর পেছুনে ছিল না বিন্দুমাত্র সুকুমার বৃত্তি।

বিবাহের সমস্ত জল্পনাকে ব্যর্থ ক'রে প্রতিমা যেদিন কান্তির সঙ্গে ব্যারাকপুর রওনা দিয়েছিল, সেদিন ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একা ভোম্বলই ছিল তার সাক্ষী—আর কেউই জান্‌তো না সে সমাচার। তারপর রণদাবাবুর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘ'টে গেলে সে তারই জোরে নিয়েছিল কান্তির আশ্রয়। কিন্তু আজ সে এবং প্রতিমা দু'জনেই

যুগপৎ কান্তিকে হারিয়েছে—সেই সঙ্গে হারিয়েছে নিজেদের নিশ্চিত অতীতের ভিত্তিকে, যার ওপর তাদের দারিদ্র্যপুষ্ট জীবনও ছিল মর্য্যাদামণ্ডিত।

আজ জগতের সাম্নে যতটা দোষী প্রতিমা, ঠিক ততটাই দোষী ভোম্বল। অথচ কে বুঝবে ভোম্বল কেন এই সমাজবিরুদ্ধ পথের প্রশ্রয় দিয়েছিল, নিজের অভিরুচির বিপক্ষতা ক'রেও? ভোম্বল হাঁপিয়ে উঠলো।

কান্তি সবে তখন স্নান সেরে মাথা আঁচড়াচ্ছে একটা বড় আয়নার সাম্নে দাঁড়িয়ে। খালি গায়ে কান্তিকে দেখায় খুব সুন্দর—কোঁকড়া কালো চুল, লম্বা সুশ্রী চেহারা; যেন গ্রীক্ ভাস্করের কুঁদে তোলা একটি মূর্ত্তি। প্রতিমার দোষ কি?

—"কি মনে ক'রে আবার? বাপ-বেটায় এক হ'য়ে বরং একটা মামলা ক'রে দাও। না···টাকার দরকার আছে? খাবার দানা জুটছে না বোধহয়!"

ভোম্বলের সর্ব্বশরীর রি-রি ক'রে জ্ব'লে উঠলো—ইচ্ছে হ'ল এখনই লাফিয়ে প'ড়ে এই দাম্ভিক পশুটার ঘাড় চেপে ধ'রে তাকে উন্মাদের মতো ঠেঙায়···কিন্তু না, সে এসেছে একটা হেস্তনেস্ত ক'রে যাবে ব'লে।

সে ব'ললো, "গরীব ব'লে টাকার কথাটাই সবার আগে মনে ক'রছো কান্তি। তার চেয়ে ঢের বড় কাজ আছে তোমার সঙ্গে।"

—"কি সেটা ?"

—"তুমি একটি নিরীহ অনভিজ্ঞ মেয়েকে পথে নামিয়ে আজ গা ঢাকা দিতে চাও···এর ভেতর মনুষ্যত্ব কোথায় ? আমার বাবা যাই দোষ করুন, কিন্তু তার দোষ কি, যে জন্যে তার সর্ব্বস্ব লুঠ ক'রে আজ তাকে পথে বসাতে পারো ?"

কান্তি একবার তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো তার মুখের দিকে। তারপর দরাজ হাসি হেসে ব'ললো, "ভোম্বল, তুমি বোকা তা চির দিনই জানি। কিন্তু তুমি যে আস্ত গাধা এ কথা আজই প্রথম বুঝলাম।" তারপর গম্ভীরভাবে আবার মাথা আঁচ্‌ড়ানোতে মনোনিবেশ ক'রলো।

একটু পরে কান্তি ব'ললো, "দেখো ভোম্বল, তোমার বাবা-মা, তুমি নিজে এবং তোমার বোন—সবাই আমার সঙ্গে অজস্র সদ্ব্যবহার ক'রলেও শেষটা আমাকে এ-ই ক'রতে হ'ত। কারণ আমি জানি জীবনে বন্ধন কাটাই বড় কথা—একটার পর একটা বন্ধন কেটেই চ'লেছি আজীবন, এ শুধু কাটারই মোহ। একটা কেটে আর একটায় বাঁধা পড়ার শিক্ষা আমার নেই—তাকে আমি জীবন বলিনে।"

—"তোমার জীবনের দার্শনিক বিশ্লেষণ শুনে আমার লাভ নেই কান্তি। আমার বোনের পরিণামের জন্য দায়ী কে ?"

—"দায়ী ? যদি অদৃষ্ট মানো ত তাই—নয়ত সে নিজে।

আমি তাকে বাঁধ ভেঙে বিপুলতার মধ্যে নিয়ে এসেছি—এখন যদি তার শক্তি থাকে ত নিজেকে বহুর ভেতর দিয়ে সার্থক ক'রে তুলুক, না পারে তলিয়ে যাক। সেজন্যে আমার করণীয় নেই কিছুই।"

ভোম্বল স্তম্ভিত হ'ল। কোন পিশাচের মুখেও এ কথা শোভা পায় ব'লে তার মনে হ'ল না। মানুষের নিষ্করুণতা যে এতবড় বীভৎস আকার ধ'রতে পারে কোন ক্ষেত্রেই, এ সম্বন্ধে ভোম্বলের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। সে অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি ক'রতে লাগলো।

সে ব'ললো "একদিন তুমি তাকে ভালোবেসেছিলে?"

নিরুদ্বেগে কান্তি ব'ললো, "মোটেই না—ভালোবাসা নামক জিনিষে আমার এক ফোঁটাও বিশ্বাস নেই।"

—"কিন্তু তার অবস্থা এখন কি হবে জানো? তাকে তুমি কি জাহান্নমে তলিয়ে দিতে চাও? কি দোষ তার?"

—"তার যা হবার তাই হবে। সে জন্যে আমি নিজের ঘুমের ব্যাঘাত ক'রতে চাইনে ভোম্বল। দোষের কথা ব'লছো? দোষ-গুণ কাকে বলে জানিনে—তবে ফাঁকা সতীত্বের বালাই নিয়ে ব'সে না থেকে, সে বরং নিজের জীবনকে সত্যের আগুনে যাচাই ক'রে নিক।"

ভোম্বল আর সহ্য ক'রতে পা'রলো না। চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলো, "তুমি পশু···না তারও অধম। কিন্তু তোমায়

আমিও আজ শেষ কথা ব'লে যাচ্ছি কান্তি—তোমায় আমি এর জন্যে সমুচিত শিক্ষা দেবো।"

মৃদু হেসে কান্তি ব'ললো "এতদিন সে ব্যবস্থা না ক'রে এখানে কাঁদুনি গাইতে না এলেই পারতে!"

ব'লেই সে নিঃশব্দে বাড়ীর ভেতর চ'লে গেলো। ভোম্বল বার দুই এদিক ওদিক তাকালো, তারপর লাথি মেরে আয়না, আন্‌লা, বুককেস্ সমস্ত উল্টে-পাল্টে দিয়ে দ্রুত পায়ে পথে নেমে প'ল।

*　　　*　　　*

*　*　　*　*　　*　*

লোকাল্ ট্রেন্ যখন ব্যারাকপুরে পৌঁছুলো, রাত তখন প্রায় ন'টা। ষ্টেসনের আলোকাকীর্ণ জনতা ভোম্বলের চোখে কেমন ভয়াবহ ঠেকতে লাগলো···দুর্ব্বহ, দুর্ব্বহ, এ পৃথিবীর হট্টগোল। সে চায় শান্তি, সে চায় তৃপ্তি! দ্রুত পায়ে ভোম্বল পথে নামলো··· নিঃস্তব্ধ অন্ধকার পথ—ঝিঁঝিঁ ডাকছে, ঘাসের ডাঁটাগুলো পায়ে ঠেক্‌ছে ভিজে ভিজে, অভাগ্য আর্দ্র মমতার মতো। বাড়ী এলো ভোম্বল—আশ্চর্য্য, আলো নেই—অন্ধকারে ঠিকে ঝি একা ব'সে।

ভোম্বলকে দেখেই সে ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে ব'লে উঠলো, "দাদাবাবু, সন্ধ্যে থেকে দিদিমণিকে দেখ্‌ছিনে।"

—"অ্যা"

ক্লিষ্টকণ্ঠে ঝি ব'ললো, "হ্যাঁ গো! বিকেলে কাজে এসে দেখি ঘর-দোর হাঁ-হাঁ ক'রছে, জন-মনিষ্যি নেই। ভয়ে ত মরি! সেই থেকে এ-ঘর সে-ঘর, বারান্দা, বাথ্‌রুম, খুঁজে খুঁজে হয়রাণ!"

কথাগুলো ভোম্বলের কানে যাচ্ছে, কিন্তু যেন দূরাগত সমুদ্র-কল্লোলের মতো! আতঙ্কে, উত্তেজনায়, ক্ষোভে, তার সমস্ত চৈতন্য গেছে আচ্ছন্ন হ'য়ে—অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ সমস্তই তার চোখে অতলস্পর্শ অন্ধকারের মাঝখানে তাল পাকিয়ে গেছে—কোন কথা তার মনে এলো না, অপলক দৃষ্টিতে সে দাঁড়িয়ে রইলো নিষ্প্রাণ পাষাণ-মূর্ত্তির মতো।

ঝি আবার ব'ললো, "বাইরের সোয়াদ পেলে আর কি কাউকে ঘরে ঠেকানো যায়? আমি ভেবেছিলাম, না জানি আত্মহত্যেই বা ক'রে ফেললো! তাহ'লে কি ফেরেই প'ড়তাম!"

ভোম্বল তবু কোন কথা কইলো না। ঝি একটু গলা খাটো ক'রে ব'ললো, "ভেবে আর হবে কি? ও সবই অদেষ্ট···! তা আমি বাপু চ'ললাম, এ-সব গোলমালের ভেতর থেকে শেষটা কি বিপদে প'ড়বো?"

হঠাৎ ভোম্বল চেঁচিয়ে উঠলো, "খবদ্দার, দাঁড়াও তুমি! তুমিই নিশ্চয় তাকে চুরি করিয়েছো। তোমায় আমি পুলিশে দোবো!"

—"ইস্‌ ভারী মরদ গো! বোন এসেছে ঘর থেকে বেরিয়ে—

উনি এসেছেন তার দরওয়ানী ক'রতে, আবার পুলিসে দোবো! কি রূপ যৈবনেরই মেয়ে মা! তাই তাকে আমি চুরি করিয়েছি!"

লাফিয়ে ভোম্বল তার সাম্নে প'লো এবং নিজের বলিষ্ঠ হাতটি তার নাকের কাছে ধ'রে ব'ললো, "চুপ! নইলে এক্ষুনি মুখ থেঁতো ক'রে দোবো।"

—"দিয়ে ছাখ্ না···ওরে আঁটকুড়ির ব্যাটা! যা দেখ্‌গে, তোর বোন এতক্ষণ গালে রং মেখে বেশ্যে পাড়ার বাজার আলো ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। আমরাও যা, সে-ও তাই···তার অত আবার দেমাক কিসের গা?"

ঝি গজ্ গজ্ ক'রতে ক'রতে বেরিয়ে গেলো। সেই গাঢ় অন্ধকারে দু'হাতে মুখ ঢেকে ভোম্বল হঠাৎ হু হু ক'রে কেঁদে ফেললো। না, না, আর সে পারবে না, পারবে না এ জীবনকে সহ্য ক'রতে!

এতক্ষণ পরে তার মনে হ'ল প্রতিমা নিশ্চয় মনে মনে একটা কোন সঙ্কল্প স্থির ক'রেই তাকে ক'ল্‌কাতায় পাঠিয়েছিল। কিন্তু কোথায় যাবে সে? বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দরজা ত তার পিঠের ওপর বন্ধ হ'য়ে গেছে—এই যৌবন-বিড়ম্বিত দেহ নিয়ে নিঃসম্বল একা মেয়ে বাইরের পথে···সে কি ভয়ানক দুর্য্যোগের অবস্থা! তাহ'লে কি সে কান্তি-কথিত সেই বহু-পরীক্ষার ভিতর দিয়েই আত্ম-প্রতিষ্ঠ হ'তে চ'ললো! পাপিষ্ঠ কান্তি! আর অভাগিনী

প্রতিমা! কিন্তু তার মধ্যে যে এই ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল, তা ত কোন দিন কেউ টের পায় নি!

এ-জন্যে দায়ী কে? বেশ করে তলিয়ে দেখলে ভোম্বলের মনে হয় এ জন্যে দায়ী কেউ নয়—দায়ী প্রতিমা নিজেই! গৃহত্যাগের পরও ত সে বোনকে ছাড়েনি—শুধু এই জন্যেই—অবশ্য অর্থ-সামর্থ্য কিছুই ছিল না তার, তবু ত সে সহায় হ'তে পারতো! কিন্তু প্রতিমা স্বেচ্ছায় সে সহায়তা পায়ে ঠেলে দুর্গমে ঝাঁপ দিলে! এখন সে কি ক'রবে? বাড়ী ফিরে যাওয়া—সে ঠিক তত বড় অসম্ভব, যত বড় অসম্ভব প্রতিমাকে খুঁজে বের করা! নিরুপায় ভোম্বল অস্থিরভাবে অন্ধকারে পায়চারি ক'রতে লাগলো!

*　　　　*　　　　*

*　*　　　*　*　　　*　*

বি-এ পাশ ক'রবার পর শশীশেখরের চোখের সাম্নে একটা মাত্র রাস্তা খোলা ছিল—তা হ'চ্ছে নিঃশব্দে বাড়ী থেকে পালানো। পিতার দরিদ্র অবস্থা আশৈশব তাকে দিয়েছে অত্যন্ত পীড়া—জ্ঞান হ'যে পর্য্যন্ত সে শুধু এই কথাটাই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রেছে যে তাদের যথেষ্ট অর্থ নেই, এবং যে-হেতু তা নেই, সেই হেতু সহস্র সম্ভাবনীয়তা থাকলেও তার জীবন ব্যর্থ হ'তে বাধ্য!

নিজের একান্তে সে অনেকবার তলিয়ে ভেবেছে কি সে চায়! কিসের অপ্রতুলতা তার জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ? উত্তর

দু' নৌকোয়

এসেছে টাকা—খাওয়া-পরা,লেখা-পড়া, আমোদ-আহ্লাদ, সব কিছুকে ছাপিয়ে কোথায় যেন একটা তিক্ততা, একটা গ্লানি, একটা প্রচ্ছন্ন আত্ম-ধিক্কার, তার সমস্ত দিন-রাত্রিকে ভারাক্রান্ত ক'রে রেখেছে—তার মনে হ'য়েছে, জগতের আনন্দোৎসবে সদর দরজা দিয়ে তার প্রবেশের অধিকার বুঝি সঙ্কুচিত—অশোভন কৌতূহলে তবু সে পাছ-দোর দিয়ে ঢোকার চেষ্টায় তার জীবনের বিশেষ মুহূর্ত্তগুলিকে অতিবাহিত ক'রে চলেছে! অবশ্য ধনে-জনে, গাড়ীতে-ঘোড়ায় সমারোহময় জীবন তার কাম্য নয়—সে জীবনকেও সে ঘৃণা করে, যেমন ক'রে এই কৃচ্ছ্রতাতাড়িত দুস্থ জীবনকে! সে চায় একটা মধ্যপথ—এবং সকলের জন্যেই এটা তার কাম্য!

কিন্তু মসীজীবি দরিদ্র পিতার সন্তানের এ কল্পনা কোন দিনই সার্থক হয় না, যদি না কেউ নিজেই তার ব্যবস্থা ক'রতে পারে! কিন্তু নিজে ত সে সবে বি-এ পাশ করেছে!

এই প্রবৃত্তি ও অবস্থার দ্বন্দ্ব তার মনকে এত বেশী আলোড়িত ক'রে এসেছে এ যাবৎ, যে তার অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে তার ভেতর একটা অসন্তোষ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তার মনে হ'য়েছে, কি এই জীবনের সার্থকতা, কে দায়ী তার এই অপরাধহীন অপমৃত্যুর জন্যে?

অনেকবার শশীশেখর ভেবেছে—তার জীবনের বিন্দুমাত্র

দু' নৌকোয়

প্রয়োজন ছিল না এই পৃথিবীতে, যেমন ছিল না তারই মতো লক্ষ লক্ষ অনেকের। তারা শুধু অবাঞ্ছিতই নয়, রীতিমতো অনাহূত। অসংযত ইন্দ্রিয়বৃত্তির তাড়নায় তাদের জন্ম—এ জন্মের জন্যে কারুর ছিল না সাগ্রহ তপশ্চর্য্যা, বোঝা হিসেবে যাদের গলায় তারা দৈবাৎ এসে পড়েছে, তারাও ক'রেছে অবহেলায় তাদের পোষণ। এইটুকু যে তারা ক'রেছে, এ-ও তাদের অনভিপ্রেত; এবং অসন্তোষপুষ্ট। এরই নাম নাকি অপত্য-স্নেহ! ভক্তি-শ্রদ্ধা তার এটুকুও থাকে না। তার মধ্যে জাগে একটি দুরন্ত প্রশ্ন—কি অধিকার ছিল তাঁদের এই ভাবে নির্ব্বিচারে জীব সৃষ্টি ক'রে, বিশ্বের পরিমিত অন্নজলকে দুর্লভ ক'রে তোলার?

সমাধান নেই। এর কোন সমাধান নেই।

কিন্তু অক্ষয়বাবু ত আর তার মতো ভাব-বিলাসী নন্। পৃথিবীর ঘা খেয়ে তিনি তৈরি—তিনি দুঃখ-কষ্টের আঘাত-সঙ্ঘাতের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে জীবনকে শাদা চোখেই নিয়েছেন। কাজেই তিনি বিচক্ষণ মাঝির মতো কিনারার দিকে নজর রেখেই চ'লে এসেছেন—গোড়ার থেকেই একটি ছেলে, তাকে তিনি সামর্থ্য মতো লেখাপড়া শিখিয়েছেন এবং সাহেবকে ব'লে-ক'য়েও রেখেছেন—পাশ ক'রে বেরুলেই, তাকে আপন গদীতে বসিয়ে বাঙালীর সনাতন অস্ত্র কেরাণীর কলমটি তার হাতে পিতৃধন স্বরূপ দিয়ে নিজে অবকাশ নেবেন, এই তাঁর ইচ্ছে।

দু' নৌকোয়

ছেলে পাশ ক'রে বেরুলো, সাহেবও তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখতে স্বীকৃত হ'লেন—এবার অক্ষয়বাবু ছেলের বিয়ের বিষয়ে উদ্যোগী হ'য়ে উঠলেন! হাতের কাছেই পাত্রী জুটে গেলো—রণাদাবাবুর মেয়ে প্রতিমা, সে-ও জাত-কেরাণীর মেয়ে,—কথাবার্ত্তা পাকা হ'য়ে গেলো।

অক্ষয়বাবু বাঙালী পিতা—তিনি জানতেন ছেলের ওপর তাঁর আধিপত্য নিজের দেহের ওপর নিজের আধিপত্যের মতোই স্বাভাবিক। তিনি তাকে যে পথে চালাবেন, সে চ'লবে সেই পথে—বিবাহ এবং চাকরি-গ্রহণ, এ দু'য়ের বিরুদ্ধে তার বলার থাকবে না কিছুই। আর তার বলার অধিকারই বা কি? তিনি নির্বিঘ্নে কন্যা-আশীর্ব্বাদ ক'রলেন এবং পণের টাকা অগ্রিম নিয়ে নিলেন। যেদিন রণদাবাবু শশীশেখরকে আশীর্ব্বাদ ক'রে গেলেন, সেই দিনই সে বাড়ী ছাড়লো। অক্ষয়বাবু তার দেহের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন—তার মন ত তিনি চিনতেন না।

বিয়ে? তাকে বিয়ে ক'রতে হবে? কতকগুলো অল্পজীবি অযত্ন-লালিত দুর্ব্বল ক্যাংলা ছেলের পিতা হ'য়ে অভাব-অভিযোগ ও ব্যাধির বোঝা মাথায় নিয়ে চিরজীবনের সর্ত্তে তাকে সংসার ক'রতে হবে? পুরুষাগত দারিদ্র্যের পিতৃঋণ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে দু'হাতে বিতরণ করার কাজে সে হবে সহায়ক—আর তারই

জন্যে ক'রবে কেরাণীগিরি? তার চেয়ে সে বরং আত্মহত্যা ক'রবে।

এখন কোথায় সে যেতে পারে? টাকার অভাব; তেমন সহায়-সম্পদও তার নেই। তা ছাড়া সাধারণ সংসারের লোকে তাকে সমর্থনও ক'রবে না কেউ। বাপ যার কেরাণী—সে কেরাণীই হবে। এই বাজারে তাই হ'তে পারলেই লোকে বর্ত্তে যায়—এতে অভাব না মিটুক, অন্ন ত জোটে। আর বিয়ে? দুঃখ-কষ্টের ভয়ে বিবাহ না করার মতো অপ্রাসঙ্গিক কথা এ দেশে আর কি আছে? কাজেই কা'কে সে বোঝাবে তার দাহ কোন্ খানে?

অনেক ভাবাচিন্তার পর শশীশেখর বাড়ী ছাড়লো।

* * *

* * * * * *

নিজের অবস্থাটা শশীশেখর বেশ ক'রে তলিয়ে ভাবতে লাগলো। বাস্তবিকই কি তার জীবনের উদ্দেশ্য? এই ত এতদিন হ'ল—কিন্তু কি সে ক'রতে পেরেছে তার লক্ষ্যকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রে তোলার জন্যে? তার লক্ষ্যও ত তার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। কলেজে পড়বার সময়কার স্বর্ণাভ কল্পনা যে নিরর্থক তা সে বুঝেছে, অথচ সে চেয়েছে জীবনে সম্ভ্রমের সুস্নিগ্ধ পরিবেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে। বিবাহকে তার মনে হয়েছে

এ পথের প্রধান অন্তরায়স্বরূপ ব'লে—তাই সে বিবাহের বিরোধিতা ক'রেছে। পিতা যখন তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই না এনে, জোর ক'রে সম্বন্ধ পাকাপাকি ক'রে ফেলেছেন, তখন অনন্যোপায় হ'য়ে সে বাড়ী ছেড়েছে।

এই বিবাহ-ব্যাপারটায় তার আপত্তি কি জন্যে? আপত্তি এই জন্যে যে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে সন্তান-সন্ততির জন্ম অনিবার্য্য, ব্যয়বৃদ্ধি অনিবার্য্য অথচ সেই অনুপাতে আর্থিক ভাগ্য বদ্‌লানোর সম্ভাবনা কম—এমন অবস্থায় পৈত্রিক দারিদ্র্যের আবর্ত্তে জীবনের সমুদয় সম্ভাবনাকে পঙ্গু ক'রে তোলার প্রতি তার কিছু মাত্র শ্রদ্ধা হয় নি। তা ছাড়া, একটা যন্ত্রবদ্ধ নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আত্ম-অপচয়কেও সে চায় না কোন মতেই। তাই সে ঝোঁকের মাথায় গৃহ-ত্যাগ ক'রেছে—এ কাজের নির্ম্মমতা যে নিদারুণ, তা সে বোঝে, তবু কতকটা আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিবশে, কতকটা বা সেই জাতীয় স্বার্থপরতাবশে যা অস্তিত্ব বোধের সঙ্গেই জড়িত—সে এই কাজ ক'রছে।

আজ তাকে ভাবতে হ'চ্ছে—কি সে ক'রতে চায়। এই যে অধ্যাপক পালিতের বাড়ী দিনের পর দিন সে নির্ব্বিবাদে অন্নধ্বংস ক'রে চ'লেছে, এবং কখনো পালিতের সঙ্গে, কখনো তাঁর মেয়ে জ্যোৎস্নার সঙ্গে, অনাবশ্যক কেতাবী তর্ক ক'রে সময় ও শক্তিক্ষয় ক'রে চ'লেছে—এর কোন মানে হয়? জীবন কি

শুধু এরই জন্যে? এও কি যথেষ্ট গতানুগতিক নয়? শশীশেখরের মনে হয় স্থিতিশীলতার মধ্যে আছে একটা কদর্য্য অবসাদ··· গতি, সে চায় গতি!

সে ভাবনায় একান্ত তন্ময় হ'য়ে প'ড়েছিল—হঠাৎ ঘরের আলোটা জ্ব'লে উঠলো এবং ঘরে এসে ঢুকলো জ্যোৎস্না!

জ্যোৎস্নার হ'চ্ছে সেই বয়স যা কবিদের লেখনীকে অসংযত মিথ্যা-ভাষণে মুখর ক'রে তোলে—চেহারা তার বেশ ধারালো, কথাবার্ত্তা ততোধিক। লেখাপড়াও তার কিছু কম নয়—যৌনতত্ত্ব, সোস্যালিজম্, বস্তুতান্ত্রিকদর্শন থেকে আরম্ভ ক'রে, চিত্রকলা-সমালোচনা পর্য্যন্ত সব বিষয়েই তার ছিটে-ফোঁটা জানাশোনা আছে; কতক প'ড়ে, কতক বাবার কাছে শুনে। বিয়ে তার হয় নি—হবেও না কোন দিন, কারণ তার পিতা এবং সে, এ বিষয়ে একমত যে বিবাহের চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যবস্থা মানুষের বুদ্ধি আর কোন দিন আবিষ্কার করে নি।

সে সকলের সঙ্গেই মেশে এবং এমন ভাবে মেশে যা স্ত্রী-পুরুষের শ্রেণীগত বৈষম্য এবং স্বাধিকারবোধকে গ্রাহ্য ক'রে চলে না। পালিত সাহেবের বহু ছাত্র আসে বাড়ীতে—শশীও যাদের অন্যতম—জ্যোৎস্না তাদের বন্ধু, একেবারে পুরুষ বন্ধুর মতো। শাড়ীটা সে পরে এই পর্য্যন্ত, কিন্তু শাড়ীর তলায় একটা ভীরু মেয়ের প্রাণ তার আছে কি নেই, শশী সেটা বুঝতে পারে না কিছুতেই।

দু' নৌকোয়

—"অন্ধকারে চুপ্‌টি ক'রে ব'সে আছেন যে ?"

—"এম্নি !"

—"কিন্তু এর চেয়ে আপনার বাঁধাপথে হাঁটাই ত ভালো ছিল। তাতে লাভ না থাক, লোক্‌সানও ত ছিল না।"

—"হবে !"—তারপর মাথা তুলে শশী জিজ্ঞাসা ক'রলো, "আচ্ছা আপনারা যে বাঁধাপথ ছেড়েছেন, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-অনুষ্ঠান সবই নস্যাৎ ক'রে দিয়ে, নিজেদের বানানো ফিলজফি জোর ক'রে চালাচ্ছেন এবং অনেককে তাই গলাধঃকরণ করাচ্ছেন, বলুন ত আপনারাই কি খুব লাভবান হ'য়েছেন ?"

জ্যোৎস্না এই স্বল্পভাষী নির্জ্জীব লোকটির কথায় প্রথমটা কেমন থতমত খেয়ে গেলো, তারপর সাম্‌লে নিয়ে ব'লল্লো, "দেখুন লাভ-ক্ষতি বুঝি নে, তবে জীবনে অনুকরণের চেয়ে এক্স্‌পেরিমেণ্টকে বড় ব'লে মনে করি। এতে শেষ পর্য্যন্ত যদি দেখি লাভ হ'ল না—বুঝবো চাল্‌ ভুল হ'য়েছে।"

শশীশেখর হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে ব'লে ব'সলো, "আপনি ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না ?"

—"না !"

—"কেন ?"

—"নিজের চিন্তা-যুক্তি-বিশ্বাস·· কোন দিক দিয়েই তার নাগাল পাইনে ব'লে !"

—"কিন্তু সমস্ত প্রকৃতির অনু-পরমাণুতে পর্য্যন্ত কি একটা ক্রিয়াশীল মননশীল চেতনার অস্তিত্ব দেখতে পান্ না ?"

জ্যোৎস্না মৃদু হেসে ব'ললো, "থাক, আপনি পোষ্টগ্রাজুয়েটে পড়া পুঁথির প্রি-ডিস্‌পোস্‌ড্ হারমণি আওড়াচ্ছেন—ও নিয়ে পেট ভরে না শেখরবাবু। নিজে কিছু অনুভব ক'রেছেন ?"

শশী চোখ বুঁজলো—তার মনে প'লো মা'র কথা। তার মা কতদিন একান্তে শূন্যকে আহ্বান ক'রে, কাতর কণ্ঠে কত আবেদন জানিয়ে থাকেন—কি মর্ম্মভেদী তাঁর ভাষা, কি অশ্রুসজল আন্তরিক তাঁর সেই আবেদন! একি মিথ্যা ? যুগ যুগ ধ'রে মানুষ ব্রহ্মাণ্ডের অনু-পরমাণু পর্য্যন্ত তোল্‌পাড় ক'রে দেখেও যার সন্ধান পায় নি, অথচ যাকে বাতিল ক'রতে পারে নি—তার শিল্পে, তার ধ্যানে, তার চিন্তায়, তার জ্ঞানে, তা কি ভূয়ো ?

শশী ব'ললো, "করি—যুক্তি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে।"

—"হৃদয় ? মস্তিষ্কের এলাকার বাইরে হৃদয় ব'লে আর একটা আজগুবি জিনিষে আপনি বিশ্বাস করেন তাহ'লে ?"

—"করি—একেই আমি বলি মনেরও মন।"

জ্যোৎস্না হো হো ক'রে হেসে সোফায় লুটিয়ে প'লো। তারপর অল্প একটু উঠে ব'সে ব'ললো, "তাহ'লে আপনি জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন, পাপ-পুণ্যে বিশ্বাস করেন, প্রেমে বিশ্বাস করেন, জাতিভেদে বিশ্বাস করেন ?"

শশীর মুখের ওপর যেন সপাং ক'রে একটা চাবুকের ঘা প'ড়লো —সে উত্তেজিত হ'য়ে ব'ললো, "এর প্রত্যেকটি জিনিষই বেরিয়েছে চিন্তাশীল মানুষের মাথা থেকে—অনেক ভাবনা, অনেক গবেষণা আছে এদের পেছুনে, ফিক্ ক'রে হেসেই ওদের উড়িয়ে দেয়া যায় না। আপনি যে এদের কিচ্ছু মানেন না, আপনি কি এটা নিজের কথা ব'লছেন? তথাকথিত সংস্কারের মতো এও কি আপনার একটা সংস্কার নয় যে আপনি পিতার মারফৎ হাল্ আমলের মেটেরিয়ালিষ্টদের মতামত কিছু আয়ত্ত ক'রে, মনে ক'রছেন এই আপনার নিজের মত?"

জ্যোৎস্না এবার ধাক্কা খেলো। পিতার সেবকবৃন্দের অকুণ্ঠিত স্তুতিবাদেই সে অভ্যস্ত—তার সদম্ভ পাণ্ডিত্যাভিমান চিরদিনই পুষ্ট হ'য়েছে তাদের চাটুবাদে। সে চ'টলো, কিন্তু পেছ্‌পা হ'ল না!

সে ব'ললো, "না, এ আমার উপলব্ধি—সংস্কার নয়, তার ঊর্দ্ধেই আমার কাল্‌চার!"

—"বটে? কোন সংস্কারকেই আপনি মানেন না? সতীত্বের সংস্কারকে পর্য্যন্ত না?"

—"না!"

"জ্যোৎস্না দেবী!" শশীর গলাটা কেঁপে গেলো। তারপর কম্পিতকণ্ঠেই সে ব'ললো, "জ্যোৎস্না দেবী, আজ যদি এই ঘরে আমি আপনার ওপর কোন রকম সুবিধা নিতে উদ্যত হ'ই, অথবা

নিই—তাহ'লে আপনি সেটাকে স্বাভাবিক ব্যাপার ব'লে নিতে পারবেন ?"

জ্যোৎস্না নিস্তব্ধ হ'য়ে রইলো অনেক্ষণ, তারপর স্তিমিত কণ্ঠে ব'ললো, "আপনার মতো লোকের মুখে এ কথা শুনবো আশা করি নি।"

—"ভয় পেলেন বুঝি ? কিন্তু কেন ? ও ত একটা সংস্কার মাত্র—ন্যাচুরালিষ্ট বা বিহেভারিষ্ট কি বলেন যে ওতে ক'রে কোন অধর্ম্ম হয়, কোন পারলৌকিক বা ইহলৌকিক প্রত্যবায় ঘটে ? ও ত একটা শারীরধর্ম্ম—যা আছে সত্যি ব'লেই এবং সেই জন্যেই যা দোষেরও নয়, লজ্জারও নয়।"

—"ও ত একটা থিয়োরি···ছাড়ুন, পথ ছাড়ুন, আমি ওপরে যাই।"

শশী পথ ছেড়ে দিল—তারপর ব'ললো, "ভয় নেই জ্যোস্না দেবী, আপনার ভক্তদের মতো রাস্‌কেল্ আমি নই। আপনার সমস্ত উগ্র মতই এম্নি ধারা থিয়োরি জানবেন।"

জ্যোস্না চ'লে গেলো, যেমন ক'রে অপমানিত ভদ্র ব্যক্তি দ্রুত পদে পলায় চৌরাস্তা ছাড়িয়ে।

* * *

* * * * * *

দিবা-নিদ্রার পর বাইরের ঘরে এসে শশীশেখর দেখলো একটি সুদর্শন যুবক ব'সে র'য়েছে—দিব্যি ধোপদুরস্ত, কম্যুনিষ্ট ব'লে

মনে হবার কোনই কারণ নেই, বরং বায়স্কোপের চালান ব'লেই ভুল হবার কথা।

তাকে দেখেই নমস্কার ক'রে সে ব'ললো, "এই যে আসুন, আপনার কথাই ক'দিন থেকে রাধার মুখে শুনছি—একটু আলাপ ক'রে রাখি।"

—"রাধা?"

—"রাধা মানে, ওকে আমি অনুরাধা নাম দিয়েছি কিনা। ওর সঙ্গে আমার অনেক দিনের বন্ধুত্ব।"

রাধার চেয়ে ও কথাটা অনেক পরিষ্কার, তবু শশীশেখর একটু আড়ামুড়ি ভেঙে ব'ললো, "কে, জ্যোৎস্না দেবীর কথা ব'লছেন? তাঁর সঙ্গে ত আমার আর বাক্যালাপ নেই, তিনি আমায় দেখলেই স'রে যান—আমার সম্বন্ধে কোন ভালো কথা ত তাঁর কাছে প্রত্যাশা করা যায় না!"

ছোকরাটি একটু হাসলো, তারপর ব'ললো, "আরে না মশায়, আপনি ঝোঝেন না—যতই মর্দ্দাণী করুক, মেয়ে মানুষ ত—আপনার মতো চরিত্রের লোককে তার এড়াবার উপায় কি?"

কথাগুলো খুব ঘোলামোলা এবং বেশ স্বাস্থ্যকর নয়। শশী খানিক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ব'ললো, "আপনার নামটি জিজ্ঞাসা ক'রতে অনুমতি দেবেন কি?"

—"নিশ্চয়। আমার নাম কান্তি চন্দ্র দত্ত।"

দু' নৌকোয়

এরপর অনেক্ষণ কথাবার্ত্তা নেই। এমন কথা-ফুরিয়ে-যাওয়া অবস্থা সময় সময় আসে মানুষের—যখন দু'পক্ষেরই মনে হয় কাজটা বেশ শোভন হ'চ্ছে না, কিন্তু সংশোধন ক'রতে ক'রতেই বৃথা দেরী হ'য়ে চলে। অপরিচিতদের মধ্যেই যে হয় এটা তা নয়, পরিচিতের এমন কি ঘনিষ্ঠের ভেতরও এ হ'য়ে থাকে হামেশাই। কিন্তু জ্যোৎস্না এসে প'ড়ে ব্যাপারটা সহজ ক'রে ফেললো।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে হাইহিল্ জুতো প'রে এলো জ্যোৎস্না—ফুল্-হাতা জামা, টাইট্ ক'রে বাঁধা খোঁপা, হাতে দু'খানা বই—যেন আধুনিক সভ্যতার মূর্ত্তিমতী প্রতিচ্ছবি।

—"শেখর বাবু, আপনি চা খান্ নি ত! দাঁড়ান এনে দিই···।"

—"থাক, চা-টা আমার ছাড়বারই ইচ্ছে।"

—"কেন?"

"—এরও কৈফিয়ৎ দিতে হবে? হয়ত সেটা আপনার কাছে খুব খেলো এবং ভাবপ্রবণও মনে হ'তে পারে।"

জ্যোৎস্না আর ঘাঁটালো না—শুধু একটু মিষ্টি হেসে ব'ললো, "তাহ'লে বসুন, আমরা একটু ঘুরে আসি ময়দানের দিক থেকে।"

ওরা চ'লে গেলো। ব'সে ব'সে শশী ভাবতে লাগলো অনেক কথা। কী এই মেয়েটির ভেতরকার কথা? যার-তার সঙ্গে যেখানে-সেখানে অবাধে যায়-আসে—কথায় কোন জিনিষকেই

আমল দেয় না—অথচ, অথচ সে মেয়ে! কান্তির শেষ কথাটা তার মনে একটা নিষ্ফল আনন্দের আবর্ত্ত রচনা ক'রে গুঞ্জন ক'রতে থাকে। কিন্তু তা-ও কি হয়? এই রকমের কান্তিকেই সে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না, তার মতো অতি সাধারণ প্লিবিয়ান্ ছাপ-মারা লোককে সে মানুষ ব'লে গণ্য ক'রবে? আর তা ক'রলেই বা লাভ? এই বিলাস—সে মতবাদের বিলাসই হ'ক না—এই আভিজাত্য—সে মনশীলতার আভিজাত্যই হ'ক না—ত তার চিরদিনকার ঘৃণার বস্তু। সেই উদার সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্বের স্ফূরণ ভিন্ন আর কি জন্যে তার গৃহত্যাগের সমর্থন হ'তে পারে?

*　　　　*　　　　*

*　*　　　*　*　　　*　*

অধ্যাপক পালিত একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে শুয়ে একখানা মোটা বইয়ের পাতা অলস ভাবে, উল্টে চ'লেছেন, আর খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবে. খানিকটা সজাগভাবে, কথা ক'য়ে যাচ্ছেন—শ্রোতা শশীশেখর।

—"দেখো দেশের অতীতকে নিয়ে আমরা বহু বাড়াবাড়ি ক'রে থাকি। এতে ক'রে আমরা বর্ত্তমানের গ্লানিটা ঢাকতে চাই—কিন্তু এই বাংলাদেশের অতীতটা ছিল এমনই শোচনীয় দারিদ্র্যময়, সে আর্থিক এবং মানসিক দু'দিকেই, যে সে কথা ভাবলেও দুঃখ হয়। তার তুলনায় আমরা এখন অনেক বড় হ'য়েছি।"

দু' নৌকোয়

—"লোকের অন্ন-বস্ত্র সমস্যা কি তখন এখনকার চেয়ে ঢের বেশী সোজা ছিল না?"

—"হয়ত ছিল—অন্ততঃ থাকবার কথা, কারণ জীবনের পরিধিও ছিল ছোট। কিন্তু সে কাদের? মুষ্টিমেয় উচ্চ শ্রেণীর—কিন্তু কৃষিপ্রধান দেশ এটা, গরীবের সংখ্যাই ছিল বেশী এবং এমন বেশী যে সমস্ত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যটা শুধু অন্নবস্ত্র ও গৃহ-সুখের অভাব নিয়েই বিব্রত। শিক্ষা-দীক্ষা এবং জ্ঞান-প্রকর্ষ দেশে ছিল অত্যন্ত নীচু স্তরের।"

—"কিন্তু দেশে জ্ঞান-চর্চ্চা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকার্য্যেরও ত যথেষ্ট উৎকর্ষ হয়েছিল ওরই মধ্যে।"

পালিত সাহেব বইটা নামিয়ে রাখলেন। তারপর একটু উঁচু হ'য়ে ব'সে ব'ললেন, "কিন্তু কতটুকু? নব্যন্যায়, খাগড়ার বাসন, ঢাকার মস্‌লিন এবং চণ্ডীদাস জ্ঞানদাসের কবিতা···এর বেশী পুঁজি কি আছে অতীতের?"

—"কিছু কি নেই? বারো ভুঁইয়াদের দেশ-প্রীতি, স্মার্ত্তদের বিধান-ব্যবস্থা, বৈষ্ণবদের নীতি-সন্দর্ভ··· এ নিয়ে কি কিছুই গর্ব্ব করা যায় না? বাঙালীর সমাজ-জীবন, তার কাল্‌চার···ইত্যাদিরও ত যথেষ্ট বিশেষত্ব দেখতে পাওয়া যায় আজ পর্য্যন্ত।"

—"দেখো রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ এদেশে কেন, অনেক দেশেই অতীতের যুগে খুব স্পষ্ট হ'য়ে ছিল না—বারো ভুঁইয়ারা

থিয়েটারে যেরূপ ধ'রেছে, সে কি তাদের আসল রূপ, না এ-যুগের লেখকের ব্যাখ্যা? সমাজ-ব্যবস্থার কথা ব'লছো? কৌলীন্য, বহু বিবাহ, গুরুপ্রসাদী, পণপ্রথা, জাতিভেদ, বিধবা-বিধি, স্মার্ত্ত-মহাত্মাদের এই সব বিধানেই কি দেশের সর্ব্বনাশ হয় নি? শ্রেণী-স্বার্থকে এমন মারাত্মক ক'রে তুলে, জাতীয় ঐক্যকে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলেছে কারা? তারাই ত··· ! ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বড় জিনিষ হ'তে পারে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক আভিজাত্য যে কি মর্ম্মান্তিক আর কত বড় জুলুমবাজ হ'তে পারে, তার পরিচয় ত এ থেকেই পাবে।"

পালিত সাহেব চুপ্ ক'রলেন। তার মুখ-চোখ দেখলে মনে হয় তিনি বেশ উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছেন। শশীর প্রতিবাদে দু'এক কথা বলার না ছিল এমন নয়, কিন্তু সে আর সাহস ক'রলো না।

পালিত সাহেব ব'ললেন, "কিন্তু বাইরে সাজানো এই সব ব্যবস্থায় ছিল না কোন কঠোর স্পৃহা—তাই সুবিধাবাদীর পক্ষে হ'য়েছে এগুলি মজা লোটার রাজ-রাস্তা, আর দুর্ব্বলের, ভীরুর হ'য়েছে, নির্য্যাতনের জিনিষ। কুলীন ব্রাহ্মণের শিশ্নপরায়ণতা প্রশ্রয় পেয়েছে, কুলীনকন্যাদের কুল-লক্ষ্মী হ'য়ে থাকতে হ'য়েছে; ব্রাহ্মণে পেয়েছে প্রণাম, আর অন্ত্যজে পেয়েছে পদাঘাত; মৃতদার চালিয়েছে বিবাহের চৌঘুড়ি, বিধবা ম'রেছে কাঠ হ'য়ে···কি ক'রে ব'লবো তারা উঁচু কাল্‌চার রাখ্‌তো?"

খানিক থেমে তিনি ব'ললেন, "আর ঐ বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা ব'লছো—বৈষ্ণব থিওলজিটা এক জিনিষ, ওর প্রত্যক্ষ চেহারা অন্য রকম। চৈতন্য-প্রভু সম্বন্ধে আমার কোন কথাই বেশ প্রামাণ্য মনে হয় না, তবে চৈতন্য-পন্থীরা যে খুব চালাক ছিল, তার যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছি।·· কিন্তু আমাদের কথা হ'চ্ছিল অন্নবস্ত্র নিয়ে—দেখো স্নজলা স্নফলা শস্যশ্যামলা ব'লে যে আহাম্মকী নৃত্য নিয়ত দেশী খবরের কাগজে দেখো, সেটা জানো মিথ্যে ব'লে। তেম্নিই মিথ্যে অতীতের মহিমা। তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম এবং পরবর্ত্তী আমলের ঢাকা, নবদ্বীপ ছিল এক একটা গঞ্জ; সেখানে যাদের সঙ্গতি ছিল তারা ক'রত কার-কারবার, বাদবাকী বারোআনা লোকই অন্ন আর বস্ত্র ব'লে ম'রতো হাহা ক'রে; লেখাপড়া ত দূরের কথা—কোন আনন্দই ছিল না তাদের, তাই প্রথম এবং তৃতীয় রিপুর অবাধ চর্চ্চাতেই তাদের জীবন কেটেছে। এই দেশ এত গরীব ছিল যে···।"

কথা বেশ জ'মে এসেছে এমন সময় জ্যোৎস্না ফিরলো বেড়িয়ে। পালিত সাহেব মেয়ের মুখের দিকে একবার, ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়েই চুপ ক'রলেন। জ্যোৎস্নার মুখ একটু অপ্রসন্ন হ'ল, কিন্তু সে কোন কথা ব'ললো না। সে শুধু শশীশেখরকে ব'ললো, "আসুন ওপরে।"

ওরা দু'জনে ওপরে চ'লে গেলো। পালিত সাহেব দেখলেন

রাত্রি এগারোটা বেজে গেছে—বই বন্ধ ক'রে তিনি আলো নিবিয়ে দিলেন। ঘরে শুলেন, না বাইরে বেরিয়ে গেলেন, তা ঠিক বোঝা গেলো না।

*　　　　*　　　　*

*　*　　　*　*　　　*　*

কান্তির ওপর শশীশেখরের রাগের কোন কারণই থাকার কথা নয়—সে বিকেলে, সকালে, রাত্রে যখন-তখন আসে, এবং প্রায়ই চুপ ক'রে থাকে, কদাচিৎ একটা আধটা কথা বলে—তাও খুব ওজন ক'রে। চেহারাটি তার খুব সুশ্রী, সাজগোজও বেশ চৌকশ—তা সত্ত্বেও শশীর তাকে সহ্য হয় না। কেন সে ওর ওপর বিরক্ত তা সে বিশ্লেষণ ক'রেও দেখেছে, কোন সদুত্তর পায় নি। কিন্তু যতই অবুঝ ঠেকেছে সমস্যাটা, ততই তার রাগটা গেছে বেড়ে। তার অল্প অল্প ক'রে জ্যোৎস্নার সঙ্গে আত্মীয়তা কাঁড়ানোটা ওর কেমন বিসদৃশ আর নাটুকে গোছের ব'লে মনে হয়—মনে হয় পৌরুষ ও মনুষ্যত্ব যার মধ্যে আছে প্রচুর, সে কখনই বিনা কারণে এতটা বেশী সৌজন্য বর্ষণ করে না কোথাও!

কান্তি অলস ভাবে একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নার সঙ্গে এক-আধটা কথা কইছিল—সে কথা যে বিষয় নিয়ে শশীর তা জানার কথা নয়, তাই সে চুপ ক'রেই রইলো।

জ্যোৎস্না ব'ললো, "কিন্তু আপনি ত একদিন ব'লেছিলেন, যে-কোন ন্যাকামির বা কোমলতার গলা টিপে মারতেই আপনার এতটুকু সঙ্কোচ হয় না—আর সেই জন্যেই আপনাকে আমি শ্রদ্ধা ক'রেছিলাম।"

—"কিন্তু, কেমন যেন মনটা দুর্ব্বল হ'য়ে গেছে। তার ত কোন দোষই ছিল না, তাকে আমিই এনেছিলাম, চিরদিনকার অভ্যস্ত লোকাচারের বেড়ি ভেঙে—অবশ্য এ আমি জানতামই যে তাকে ছেড়ে যেতেই হবে আমাকে। তারপর তার জন্যে পিছন ফিরে দেখবার ইচ্ছেও আমার ছিল না একবিন্দু, কিন্তু তা হ'ল না—মনে হ'চ্ছে তাকে আমি নিজের খেয়াল মেটাবার অজুহাতে খুন ক'রলেই পারতাম, তা না ক'রে তাকে পথে ছেড়ে দিয়ে··· ।"

জ্যোৎস্না ব'ললো, "সে এখন কোথায় ?"

—"শুনলাম সিনেমায় ঢোকার চেষ্টা ক'রছে, গুণধর দাদাটি তাকে এই পরামর্শই দিয়ে থাকবে। আছে ক'ল্‌কাতারই কোন জায়গায়—সেটা কাল সঠিক জানতে পারবো।"

—"তবে আর কি ? সে ত নিজের পথই বেছে নিচ্ছে—তার জন্যে আর অনুশোচনায় লাভ ? ডুবন্ জলের পরে দু' হাতে আর দু'শো হাতে তফাৎ কি ? যে হেতু হয়, সে ত যন্ত্র মাত্র—তার এই রাস্তা, সে যার সাহায্যেই হ'ক এই পথেই আসতো।

দু' নৌকোয়

কথাগুলো শশীশেখর মনোযোগ দিয়েই শুনছিলো, এবং কার বিষয় তা না বুঝলেও, ব্যাপারটার ভয়াবহতা বুঝতে তার দেরী হয় নি। একটি অসহায় স্ত্রীলোককে এই পাষণ্ডটা ঘরের বাইরে এনেছে এবং শেষটা তাকে ফেলে পালিয়ে এসে আর একটি স্ত্রীলোকের কাছে সৌখীন অনুশোচনা প্রকাশ ক'রছে, আর সে স্ত্রীলোকটি তার ওপর অকুণ্ঠিত পৌরুষের বাণী বর্ষণ ক'রছে দেখে, তার সর্ব্বশরীর রাগে থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে লাগ্‌লো। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে সে চুপ ক'রে রইলো।

জ্যোৎস্না ব'ললো, "তাহ'লে ছ'টার সময় আসুন—আজকে নাচটা দেখে নিই, কারণ কাল পর্য্যন্ত দেখতে থাকবো কিনা তার ত স্থিরতা নেই!"

কান্তি নিঃশব্দে উঠে গেলো। জ্যোৎস্না তাকে সদর দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আবার ঘরে ফিরে এলো—এতক্ষণ পরে শশী তার কুঞ্চিত মুখমণ্ডলকে প্রসন্ন ক'রে তার দিকে তাকালো—জ্যোৎস্নাও একবার তাকালো তার দিকে; তারপর দু'জনেই চোখ নামিয়ে ফেললো। অদৃষ্টান্বেষী শশী, আর প্রজ্ঞাতন্ত্রী জ্যোৎস্না··· কিন্তু মানুষ ত!

কিছুক্ষণ পরে শশীশেখর ব'ললো, "মনে কিছু ক'রবেন না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—একটু আগে আপনারা যে বৃত্তান্তটি নিয়ে আলোচনা ক'রছিলেন, সেটি আমার কেমন-কেমন লাগ্‌ছিলো।"

কে সেই মেয়েটি, কি হ'ল তার অপরাধ, কেনই বা তার সম্বন্ধে আপনাদের এত বাদ-প্রতিবাদ, জানতে ইচ্ছে করে আমার।"

তারপর জ্যোৎস্না তাকে ব'ললো সমস্ত ব্যাপার। মানে রণদাবাবুর মেয়ে প্রতিমার সঙ্গে অক্ষয়বাবুর ছেলে সন্তোষের (ওটা অবশ্য তার ভুল) বিয়ের কথা; সেই মেয়েটির বাবাকে বিয়ের খরচ দিয়ে সাহায্য ক'রে মেয়েটিকে নিয়ে কান্তির পলায়নের কথা, তাকে একদিন ফেলে চ'লে আসার কথা···সমস্ত কথাই। তার ভাই ভোম্বলের ব্যাপার, তাদের নামধাম ঠিকানা প্রভৃতি অনেক জিনিষই কান্তির মারফৎ সে শুনেছিল—একে একে সবই সে শশীকে ব'ললো।

শশী কোন উত্তরই দিলো না—কিন্তু তার মুখ চুপ্‌সে শাদা হ'য়ে গেলো। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে না পারলো মুখ তুলতে, না পারলো বুক ভ'রে নিশ্বাস নিতে। স্থির হ'য়ে রইলো সেখানেই ব'সে।

*　　　*　　　*

*　*　　*　*　　*　*

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত শশীশেখর ঘুমুতে পারলো না। তার সমস্ত মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয় যেন তাল পাকিয়ে গেছে—একটা জড়তা, একটা গতিহীন পরিমাপহীন অসহায়তা তাকে আশ্রয় ক'রেছে।

তার মনে হ'ল, তার জীবনের পরিণতি স্বাভাবিক সহসা থেকে অস্বাভাবিক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে—তার জন্যে দায়ী সে নিজে। যে জীবনকে সে মনে ক'রে এসেছে গতানুগতিক, যাকে সে ভেবেছে অগ্রগতির পরিপন্থী ব'লে, সে-জীবনের মধ্যে একটা সঙ্গতি আছে—হ'ক সে অশেষ দুঃখের, তবু তা স্বাভাবিক।

কিন্তু পিতা-মাতার সমস্ত জীবনব্যাপী পরিকল্পনাকে ব্যর্থ ক'রে সে যে দুর্লভের আশায় অকূলে ঝাঁপ দিয়েছিলো, কি পেলো সে তা থেকে? একান্ত আত্মকেন্দ্রীয় যে সুখ, তার পেছুনে ছুটতে ছুটতে সে ত অচিন্ত্য সুদূরে এসে উঠ্‌তে পারে নি—সে অন্ধের মতো যে একই জায়গায় ঘুরে ম'রেছে—সেই ভ্রান্তির অবসাদে তার ইন্দ্রিয় এসেছে ক্লান্ত হ'য়ে। না, না, এ পথ ভুল—বিশুদ্ধ জ্ঞান দিয়ে জীবনের সমস্যাকে সরল করা যায় না—জ্ঞানের গহনে সমস্যার সুতোয় আরো বেশী ক'রে জোট্ পাকিয়েই যায়···ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-অনুষ্ঠান, বৃত্তি, সংস্কার, কিছুই যদি না থাকে, সবই যদি বাতিল ক'রে দিয়ে কেবল মাত্র ইচ্ছা শক্তিরই একাধিপত্য স্বীকার ক'রে নে'য়া যায়, তবু ত প্রবৃত্তি আপনা থেকেই সৃষ্টি ক'রবে এই সব জিনিষকে···!

কোন গঠনমূলক পরিকল্পনাকে লক্ষ্য ক'রে যারা সহজকে ছাড়ে এবং দুর্গমকে নেয়, সে ত তাদের দলে নয়। এই অভিযান তার চিত্তের স্বধর্ম্ম নয়—এর মূলে ছিল কল্পনার অত্যুগ্রতা, ছিল

বাস্তব নিরপেক্ষ উচ্চাশার আতিশয্য···তাই সে ভীরুর মতো ক'রেছে আত্ম-গোপন, বীরের মতো কাটিয়ে বেরিয়ে আসে নি। এই সুখাপেক্ষী আত্ম-নিগ্রহের দাম কি ?

এর পর সে কি ক'রবে ? কারণ তার মন চ'লছে সহস্র ক্রোশের বেগ নিয়ে, কিন্তু শরীর ত এক পা-ও এগোয় নি। ভাবতে ভাবতে শশীশেখর ক্রমে ক্ষেপে ওঠার মতো হ'ল। কলেজে সে ছিল পালিত সাহেবের ছাত্র এবং উগ্রধর্ম্মী প্রজ্ঞাবাদী ব'লে তাঁর ওপর ছিল তার একটা মোহ—সে শ্রদ্ধাও নয়, অনুরাগও নয়। তারপর যখন দশা-বিপর্য্যয়ে তাকে বেরুতে হ'ল পরিচিত আবেষ্টনীকে উল্লঙ্ঘন ক'রে, তখন তার চোখে ভেসে উঠ্‌লো শুধু এই বাড়াটিই —কিন্তু এ বাড়ীর প্রজ্ঞাতান্ত্রিক খোলসের তলায় যে একটা বিপুল আত্ম-বঞ্চনার সাক্ষাৎ সে এতগুলি দিনরাত্রি ধ'রে পেলো, এরপর তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া না হ'য়ে পারে ? এই পিতা-পুত্রীর যৌথষড়যন্ত্রে পুষ্ট চিত্ত-বিরোধী বিদ্রোহক্লিষ্ট মতবাদের দম্‌কা হওয়ার চেয়ে, গৃহের সেই সঙ্কীর্ণ পরিবেশে বিশ্বাসস্নিগ্ধ মোলায়েম ব্যথার ঘা-ও ত ঢের বেশী মিষ্টি !

হঠাৎ মনে পড়ে সেই মেয়েটির কথা—যার সঙ্গে তার বিবাহের কথা পাকা হ'য়ে গেছলো ! এতদিন তার দিক থেকে শশীর ছিল না কোনই প্রশ্নের বালাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার জীবনে দুষ্টগ্রহ রূপে আবির্ভূত হয়েছিল যে কান্তি, তাকেও সে পেলো এই

খানেই—কাজেই এখন তার মনে হ'ল, এই মেয়েটিকে সে কেন বাঁচাবে না? কেন সে তাকে চোখের সামনে ডুবতে দেবে, এমন ক'রে?

ভাবতে ভাবতে শশীশেখর উত্তেজনায় উঠে ব'সলো। তার সমুদয় মননশীলতাকে ভেদ ক'রে একটি ভাবাকুল কিশোর বালক জেগে উঠলো। বারান্দায় এসে সে দেখলো পাশের ঘরে আলো জ্ব'লছে—জান্‌লা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে জ্যোৎস্না, কান্তি এবং আর একটি বলিষ্ঠ ছোকরা ব'সে ব'সে কতকগুলো কাগজপত্র বিছিয়ে কি সব যুক্তি-পরামর্শ ক'রছে!

কি এই ব্যাপার? সিঁড়ির কাছের ঘরে পালিত সাহেব নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুচ্ছেন—আর এদিকে তাঁর বয়স্থা প্রজ্ঞাতন্ত্রী কন্যা দুটি নিঃসম্পর্ক যুবকের সঙ্গে নিশিরাত্রে গল্প ক'রছে। এর ভেতর একটা কোন প্রচ্ছন্ন রহস্য আছে নিশ্চয়ই। গৃহিনীহীন চাকর-বামুন চালিত এই সংসারের ভেতর গৃহস্থালীর ছাপ্‌ খুব কম—এটা একটা মেস্‌—অথবা সরাইখানা জাতীয় জিনিষ, এ সে বুঝেছে—কিন্তু তার চেয়েও কোন বৃহত্তর ব্যাপার হয়ত আছে এর পেছুনে এবং সেটা খুব ভয়ঙ্কর কিছু হওয়াও আশ্চর্য্য নয়। হঠাৎ তার মনে হ'ল, এটা সেই সব টেররিষ্টদের আড্ডা নয় ত, যারা এই রকমের ইন্‌টেলেক্‌টুয়াল্‌ সাজে খুনের কারবার চালিয়ে চলে?

তার ধোঁয়াটে কল্পনা যেন নীরেট্‌ মাটিতে পা পেলো।

হয়ত অধ্যাপক পালিত এঁদের গুরু—তাঁর মেয়েটি মূল শিষ্য, আর এরা সাঙ্গ-পাঙ্গ। মতের জন্যেই হ'ক্, আর মৎলবের জন্যেই হ'ক্ এখানে এরা জড়ো হ'য়েছে···! এ বিষযে তার সন্দেহের আর বড় বেশী অবকাশ রইলো না, সমস্ত জিনিষটাই তার চোখের সাম্নে একটা সত্যের মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে দেখা দিলো!

বিস্ময়ে এবং উত্তেজনায় তার শরীর অবশ হ'য়ে এলো—সে দ্রুত ঘরে এসে ঢুকলো। তার কয়েক মিনিট পরেই ছেলে দুটি এবং জ্যোৎস্না বেরিয়ে এলো বারান্দায়।

ওরা চ'লে যাবার পর জ্যোৎস্না ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, হঠাৎ আড়ষ্ট কণ্ঠে শশী ডাকলো, "জ্যোৎস্না দেবী!"

চম্‌কে জ্যোৎস্না দাঁড়িয়ে গেলো, তারপর ভীতকণ্ঠে ব'ললো, "কে শেখরবাবু, ঘুমোন নি আপনি?"

—"না!"

—"আপনার মনে ঝড় বইছে, কিন্তু একে আপনি আস্‌কারা দেবেন না। যাহয় একটা পথ নিয়ে নিন্; হয় এগুন, নয় পেছুন—এ ভাবে মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'দিকের ধাক্কা···!"

—"জ্যোৎস্না দেবী, আপনি বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে নেমে, সাধারণ মানুষ হ'য়ে আমার কাছে আসুন—আমি বড় একলা, বড় অসহায়!"

জ্যোস্না ঘরের ভেতর এসে আলোটা জ্বাললো, তারপর তার বিছানায় ব'সে ব'ললো, "কেন বলুন ত?"

দু' নৌকোয়

—"আমি পথ ভুলে এসে পড়েছি, আমি, যাযাবর পাখী নই, আমি নীড়াভিলাষী। আমি মত-জগতের নই, মর-জগতের!"

—"তবে বিয়ের নামে পিছিয়ে পালিয়ে এসেছেন কেন?"

—"শুধু সাময়িক উত্তেজনায়। মনে হ'য়েছিল ওটা দুঃখের পথ।"

জ্যোৎস্না ব'ললো, "সত্যি কি তাই নয়? প্রকৃতির ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, মানুষের নিজের তৈরী একটা কৃত্রিম এই বেড়ার ভেতর দিয়েই জীবনকে দেখতে হবে? এর বাইরে চোখ দিলে ক্ষতি কি? বৃথা ভাবের মোহ ত···একনিষ্ঠতা, প্রেম, পবিত্রতা···ও সব বাস্তবে নেই, ও দুর্ব্বলের অলস মাথায় আছে।"

শশী ব'ললো, "মানুষের হৃদয়-ধর্ম্মই এর সমর্থক যে। উড়ে-বেড়ানোর মধ্যে থাকতে পারে নূতনত্বের চমক, কিন্তু ব'সতে পাওয়ার মধ্যেই আছে সত্যিকার গঠন—সে বসা হাওয়ায় হয় না, কঠিন মাটিতেই হয়; ইন্দ্রিয়ধর্ম্মের ওপরই, মস্তিষ্কে নয়! তাই এ বেড়া মানুষকে বের ক'রতে হ'য়েছে।"

জ্যোৎস্না কিছু আর ব'ললো না! খানিকক্ষণ পরে সে উঠবার আগে ব'ললো, "কে এসেছিল জানেন? কান্তি আর ভোম্বল—ভোম্বল মানে সেই প্রতিমার দাদা! কাল আবার সে আসবে সকালে—একটু আলাপ ক'রবেন!"

অনেক বেলায় ঘুম ভেঙে উঠে শশী দেখলো, জ্যোৎস্না

দু' নৌকোয়

আর কাল্‌কের সেই অপরিচিত ছোকরাটি বারান্দায় ব'সে কথা কইছে। তাকে দেখেই ছোকরাটি নমস্কার ক'রলো—জ্যোৎস্না একটু হেসেই উঠে গেলো। তার পরিত্যক্ত আসনটিতে ব'সে শশী ব'ললো, "আপনার সঙ্গে আলাপ হ'ল, এ আমার পরম সৌভাগ্য।"

—"কেন? আমার মতো অভাজনকে একথা ব'লছেন?"

—"কারণ আপনাকেই আমার সবচেয়ে বেশী দরকার··· আমার নাম শশীশেখর, অক্ষয়বাবুর ছেলে আমি···আমার সঙ্গেই আপনার বোনের বিয়ের কথা হ'য়েছিল!"

ভোম্বল স্তম্ভিত হ'য়ে বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। কথা তার মুখে এলো না—সমস্ত মনপ্রাণ আত্মবোধ দিয়ে সে যেন শশীকে দেখতে লাগ্‌লো!

শশী ব'ললো, "অদৃষ্টের যোগাযোগে আমার বিশ্বাস। একদিন যে-পথ আমি ভয়ানক ভেবে নিজেই ছেড়ে পালিয়েছি, আজ আবার সেই পথে ফিরে গিয়ে অতীতের ক্ষতিপূরণ ক'রবো! আমি আপনার বোনকে বিয়ে ক'রেবা!"

—"অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ—এ বিষয়ে আমি স্থির সিদ্ধান্ত ক'রেছি!"

—"কিন্তু যদিও সে আপানারই বাগ্‌দত্তা, তবু তার সমস্ত ইতিহাসই ত জানেন—তার পরও তাকে আপনি গ্রহণ ক'রবেন?

তার মা বাপ ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন সব আজ তার পক্ষে মিথ্যে হ'য়ে গেছে—তার জীবনের মূল্য, অস্তিত্বের মর্য্যাদা, কিছুই নেই—অথচ আপনার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সবই আবার একমুহূর্ত্তে এসে প'ড়তে পারে, আশ্চর্য্য এই ব্যবস্থা! কিন্তু আপনি কি তাতে সাহসী হবেন?"

—"পেছুনে যা আছে, তার পর্দ্দা তুলে লাভ নেই। জগতে অনেক আলোর পেছুনেই কালো আছে। এই মর্য্যাদা-হীনতাকে বিয়ের স্পর্শে সম্ভ্রমশীল ক'রে তোলবার সাহস আমার আছে—সব জেনেই আমি এ সাহস ক'রেছি, আপনি এর জন্যে এখুনি প্রস্তুত হ'তে পারেন।"

ভোম্বল তার দু'টি হাত ধ'রে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, তারপর ব'ললো, "মুক্তি দিলেন—আজ আমায় মুক্তি দিলেন। তার জীবনের এই ভুলের জন্য দায়ী আমি···আমিই তাকে যদি সংশোধনের পথে তুলে দিতে পারি, তাহ'লে কান্তির শেষ নিশ্বাস প'ড়বে আমারই হাতে!"

শশী কিছু ব'ললো না—নিঃশব্দে বুঝিয়ে দিলে তার সঙ্কল্প। সমস্ত ভাষার অতীতে, অন্তরের বিপুল রহস্যলোকে যে সম্বিৎ প্রতিনিয়ত চ'লছে এক তালে, সেখান থেকেই যেন এলো এ সঙ্কল্প—সমস্ত সমস্যার সমাধান যেন লুকিয়ে আছে এরই ভেতর।

দু' নৌকোয়

জ্যোৎস্না এসে ব'ললো, "আমি একটু আসছি। আপনারা গল্প করুন।"

সে চ'লে গেলো। ভোম্বল আর শশীশেখর তারপরে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা কইলো তার ওপর আমাদের যবণিকা টেনে দিই।

*   *   *

* *   * *   * *

জ্যোৎস্না ফিরলো দুপুর কাটিয়ে—শশীশেখর ভোম্বলকে বিদায় ক'রে দিয়ে ভাবলো, তার নিজের এবং রণদাবাবুর পরিবারের কথা—যেখানে ঝড় উঠেছে ঘটনা-চক্রে, ঘটনা-চক্রেই তাঁর সমাধান হ'তে চ'লেছে—বাকী শুধু প্রতিমার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া। একেই তার মনে হ'ল বিপুল একটা মুক্তি ব'লে। এই জিনিষটা সহজ ভাবেই হ'তে চ'লেছিল—কিন্তু এত বড় বিপদের চড়াই উৎরে না হ'লে, এর এত দাম কি সে দিত? তার মনে হ'ল, এই তার জীবনের একটা সত্যিকার অগ্রগতি।

জ্যোৎস্না নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে ব'সলো। তার চোখ-মুখ শুকনো, দেখলে মনে হয়, একটা ঝড় বইছে তার ভেতর। সে ব'ললো, "আচ্ছা আপনি প্রেম ব'লে কোন জিনিষ মানেন?"

—"মানি!"

—"আমি কিন্তু মানি না!"

—"তার কারণ আপনি তার আস্বাদ পান্ নি। মায়ের স্নেহে আপনার দীক্ষা হয়নি, হ'য়েছে বাপের শিক্ষায় গঠন! আর যে সমস্ত পুরুষ আপনার আশে পাশে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, তারা কেউ ভালোবাসতে জানে না—সে সাহস নেই তাদের, তারা লোভীর মতো চাইতে জানে—মানুষের মতো অর্জ্জন ক'রতে জানে না!"

—"কিন্তু আসলেই ওটা দেহের আকর্ষণ নয় কি? মানুষ ওটাকে ভব্য ক'রে নিয়েছে, একটা ফিলজফি চাপা দিয়ে? প্রকৃত পক্ষে ওটা স্থূল জিনিষ—সূক্ষ্মটা আমাদের তৈরী!"

—"বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে হয়ত তাই। কিন্তু এই সূক্ষ্মতাটাও মানুষ ভেবে-চিন্তে তৈরি করে নি—এই স্থূলটার মতো ঐ সূক্ষ্মটা ছিল মানুষের মধ্যেই—স্থূলটাকে নিতে গিয়ে সূক্ষ্মটাকেও সে নিতে বাধ্য হ'য়েছে। দেখুন দেহটা যেমন সত্যি, দেহের অতীত আত্মাটাও তেমনি সত্যি। এই দেহধর্ম্ম ত সীমাবদ্ধ—খাওয়া-পরা, সৃষ্টিকরা—এতেই ওর শেষ। কিন্তু মনোধর্ম্মটা অশেষ—তারই জোরে মানুষ অমর, কিন্তু পশু-পক্ষীর তা নেই ব'লে তারা নশ্বর। মানুষ দেহ নিয়েও দেহাতীতের স্তরে ওঠে—শিল্পে ধর্ম্মে কর্ম্মে প্রেমে সে বস্তু-সীমাকে মুহূর্ত্তে ছাড়িয়ে যায়। এ সবের তলাতেও স্থূল আছে—কিন্তু স্থূলকে আশ্রয় ক'রে এরা সূক্ষ্মে গিয়ে যদি না পৌঁছোতো তাহ'লে গুহাবাসই মানুষের পক্ষে পরম এবং চরম সত্য হ'ত।"

—"কিন্তু এটা কি একটা তৈরী করা ব্যাখ্যা নয়? বাস্তবতা-বাদীর কাছে কি এ যুক্তি টি`কবে?"

—"না টে`কে দুঃখ নেই—কিন্তু চৈতন্য কি শুধুই বাস্তব? বরং বাস্তবটা চৈতন্যের প্রসঙ্গে আপেক্ষিক ব'লেই মনে হয়। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাস্তব ত অতি অসম্পূর্ণ জিনিষ—চৈতন্যই তাকে ক'রেছে সম্পূর্ণ। এই চৈতন্যই আনে ভক্তি প্রেম...আর বাস্তব আনে দেহ। দু'য়ে জড়িয়েই জীবন।"

জ্যোৎস্না অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর ব'ললো, "আপনি একটা নিশ্চিন্ত রাজ্য পেয়েছেন—আমরা সমুদ্রের মাঝখানে।"

—"আপনারা কি ব'লতে পারিনে—আপনি অন্তত ডাঙাতে আছেন জানি, অথচ মনে ক'রছেন সমুদ্রে—তাই বৃথা শুক্‌নো মাটিতে সাঁতার কাটবার চেষ্টায় জখম্ হ'চ্ছেন।"

—"হয়ত তাই।" অনেকক্ষণ দম্ নিয়ে জ্যোৎস্না ব'ললো, "আমিও বড় দুঃখী শেখরবাবু!"

—"এ কথা আপনার মুখে সাজে না। ও ত ভাবপ্রবণের কথা।"

—"আমি ভাব প্রবণই হ'য়েছি আজ...আমায় ক্ষমা করুন। হ্যাঁ...একটা কথা, কান্তির সঙ্গে আমার চিরদিনকার বিচ্ছেদ হ'ল—কিন্তু আপনিও সাবধান, তার বিশ্বাস আমি আপনাকে... ।"

দু' নৌকোয়

*　　　　*　　　　*

*　*　　　*　*　　　*　*

জ্যোৎস্নার জীবন-প্রবাহ হঠাৎ কোথায় টক্কর খেয়ে আজ অস্বাভাবিক রকম তরঙ্গিত হ'য়ে উঠেছে। সাম্নে এগুনোর পথ আজ তার অবরুদ্ধ—পেছুনে ফেরার পুঁজিও নিঃশেষিতপ্রায়। একটি অবাঞ্ছিত বিন্দুতে সমস্ত চিত্তবৃত্তি তার বৃথা মাথা কুটে ম'রতে আরম্ভ ক'রেছে।

অনেক রকম ক'রে নিজের জীবনকে সে যাচিয়ে-বাজিয়ে দেখতে লাগলো। কোথায়, কোথায়, তার প্রথম চালে ভুল হ'য়েছে—যার জন্মে বাকী সমস্ত চালগুলোই তার একটানা ভুলের মাশুল জুগিয়ে চ'লেছে! এতদিন ধ'রে নিজেকে সে ভেবেছে সর্ব্ববিধ দৌর্ব্বল্যের উর্দ্ধে এবং নির্দ্বন্দ্ব একটি তুরীয় ব্যক্তিত্বের মোহ ঘিরেছিল তার সমস্ত সত্তাকে। সে জানতো জীবনের পক্ষে একমাত্র সত্য হ'চ্ছে এই প্রত্যক্ষ সংসার—একে যে পারে স্বকীয় অনুশীলন, আত্মবোধ ও অধ্যবসায় দিয়ে সার্থক ক'রে নিতে, তার আর দরকার হয় না পিছু ফিরে দেখার। কিন্তু অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত উপায়ে আজ তার বহুদিনের সযত্নলালিত সংস্কারে ঘা প'ড়েছে।

এই ঘা দিয়েছে কান্তি। নিজের মনোবৃত্তির অনুপাতেই জ্যোৎস্না বিচার ক'রেছিল কান্তিকে—অর্থাৎ মানুষ কান্তি অপেক্ষা

নৈর্ব্যক্তিক কান্তিকেই সে ক'রেছিল গ্রহণ। কিন্তু সম্পূর্ণাঙ্গ পুরুষ কান্তি জ্যোৎস্নার এই কল্পিত কান্তিকে ছাপিয়ে যখন উলঙ্গ মূর্ত্তিতে ক'রলো আত্ম-প্রকাশ, তখন জ্যোৎস্নার প্রজ্ঞাতান্ত্রিক যুক্তি-নিষ্ঠা গেলো ভেসে...অসহায় অপমানিত নারীত্ব ডুক্‌রে উঠলো তার বুকের ভেতর। কাকে দোষী ক'রবে সে? এই জীবনসম্পর্ক-বিশ্লিষ্ট মতবাদ পরিচালিত শিক্ষার গুরু পিতাকে? অথবা সেই পিতার প্রশ্রয়পুষ্ট ছদ্মবেশী কান্তিকে? কিন্তু এর জন্যে সত্যিকার দোষী ত সে নিজেই...সে ত কোনদিন বিশ্লেষণ ক'রে দেখেনি তার নিজেকে।

আজ সমুদয় শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যক্তিত্ব নিয়েও সে কি ভোম্বলের বোন প্রতিমার মতোই একান্তে পরিত্যক্ত হয় নি? জ্যোৎস্নার মনে হ'ল কাঁদতে পারলে তার এই বিক্ষুব্ধ অন্তর্যুদ্ধের একটা সমাধান হ'য়ে যেতো।

দু' হাতে মুখ ঢেকে ব'সে ব'সে জ্যোৎস্না অনেক কিছু ভাবছে। কোথায় ছিল তার মনে এই ভীরুতার বিষধর শিশু? সমস্ত প্রয়াস ও পরীক্ষার অন্তরালে ধীরে ধীরে এমন ক'রে যে ক'রেছে তার বিষময় ফণা বিস্তার!

অধ্যাপক পালিত চুরুট খেতে খেতে এসে ঢুক্‌লেন তার ঘরে। ডাকলেন, "অনু!"

জ্যোৎস্না ব'ললো, "বাবি, আমায় তুমি অনু ব'লে আর কোন দিন ডেকো না।"

দু' নৌকোয়

অধ্যাপক পালিত কিছু মুখে ব'ললেন না, কিন্তু তাঁর ললাটের কুঞ্চন ও চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি থেকে একটা বিরক্তিমিশ্রিত দুঃখের আভাষ পরিস্ফুট হ'ল!

তিনি ব'ললেন, "শশী কোথায়?"

—"তিনি কোথায় গেছেন। তিনি একদিন হঠাৎ যেমন এসে প'ড়েছিলেন, আর একদিন হঠাৎ তেম্নি চ'লেও যাবেন। তাঁর জীবনের একটি স্থির বিন্দু আছে—যা থেকে একচুল এদিন-ওদিক হ'লেও, তিনি একেবারে কক্ষচ্যুত হবেন না কোন মতেই।"

—"হুঁ···অনেক দেরী লাগে মানুষের নিজের আসল স্বরূপটিকে চিনতে। নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে ছিটকে বেরিয়ে না এলে, ঠিক বোঝাই যায় না কোন্‌টা কার উপাদান! এক্সপেরিমেণ্ট আর কি! এবার শশীর আর পা ফস্‌কাবার ভয় রইলো না।"

জ্যোৎস্না অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর ব'ললো, "নিজের উপাদানটা নিজে যাচাই ক'রে নে'য়ার বিপদ আছে। একটা কেন্দ্রবদ্ধ গতি থাকাই বোধ হয় ভালো—তাতে লাভের অংশ কম হ'লেও, লোক্‌সানের অংশও কম এবং শেষকালটা আত্মদ্রোহও আসে না।"

কথাগুলোর মধ্যে যে পরাজয়ের ক্ষুব্ধ সুর জ্যোৎস্নার অজ্ঞাতসারেও প্রকাশ পেয়ে গেলো, পালিত সাহেবের দৃষ্টিতে

তা ধরা প'ড়তে বাকী রইলো না। তিনি অনেকটাই অনুমান ক'রেছিলেন…ক্রমে তাঁর নভশ্চারী বিশ্বাস যেন প্রত্যক্ষের মাটিতে পা পেলো।

তিনি ব'ললেন, "অনু, কি হ'য়েছে তোমার? বলো আমায়…বুঝতে পারছি তুমি বিক্ষোভের ভেতর পা চালিয়েছো। কান্তি কৈ?"

—"কান্তি? সে পাষণ্ডের নামও আর আমি শুনতে চাইনে।"

—"কেন?"

—"সে জানে না স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা! দেহের সীমার বাইরে চলে না তার চোখ। সে আমায় আজ ক'রেছে অপমানের চূড়ান্ত!"

পালিত সাহেব সস্নেহে মেয়ের পিঠে হাত বুলোতে লাগ্‌লেন—তারপর ব'ললেন, "অনু, চিরদিনই ত তোমার মুখে শুনেছি অন্যকথা। স্ত্রী আর পুরুষের দেহগত বৈষম্য ছাড়া আর কোন বিভেদকেই ত তুমি মানো নি…পবিত্রতা-অপবিত্রতা, মান-অপমানের হিসেব ত ছিল না তোমার চলা-ফেরায়। দেহের বাইরে কোন অতীন্দ্রিয় কল্পলোকের অস্তিত্বে ত ছিল না তোমার বিশ্বাস। মানুষকে তার নিজের গড়া যাবতীয় সংস্কার ও কর্ষণার বাইরে থেকেই ত তুমি নিয়েছো—তাই

তোমার কাছে সমাজ, ধর্ম্ম ও শিল্প ছিল চিরদিনই বিদ্রূপের বিষয়! এই রঙীন মুখোসগুলো খুলে দিয়েই ত তুমি নিরাবরণ সত্যকে প্রতিষ্ঠা ক'রতে চেয়েছো তোমার কথায় ও কাজে। আমি তোমাকে এই বিন্দুতে স্থিরপ্রতিষ্ঠ জেনেই নিশ্চিন্ত ছিলাম।"

জ্যোৎস্না পাণ্ডুর মুখ তুলে চাইলো বাবার মুখের দিকে। এ কি উপহাস, অথবা স্পষ্ট ভাষণ, অথবা আর কিছু, যার অন্তর্ভেদ তার মনের বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়! বস্তুতন্ত্র ও আচারতন্ত্রে ঘোরতর আস্থাবতী জ্যোৎস্না হঠাৎ নাবালকের মতো বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলো!

—"বাবি, আমায় আবার নিয়ে চলো সেই ছেলেবেলায়! সেখান থেকে নতুন ক'রে আবার আরম্ভ ক'রবো আমি পথ-চলা ··আমি মেয়েমানুষ, আমি নিতান্ত মেয়েমানুষ!"

পালিত সাবেব বিচলিত হ'লেন না। একটু হেসে ব'ললেন, "যে দ্বন্দ তৈরি হ'য়েছে নিজের অন্তরের গুমোটে, অন্তরের স্বতস্ফূর্ত্ত বর্ষণেই তার সমাপ্তি হবে। অত উতলা হয়ো না—কিন্তু, কিন্তু, আমার সমস্ত প্রত্যাশাকে কি তুমি মিথ্যে ক'রে দেবে? তুমি, তুমি?"

শেষের দিকে পালিত সাহেবের গলা যেন অস্বাভাবিক রকম বিকৃত হ'য়ে এলো! খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তিনি

ব'ললেন, "সমস্ত জীবন দিয়ে যে-মতকে আমি একটু একটু ক'রে গ'ড়ে তুলেছি মাতৃ-গর্ভের ভ্রূণের মতো·· তোমাকে আমি মনে ক'রেছিলাম তার প্রত্যক্ষ প্রতীক ব'লে! তাই তোমাকে গ'ড়েছিলাম আমি "তুমি" ক'রে নয়, আমারই আইডিয়া ক'রে! আজ বুঝলাম আমার সমস্ত ব্যক্তিত্বকে ছাপিয়ে তোমার সেই তুমি মাথা তুলেছ—এ তোমার পরাজয় নয় অনু, এ আমার আইডিয়ার কাছে আমার পরাজয়!"

জ্যোৎস্না চমকে উঠলো। উঃ—পিতা তার? তিনি তাকে বঞ্চিত ক'রেছেন তার সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষায় তরঙ্গিত রক্তাক্ত অস্তিত্ব থেকে? তাকে ক'রেছেন তিনি তাঁর স্বকীয় অনুশীলনের একটি অস্থাবর বাহন? ছি ছি!"

হঠাৎ সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে জ্যোৎস্না ব'ললো; "বাবি আমার অস্তিত্বকে তুমিই ক'রেছো অপমান সব চেয়ে বেশী—কান্তি তোমার তুলনায় দেব-দূত! শশীশেখর—গোবেচারা শশীশেখর, তোমার তুলনায় সেও···!"

পালিত সাহেব ব'ললেন, "অনু, অস্তিত্বের কথা ব'লছো? জানো তুমি তোমার অস্তিত্বের মূল কোথায়?"

—"কোথায়?"

—"এখন থেকে প্রায় বাইশ বছর আগে ক'ল্‌কাতার অভিজাত সমাজ জানতো এন-পালিত ব'লে এক বিলাতফেরৎ

ব্যাচিলারকে। তারই পরবর্তী পরিণতি হ'চ্ছে কম্যুনিষ্ট প্রফেসার পালিত। তাঁর কন্যা জ্যোৎস্না পালিতের জন্ম তাঁরই এক পরিচারিকার গর্ভে···বলো তুমি ক'রেছি তোমার অস্তিত্বকে অপমান?"

—"এঁ্যা?"

জ্যোৎস্না চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো—"তা হ'লে আমি দাসীগর্ভজাত? আমি হীন অন্ত্যজ? আমি একান্ত ভাবে আঁস্তাকুড়ে কুড়িয়ে-পাওয়া অবাঞ্ছিত জীব?"

—"আজ তুমি যে দিক থেকে বুঝ্‌ছো নিজেকে এবং দুনিয়াকে, তাতে তাই বটে। কিন্তু আমার বল ছিল এখানেই —যা জন্মেছে মৃত্তিকাসম্পর্কচ্যুত নিরবলম্ব আইডিয়ার জগতে, তাকে জোর ক'রে তাই বাঁধিনি আমি মাটির মমতা দিয়ে। কিন্তু থাক···হ্যাঁ, আমার শেষ কথাও আজ তোমায় ব'লে দিই অনু।"

—"বলো।"

—"আমি ঢের দেখলাম জীবনটাকে উল্টে-পাল্টে। বুঝলাম পথ আমার ভুলই হ'য়েছে, কিন্তু মতের ভুল আমার ছিলনা কোথাও। এই যে একদল ছেলেকে আমি জড়ো ক'রেছিলাম আমার চার দিকে, তার মূলকেন্দ্র ক'রেছিলাম তোমাকে··· তোমাকে কক্ষ ক'রেই আমার পরীক্ষার উপগ্রহ গুলো ঘুরে চ'লছিল তাদের অজ্ঞাতে আমারই উদ্দেশ্যের পথে। তোমার

অসতর্কতায় কক্ষভ্রংশ হ'ল ··হ'ল পরস্পরের ওপর পরস্পরের সঙ্ঘাত—আমার তৈরি সৌর-জগত আজ চুরমার হ'য়ে গেলো। আজ আমি স্বকীয় সৃষ্টির ধ্বংসস্তূপে সাধনাভ্রষ্ট বিশ্বামিত্র।"

—"আর আমার তুমি কি ক'রলে ?"

—"আমি তোমার জন্যে দায়ী হবো না। আমি অচিরে অদৃশ্য হ'য়ে যাবো এবং সেই সঙ্গে মুছে দিয়ে যাবো আমার পেছুনের সমুদয় পদচিহ্ন।"

প্রফেসর পালিত উঠে চ'লে গেলেন। জ্যোৎস্নার শক্তি নেই আর মাথা তুলবার। সে স্থির হ'য়ে রইলো।

*　　　　*　　　　*

*　*　　*　*　　*　*

অনেক ভাবা-চিন্তার পর প্রতিমা ব'ললো, "তুমি ভুল ক'রেছো দাদা। আমার ফেরার রাস্তা আমি নিজে হাতেই বন্ধ ক'রেছি। আজ আমায় লোকে দয়া ক'রতে পারে, কিন্তু গ্রহণ ক'রতে পারেনা —সাহায্য ক'র্‌তে পারে, কিন্তু সহ্য ক'রতে পারে না।"

—"কিন্তু এমন লোক কি সত্যিই পৃথিবীতে নেই, যে এই সব ছোট জিনিষের ওপরে উঠতে পারে ?"

"না। পুরুষই হ'ক, আর মেয়েই হ'ক, যেটা নিজের ক'রে মানুষ পেতে চায়, তার ওপর কারুর হাতের আঁচড় থেকে গেছে—এ চিন্তা কেউই বরদাস্ত ক'রতে প্রস্তুত নয়।"

—"কিন্তু কার দোষে কে শাস্তি পাবে, সেটা কি কারো ভেবে দেখতে নেই ?"

—"তা আছে—কিন্তু যেখানে স্বার্থের প্রশ্ন, সেখানে সেই চুলচেরা বিচার মানুষের ভালো লাগে না।"

ভোম্বল চুপ ক'রলো। তার দৃষ্টি যে বিসর্পিত অন্ধকার ভবিষ্যতে নিবদ্ধ, প্রতিমার সঙ্কুচিত বুদ্ধি ততদূর পৌঁছোয় নি নিশ্চয়ই। তাছাড়া প্রতিমা যে প্রবল ধাক্কা খেয়েছে, তারপর তার কাছে কিছু অসবম্ভব বা অস্বাভাবিক ঠেকার কথা নয়। কিন্তু এই নিশ্চয়তাহীন মুহূর্ত্তগত জীবন ত আর নির্ভরযোগ্য নয়! তার উপযুক্ত অর্থ বা সামর্থ্যই বা কোথায় ? সুতরাং প্রতিমাই আজ তার সাম্নে সব চেয়ে বড় সমস্যা! তাকে ফেলে নিঃশব্দে সে হয়ত বেরিয়ে প'ড়তে পারে, প্রতিমাও হয়ত তাতে অনিচ্ছুক হবে না···কিন্তু তাহ'লে ত তাকে মাথায় পা দিয়েই ডোবানো হবে।

ভোম্বল এবার দৃঢ় সঙ্কল্প ক'রে ব'সলো—প্রতিমাকে সে রাজী করাবেই। শশীশেখর নিজে থেকেই যখন এগিয়ে এসেছে তাকে সাহায্য ক'রতে, তখন সে এই অভাবনীয় পরিণতিকে ব্যর্থ হ'তে দেবে না।

সে ব'ললো, "পতু, বিনা পরীক্ষায় যে পাওয়া, তা হ'চ্ছে চোখ বুঁজে ঢিল ফেলা·· যাচাই ক'রে খুঁজে নেয়া ভিন্ন সত্যিকার পাওয়া হয় না। তাই দেহের বা মনের আদান-প্রদান ক'রতে হয়

অনেকের সঙ্গে, কিন্তু বিয়ে হয় এক জনেরই সঙ্গে। তোদের দু’জনেই পোড় খেয়েছিস, এইবারই হবে তোদের সত্যিকার বিয়ে। এই অযাচিত শুভযোগকে তুই পণ্ড করিসনে।”

প্রতিমা কি ব’লতে যাচ্ছিল—কিন্তু তার আগেই কড়াটা জোরে ন’ড়ে উঠলো।

*   *   *

*   *   *   *   *   *

ভোম্বল অনেকক্ষণ চুপ ক’রে থাকার পর ব’ললো, “তুমি আমায় নিশ্চিন্ত ক’রলে শশী। এবার তোমাদের বাড়ী ফিরিয়ে দিয়ে এলেই আমার কাজ হ’য়ে যায়।”

শশী কুণ্ঠিত কণ্ঠে ব’ললো, “বাড়ী? না আর বাড়ী ফেরা হ’তেই পারে না! যে বিয়ের জন্যে বাড়ী ছেড়েছি, সেই বিয়ে ক’রেই আবার বাড়ী ফেরা—তা আর কি ক’রে হয়?”

ভোম্বল একটু হাসলো—সে হাসি উপহাসের নয়, উত্তেজনার নয়, উদ্বেগরহিত ম্লান সে হাসি!

সে ব’ললো, “তাতে কি? একটানা স্রোতে যাদের জীবন চলে, তারা ভাগ্যবান; কিন্তু অনেকেরই তা চলে না। বরং আমি ত মনে করি নানা পরীক্ষার ভেতর দিয়ে ধাক্কা খেতে খেতে এগুলেই মানুষের চলা সার্থক হয়।”

—“তা বটে—কিন্তু যেথান থেকে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায়

একদিন বেরিয়ে প'ড়েছি সমস্ত-স্থির করা ব্যবস্থা ওলট্-পালট্ ক'রে দিয়ে, সেখানে ফিরে গিয়ে আর কি খাপ্ খাওয়ানো যাবে ?"

"—শুধু লজ্জার জন্যে ত ! নইলে তোমার শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রবৃত্তি ত সংসারী হবারই উপযুক্ত—তুমি জোর ক'রে চেয়েছিলে এর বাইরে পালিয়ে আসতে, কিন্তু মাঝপথেই তুমি ধরা প'ড়ে গেলে—কাজেই ফেরা ছাড়া আর তোমার উপায়ই বা কি আছে ?"

ভোম্বল কি ভেবে কথাগুলো ব'লেছিল কে জানে ! কিন্তু শশীর মনে হ'ল ভোম্বল প্রচ্ছন্ন বক্রোক্তির দ্বারা তার কার্য্যপদ্ধতিকে আক্রমণ ক'রছে। নিজের সাময়িক উত্তেজনায় যে কাজ সে ক'রেছে, তার দাহ তার মনে জ্বলছিলই ; এই জ্বালা বড়িয়ে দিয়েছিল—বাড়িয়ে কেন, তাকে খুঁচিয়ে জাগিয়েই তুলেছিল জ্যোৎস্না। ...এর ওপর ভোম্বলের টিপ্পনীগুলো প'ড়তে লাগলো যেন নুনের ছিটের মতো ! কিন্তু সংস্কারের হাতে শিক্ষা তার আজ পরাস্ত হ'য়েছে ব'লেই কি মনে-প্রাণে সে তার আদর্শকেও পরিহার ক'রতে পেরেছে ? সে কি জানে না, এই দারিদ্রপুষ্ট সাংসারে বিবাহ ও অপত্য-পালন—এই মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালীর ব্যাপক শোষণের মুখে আত্ম-সমর্পণ—এ জীবন মৃত্যুরই নামান্তর ? তবু সে কেন এতে রাজী হ'ল ? হ'ল তার কারণ এর প্রতিকারে যে পথ সে বেছে নিয়েছিল, তা মনে হ'য়েছিল তার আরও শোচনীয় ব'লে ! যা ছিল তার তা ত গেছলোই, যা সে পেলো তাও নেই—এই শূন্যতার

মাঝখানে হঠাৎ সে আশ্রয় ক'রলো বিবাহকে, নির্ভর ক'রে দাঁড়াবার মতো শক্ত জমি হিসেবে।

ভোম্বল তার মনের কথাটা বুঝলো। সে ব'ললো, "রাগ ক'রো না শশী। আমি হয়ত গুছিয়ে ব'লতে পারি নি—তবে এটা ঠিক যে তুমি যে-পথে যাচ্ছিলে বিয়েটা সে-পথে ভয়ঙ্কর রকম একটা অসঙ্গতি। বিয়ের পথ দিয়ে তুমি আবার সংসারের পথেই ফিরে যেতে পারো, সে-পথে নয়!"

—"হ্যাঁ বিয়ের আনুষঙ্গিক যে দায়িত্ব তা বইবার একার শক্তি যেখানে কম, সেখানে পাঁচজনে ভাগাভাগি ক'রে বইবার জন্যেই সংসার—অর্থাৎ…কিন্তু আমি একটা কোন রোজগারের উপায় না করা পর্যান্ত আর ফিরতে পারিনে, কারণ যে বাবার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে আমি অনায়াসে দাঁড়াতে পেরেছিলাম একদিন, আজ নিজের তৈরি ফ্যাসাদে, সাহায্যের জন্যে আবার তাঁরই দরজায় হাত-পাতার মতো অভব্যতা আর কি হ'তে পারে?"

ভোম্বল ব'ললো, "আচ্ছা আমি ভাবি। তোমার বাবাই ত বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রেছিলেন—তবে সেটা অবশ্য ছিল তাঁর অভিভাবকের অধিকার।"

প্রতিমা এতক্ষণ একটি কথা কয় নি—নিঃশব্দে মাথায় ঘোমটা টেনে ব'সেছিল কাছেই। এবার সে মুখ তুলে ব'ললে, "ভাববার

আর কি-ই বা আছে দাদা? ওঁর কথা নিয়ে ত প্রশ্ন নয়, আমাকে তাঁরা স্থান দেবেন কেন?”

—“কেন দেবেন না?”

—“তা কি জানো না? আমাকে কি কারুরই স্থান দেয়া উচিত? যিনি দিয়েছেন, আমি ত মনে করি তিনিও ভালো করেন নি—কারণ এমন দিন হয়ত আসবে, যখন তাঁর মনে হবে তিনি ভুলই ক'রেছেন!”

শশীশেখর একবার প্রতিমার দিকে তাকালো। নববিবাহিত দম্পতির লজ্জারুণ চুরি ক'রে তাকানো তাকে বলা চলেনা—স্বপ্নহীন বাস্তবের মাটিতে হাঁটতে অভ্যস্ত অভাগ্যের অনুনয়-করুণ সে দৃষ্টি। এ কি প্রতিমার অনুশোচনা? না, ও তাকে ক'রছে কৌশলে আঘাত? ব্যারাকপুরের বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রতিমা একা কোথায় চ'লেছিল এবং যদি ভোম্বল তাকে ষ্টেশনে না পেতো, তা'হলে শেষ পর্য্যন্ত সে কোন্ পথে যেতো, তাই জানবার জন্যে শশী ক'রেছিল কাল অসম্ভব রকম জিদ্। এর উত্তর প্রতিমা দেয় নি—আর কি-ই বা তার ব'লবার ছিল এতে? কিন্তু এ থেকে তার মনে হ'য়েছে হয়ত, যে শশী তাকে গ্রহণ ক'রেছে বটে—কিন্তু সমস্ত মন দিয়ে সে গ্রহণকে স্বীকার ক'রতে পারে নি।

শশীই উত্তর দিলো—“এক নৌকোয় যখন দু'জনে ভেসেছি,

তখন ঢেউয়ের আক্রমণ দু'জনের ওপর সমানই চ'লবে! ডুবি ত দু'জনেই ডুববো—বাঁচি ত দু'জনেই।"

প্রতিমা আর কিছু ব'ললো না। মাথা হেঁট ক'রে ব'সেই রইলো। কিন্তু তার সমস্ত আত্মবোধ যেন কি একটা অস্বচ্ছন্দতায় তোলপাড় হ'তে লাগলো। এটা না বুঝলো তার দাদা, না বুঝলো তার স্বামী। নিজের নির্লজ্জ স্থূল দেহটা তাদের সাম্নে তুলে ধ'রে থাকতেও তার মাথা কাটা যেতে লাগলো। তার মনে হ'তে লাগলো, সে যেন বিধাতার একটি বিসদৃশ অভিশাপ—নিজেও সে পুড়ছে পুড়বে, অন্যকেও পুড়িয়ে ছাই করাই তার কাজ। তার অদৃষ্ট-চক্রই আবর্ত্তিত হ'চ্ছে এই অগ্নি-লীলাকে আশ্রয় ক'রে—এই অনলে যখন-তখন যে-সে এসে প'ড়বে আর তার পথ থাকবে না পালাবার। ব'সে ব'সে সে শুধু ভাবতেই লাগলো।

* * *

* * * * * *

অপরিসর ছোট্ট বাড়ী। স্যাংলাধরা বারান্দায় ইতিমধ্যেই সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছে—এই আবছা আলোবাতাসহীন রন্ধ্রপথে তিনটি প্রাণী—তিন জনের চিন্তা-ধারা তিন স্বতন্ত্র পথে প্রবাহিত। তিনের ভেতর মধ্য-বিন্দু একটা আছে হয়ত, কিন্তু বহির্মুখী সরল ও বক্র অসংখ্য রেখার আকর্ষণ-বিকর্ষণে সে বিন্দুটুকু যে কোন মুহূর্ত্তেই বিক্ষিপ্ত হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু তফাৎটা যেখানেই

থাকুক, আর যত বড়ই সেটা হ'ক—এই তিনটি প্রাণী কয়েক দিন এক বাড়ীতে একই সঙ্গে কাটিয়ে আসছে—এবং ভোম্বল, প্রতিমা ও শশীশেখর, তিন জনেরই ছিটে-ফোঁটা সোণারূপো যা ছিল, তাই দিয়েই নিজেদের পেট ভরিয়ে আসছে। কিন্তু এখানে এ ভাবে আর যে চ'লতে পারে না, এটা প্রত্যেকেই অন্তরে অন্তরে বুঝছে, শুধু মুখ ফুটে বলার অসৌজন্য কেউ স্বীকার ক'রছে না।

কিছুক্ষণ পরে শশী ব'ললো, "ঠিক এই সমস্যাই আমায় তাড়িয়ে পথে বের ক'রেছিল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাই আবার আমায় ঘরমুখো তাড়া ক'রে নিয়ে চ'লেছে! একেই বোধ হয় বলে অদৃষ্ট!"

—"না, এ হ'চ্ছে পাপ—যা প্রথম বন্য মানুষকে সমাজবদ্ধ ক'রে তার চাল বাড়িয়ে দিয়েছিল, তার চোখে হাজার রকম অভাব ফুটিয়ে তুলেছিল, আর সেই অভাব মেটাবার তাগিদে সভ্যতার লাগাম পরিয়ে দিয়েছিল তার সব রকম স্বাধীন ইচ্ছার মুখে! এ পাপের নাম কি জানো? শিক্ষা।"

তার এই মৌলিক ব্যাখ্যায় শশী একটু ম্লানভাবে হাসলো, প্রতিমাও হাসলো। কিন্তু দু'জনেরই মনে হ'ল, কথাটা কি খুব মিথ্যে? কিন্তু কেউই উচ্চবাচা ক'রলো না কিছু।

ভোম্বল ব'ললো, "আমি আসছি একটু পরে। তোমরা খাওয়া-দাওয়ার জোগাড় করো ততক্ষণ।"

দু' নৌকোয়

ভোম্বল চ'লে যাওয়ার পর প্রতিমা ক্ষীণ কণ্ঠে ব'ললো, "ঘরে চলো, আলো জ্বেলে দিয়েছি।"

শশীশেখর নিঃশব্দে ঘরে এসে ব'সলো। তক্তপোষে ব'সে সে দেয়ালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। প্রতিমা তার কাছে এসে দাঁড়িয়ে, আস্তে আস্তে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে শশীশেখরের কাঁধের ওপর মাথাটি হেঁট ক'রলো।

শশী ব'ললো, "প্রতিমা তুমি কেঁদো না। বিপদ যত বড়ই হ'ক, তাকে অতিক্রম ত মানুষেই করে, এখনই হাল ছাড়াব সময় হয় নি।"

প্রতিমা অশ্রুসজল কণ্ঠেই ব'ললো, "কিন্তু আমি কেন কাঁদছি? আমার পাপ যে সত্যি আজ আমার গলা টিপে ধ'রেছে—আমায় তুমি কেন গ্রহণ ক'রলে?"

—"কি হ'য়েছে প্রতিমা? বলো, বলো, সমস্ত স্পষ্ট ক'রে। তোমার সঙ্গেই বাবা আমার বিয়ের সম্বন্ধ ক'রেছিলেন, দেনা-পাওনা, কথাবার্ত্তা, সমস্তই পাকাপাকি হবার পর আমি ঘর ছাড়ি মতের দায়ে, তুমি ছাড়ো প্রেমের দায়ে—আধ-পথে আমার মত গেলো চুরমার হ'য়ে, তোমার প্রেমও গেলো...সেই ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে দু'জনে হঠাৎ দেখা। অতীতের খোঁচ্ দু'জনের গায়ে ও মনে ত থাকবেই; কিন্তু ভবিষ্যৎ ত আছে; তার ওপর নির্ভর ক'রে কি আমরা বাঁচতে সাহস ক'রবো না?"

প্রতিমা চুপ ক'রেই রইলো। শশীশেখরের কথাগুলোর ভেতর কোন ক্ষমা বা করুণা, কোন দুর্ব্বল আপোষ বা ভীরু আবেশ নেই—এ ইতিকর্ত্তব্যে নিশ্চিত প্রৌঢ়তার কথা। একথার ওপর আশ্রয় ক'রতে কারোর ভয় হয় না। তবু প্রতিমার যেন বাধো-বাধো ঠেকে। সে শশীশেখরের দেহ-সংলগ্ন থেকেও যেন তা হ'তে সহস্র যোজন দূরে!

শশী হঠাৎ তার কোমরটা জড়িয়ে ধ'রে তাকে বুকের ওপর টেনে নিলো এবং উন্মাদের মতো তাকে চুমোয় চুমোয় কণ্টকিত ক'রে তুললো! প্রতিমা বাধা দিলো না, আপত্তি ক'রলো না··· নিঃশব্দে মুদিত চক্ষে সে শশীশেখরের আলিঙ্গনের মধ্যে আত্মসমর্পণ ক'রে কাঁপতে লাগলো।

শশী ব'ললো, "প্রতিমা, পৃথিবীকে আমরা স্বর্গ ক'রতে চাইনে—এই দুঃখ, এই কষ্ট, এই গ্লানি·· একেই আমরা উপভোগ্য ক'রে তুলবো।"

প্রতিমা স্তিমিত স্বরে ব'ললো, "তা হ'লে অতীতের যে অবাঞ্ছিত ঋণ আমার সঙ্গে রয়েছে, তাকেও তুমি স্বীকার ক'রে নিতে পারবে?"

শশীশেখরের মুখের ওপর যেন একটা আগুনের হল্কা ঠিক্‌রে এসে প'ড়লো! তার সমস্ত গামাথা হাত-পা কাঁপতে লাগলো! হৃৎপিণ্ডে দুম্‌দাম্ ক'রে হাতুড়ির ঘা প'ড়তে লাগলো। অ্যাঁ?

তাহ'লে তার অনুমান সত্যি? তাই প্রতিমা বিবাহে অসম্মত হ'য়েছিল? বিবাহ হওয়ার পরও তাই সে শশীকে এড়িয়ে চ'লতে চেয়েছিল? হৃদয়ের কপাট খুলে দেখায় নি তার প্রেমের প্রস্ফুট কোরকটি! না, না, এ সে সহ্য ক'রতে পারবে না—এ সংস্কার তা ঠিক, এর পেছুনে নিতান্ত স্থূল জান্তব কারণ ছাড়া আর কিছু নেই, তাও ঠিক···তবু!

তাকে নিরুত্তর দেখে প্রতিমা তার পা দু'টি জড়িয়ে ধ'রে ব'ললে, "বলো, বলো, আমায় গ্রহণ ক'রলে; আমার সমস্ত গ্লানি সমস্ত ভুলকে নিজের ব'লে স্বীকার ক'রে নিলে?"

শশী উদাসভাবে ব'ললো, "যোগ্যতার চেয়ে প্রত্যাশার পরিমাণ যেখানে বেশী, সেখানে অপারগ হ'লে উপায় কি? তবে··· !"

—"কি তবে?"

—"কিছুই না। ভেবে দেখি আগে।"

প্রতিমা আর কিছু ব'ললো না। শশীশেখরের মনের ভেতরটা সে যেন দর্পণের মতো স্পষ্ট দেখতে পেলো। দেখতে পেলো অহেতুক করুণা বা আকস্মিক বাহাদুরী বা এম্নি কোন অগভীর কারণ বশেই সে এই বিবাহে সম্মত হ'য়েছিল—সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক বিশ্লেষণ ক'রে, নিজের সংস্কার ও শিক্ষার সঙ্গে যাচাই ক'রে, সে এ কাজ করে নি। কাজেই দাম্পত্য অধিকারের সঙ্গে

বিনা দ্বিধায় ক্ষেত্রজের পিতৃত্বকেও মাথা পেতে নিতে তার আটকাচ্ছে—শুধু আটকাচ্ছে নয়, তা সে পারবেও না কস্মিন্‌কালে। সুতরাং বিপদ-মুক্তির আশায় যে ব্যবস্থাকে সে আশ্রয় ক'রেছিল, তা তার বিপদকে বাড়িয়েই দিয়েছে অনেক গুণে। এজন্যে তাকে দোষ দিতেও প্রতিমার লজ্জা হয়!

শশীশেখর ডাকলো, "প্রতিমা!"

—"কি ব'লছো?"

—"ব'লছি কান্তিকে তুমি কি এখনো মনে রাখতে চাও? তাই যদি হয়, তা হ'লে আমার কাছে তুমি আর কি আশা ক'রতে পারো?"

—"কিছুই না। আশা ক'রবার রাস্তা যে নিজে হাতেই বন্ধ ক'রেছে, দায়ী সে অন্যকে ক'রবে কেন? কিন্তু কা'কে আমি মনে রাখতে চাই, তার উত্তর কি আমায় দিতেই হবে? আমি জানি পুরুষ মানুষের অনুগ্রহ বা ইচ্ছে একটুতেই হয়—সেটুকু এক মিনিট পরেই বাসি হ'য়ে যেতে পারে—গেলে তখন তাকে দোষ দেয়াও নিষ্ফল! আর একদিন সন্ধ্যাবেলা, আর একজনও এম্নি ভাবে নিতে এসেই পায়ে ঠেলে গেছ্‌লো। তাকেও আমি দায়ী করি নি।"

কথাগুলো তার অসংলগ্ন ও আহত। শশীশেখর অনেকক্ষণ মূঢ়ের মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলো—তারপর ব'ললো "না

প্রতিমা, ভুল বুঝো না—ঝোঁকের মাথায় যে ঘর ছেড়েছিল, ঝোঁকের মাথায় সে বিয়েও ক'রে ফেলেছে মনে হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু তা নয়—কেন জানি না, আমার মনে হ'য়েছিল বিয়ের কথাবার্ত্তার একেবারে গোড়া থেকেই আমার যে অনিচ্ছাটা ছিল, তা মনে মনে তুমি টের পেয়েছিলে এবং তাই প্রতিশোধ নেবার জন্য তুমি অকূলে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিলে। জানি এ আমার নিছক কল্পনা, হয়ত অবচেতন মনের অপরাধশীলতার প্রতিক্রিয়া! তবু এ চিন্তা আমায় পীড়া দিয়েছিল—তারপর আশাতীত যোগাযোগ ঘ'টে গেলো পালিত সাহেবের বাড়ীতে। কাজেই তার ক্ষতিপূরণের জন্যে ভবিতব্যের ইঙ্গিতকে আমি এড়াতে পারি নি।"

—"কিন্তু এখন ত অনায়াসেই পারো। আমি তার জন্যে অনুযোগও ক'রবো না—কোন দাবী নিয়ে তোমার পথও আটকাবো না!"

—"একেবারে না? আমি সে জন্যে মাথা কুটে ম'লেও না?"

একি উপহাস? প্রতিমার ইচ্ছা ক'রতে লাগলো সে চীৎকার ক'রে কাঁদে। পৃথিবীতে বহু বিসদৃশ ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে সন্দেহ নেই—কিন্তু এমন বিসদৃশ দাম্পত্যজীবন কি কারো কখনো হ'য়েছে? দু'জনে দু'জনকে বুঝতে চায়, বোঝাতে চায়—কিন্তু দুস্তর বাধা—নীহারিকার মতো নিরবয়ব; অথচ যাতে আছে দুঃসহ

বেগ, আর দুরন্ত দাহ! এর চেয়ে যে কোন চরম শোচনীয় অবস্থা, যে কোন গ্লানিময় অধঃপতনেরও একটা মর্য্যাদা আছে হয়ত!

প্রতিমা ব্যথিতস্বরে ব'ললো, "ম'রতে আমায় হবেই—সেজন্যে তোমার কোন দোষ নেই—কারুরই কোন দোষ নেই। কিন্তু তোমার পথ আগ্‌লে আমি দাঁড়াবো না—তত বড় পাপ আর আমি ক'রতে চাইনে।"

—"পাপ? পাপ কি প্রতিমা?"

—"হ্যাঁ পাপই!"

—"না প্রতিমা পাপ নয়। পাপ-পুণ্য হ'চ্ছে নিজের সুবিধা মতো গড়ে নেয়া হিসেব। আর এজন্যে যদি তুমি পাপ করে থাকো ত সে পাপের দায়িত্ব নোব আমি!"

—"তুমি? একটু আগেই ত এ-সম্বন্ধে পাকা কথা ব'লে দিয়েছো।"

—"না না প্রতিমা—আমার মধ্যে নূতনে-পুরাতনে, শিক্ষায়-সংস্কারে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় একটা তুমুল এলোমেলো ঝড়ের সৃষ্টি হ'য়েছে। কোন্ দিকে কখন আমি যাচ্ছি, আমি নিজেই বুঝছিনে—কিন্তু না, এবার আমি স্থির হ'য়েছি, আমি নিলাম তোমাকে তোমার অতীতের সমস্ত কিছুকে স্বীকার ক'রেই।"

—"নিলে?"

—"হ্যাঁ।"

প্রতিমা নিঃশব্দে হেঁট হ'য়ে শশীশেখরের পায়ে প্রণাম ক'রলো—তারপর অসঙ্কুচিত দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধ'রে ব'ললো, "তাহ'লে আমি তোমার? সব নিয়েই তোমার?"

শশীশেখর প্রতিমার আলিঙ্গনে শান্ত শিশুর মতো স্থির হ'য়ে রইলো। তার এলোচুলের অবিন্যস্ত গোছার মাঝখানে মুখ রেখে সে ব'ললো, "বাঁচলাম—প্রতিমা—এবার আমি বাঁচলাম!"

*   *   *

*   *   *   *   *   *

রাত্রি প্রায় দশটায় ভোম্বল এসে ডাকাডাকি ক'রে দোর খোলালো।

প্রতিমা তাকে খেতে দিল—ভোম্বল কিছু স্পর্শ ক'রলো না। তার মুখ-চোখ গম্ভীর—একটা ঝড় বইছে তার ভেতর, বাইরে থেকেই তা টের পাওয়া যায়। এই ভাবপ্রবণতাহীন লোকটির মধ্যে সবার অলক্ষ্যে কোথায় একটা দুষ্ট ক্ষত দেখা দিয়েছে—যা তাকে কিছু দিন থেকে প্রতিনিয়ত ক'রছে দংশন! কে জানে কি সেই ব্যাপার?

ভোম্বল ব'ললো, 'শশী ঘুমিয়েছে নাকি?"

—"না, তিনি পালিত সাহেবের ওখানে গেছেন!"

ভোম্বল চমকে উঠলো! এত বেশী বিচলিত হ'ল সে যে প্রতিমা তা দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠলো—"দাদা, দাদা, কি ব্যাপার?"

দু' নৌকোয়

ভোম্বল উঠে দাঁড়ালো, তারপর দৌড়ে বেরিয়ে যাবার উপক্রম ক'রতেই প্রতিমা হাত চেপে ধ'রলো।

—"দাদা, আমার ভীষণ ভয় ক'রছে। আমায় ফেলে যেও না—আগে বলো কি হ'য়েছে।"

—"ছেড়ে দে পতু, দশ মিনিট দেরী ক'রলেই বিপদ—হয়ত শশীকে আর আমরা পাবো না।"

—"কেন, কেন ?"

—"তার উত্তর পরে দোবো যদি সময় পাই। আর যদি না পাই ত আর বলা হ'ল না। তবে সমস্ত ব্যবস্থা আমি ক'রে এসেছি—কাল অক্ষয়বাবু আসবেন, আর আসবেন বাবা—তাঁরা তোদের নিয়ে যাবেন। কিন্তু শশীকে যদি তাঁদের হাতে আমি ফিরিয়ে দিতে না পারি, তাহ'লে আমার এত চেষ্টা, এত কষ্ট, সব যে বৃথা হবে পতু !"

—"দাদা আমার যে হাত-পা কাঁপছে ! তাঁর বিপদ আমার যত বড় সর্ব্বনাশ, তোমার বিপদও যে তত বড়ই। আমি তাঁকে ফিরিয়ে পেতে তোমায় ছেড়ে দিই কি ক'রে ?"

এবার ভোম্বল কেঁদে ফেললো, "ছোট বোন তুই, তোর পায়ে প'ড়ছি পতু, ছেড়ে দে তুই আমাকে। আমি অপদার্থ, আমার জীবন ষোলআনা অকেজো—আমার জীবনকে তুফানে ডুবিয়ে তোরা কিনারায় ওঠ্—কিন্তু আর সময় নেই পতু—কাঁদিস্‌নে তুই—শশীকে এখুনি আমি ফিরিয়ে পাঠাবো !"

দু' নৌকোয়

আর কোন কথা কইবার অবকাশ না দিয়েই ভোম্বল দৌড়ে বেরিয়ে গেলো। কোন রকমে দরজাটা বন্ধ ক'রে, প্রতিমা সেই অপরিচ্ছন্ন উঠোনে নিষ্প্রাণ দেহে স্থির হ'য়ে রইলো। প্রাণ নেই, নিশ্বাসও বুঝি নেই—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বুঝি শেষ হ'য়ে গেছে, বুঝি মস্তিষ্কের বোধ-শক্তি লুপ্ত হ'য়েছে, শিরায় রক্তপ্রবাহ হ'য়ে গেছে নিশ্চল। অতীত-বর্ত্তমান সমস্ত একমুহূর্ত্তে ছায়াচিত্রের মতো বোঁ বোঁ ক'রে তার চোখের সামনে দিয়ে দৌড়ে চ'লে গেলো। মৃত্যু? এই কি মৃত্যু? পায়ের নখ থেকে সুরু ক'রে একটা অসাড় শীতলতা ক্রমশঃ ওপর দিকে ঠেলে উঠতে লাগলো—ক্রমে পেট, তারপর বুক, তারপর মাথা···সব আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো তার।

কতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে, কেউ জানে না। হঠাৎ উঠোনের উপর দিয়ে একটা ছুঁচো দৌড়ে গেলো। তার বিশ্রী কিঁচ্ কিঁচ্ শব্দে চম্‌কে উঠেই প্রতিমা দেখে সে এলো চুলে, লুণ্ঠিত আঁচলে, মাঝ উঠোনে নিশিরাত্রে দাঁড়িয়ে র'য়েছে—তার গা-হাত-পা ছম্ ছম্ ক'রে উঠলো! একবার মনে হ'ল তার দাদা, তার স্বামী—বুঝি একবার মা-বাবার কথাও মনে হ'ল। তারপর মুমূর্ষু জন্তুর মতো বিকট একটা আর্ত্তনাদ ক'রে সে দৌড়ে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ ক'রে দিলো!

অন্ধকার ঘরের মধ্যে তার ভয়-ভিহ্বল মস্তিষ্কের কোটর থেকে লক্ষ লক্ষ বিকট বিভীষিকা ফাঁকায় বেরিয়ে এলো—বেরিয়ে এলো

সহস্র আতঙ্কের উৎকট ভৌতিক সত্তা। সর্ব্বাঙ্গ ব্যেপে সহস্র সরীসৃপ যেন দাপাদাপি ক'রতে লাগলো—ঠাণ্ডা বরফের মতো তাদের স্পর্শ! অবরুদ্ধ কণ্ঠ, অবলুপ্ত দৃষ্টি! বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা দুর্নিবার ঝড়ে চুরমার হ'য়ে যেন কোন্ মহাসমুদ্রের অতলে ডুবে গেছে। সেই আলোহীন নীরন্ধ্র জল-জঠরে জীবনোদ্বেগ-তাড়িত অসহায় নারীর সে কি মর্ম্মান্তিত যন্ত্রণা! প্রতিমা ব'লে কোন দিন কেউ পৃথিবীতে ছিল সে কথা তার মনেই হয় না।

*　　　　*　　　　*

*　*　　*　*　　*　*

সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় শশীশেখর দেখলো পালিত সাহেবের বাড়ীর চেহারা যেন আমূল বদ্‌লে গেছে। মাত্র সাত দিনের ছাড়া-ছাড়ি—এরই মধ্যে কি যেন একটা ওলট্‌পালট্‌ হ'য়ে গেছে কোথায়! সিঁড়ির পাশের ঘরটা খালি—এই ঘরে পালিত সাহেব দিন-রাত্রি তাঁর বই-পুঁথি নিয়ে প'ড়ে থাকতেন। পাশের ঘরটা ছিল ড্রইং-রুম—সেটাও খালি—আস্‌বাবপত্র কিছুই কোথাও নেই—শুধু পুরণো টেবিলখানা প'ড়ে র'য়েছে এক কোণে।

শশীর কেমন একটা চমক লাগতে লাগলো। জ্যোৎস্না আছে ত, না সে-ও নেই? জ্যোৎস্নার সঙ্গে দেখা ক'রবার আকুলতাতেই যে শশীর এতদূর দৌড়ে আসা! কিন্তু পালিত সাহেবই বা গেলেন কোথায়?

দু' নৌকোয়

হঠাৎ পিছন দিক থেকে একখানা হাত এসে ঠেকলো তার পিঠে। চমকে তাকাতেই শশী দেখে জ্যোৎস্না—বিষন্ন বেদনার ছাপ সে মুখে; নেই সে প্রজ্ঞাশীলতার এনামেল-করা উগ্রতা, সেই অভ্রভেদী অহঙ্কারদৃপ্ত সপৌরুষ আভিজাত্য!

—"একি জ্যোৎস্না দেবী? আপনার এমন চেহারা কেন? পালিত সাহেব কোথায়? বাড়ী এমন জনমানবশূন্য কেন? এই শ্মশান আগলে আপনিই বা একলা এখানে কেন?"

রাশি রাশি প্রশ্ন তার বাক্‌যন্ত্রকে বিদীর্ণ ক'রে যেন একসঙ্গে উদ্গত হবার চেষ্টা ক'রতে লাগলো।

জ্যোৎস্না শশীর একটা হাত চেপে ধ'রে ব'ললো, "সমস্ত ব'লছি, আগে আমায় নিয়ে চলো এই বাড়ী থেকে—যেখানে ইচ্ছে, যত দূরে ইচ্ছে, নিয়ে চলো আমায়—তারপর ব'লবো সমস্ত।"

নিয়ে চলো? শশী স্তম্ভিত হ'ল! কোথায় নিয়ে যাবে সে তাকে, আর কেনই বা নিয়ে যাবে?

জ্যোৎস্না হঠাৎ মাথা হেঁট ক'রে শশীর পায়ে প্রণাম ক'রলো। তারপর ব'ললো, "জানতাম আমি—তুমি আসবে আবার, একদিনও অন্তত আসবে। আমাকে এই মহাশূন্যে ফেলে রেখে তুমি চ'লে যাবে না—তাই এ ক'দিন আমি সাহসে ভর ক'রে এই কবরখানায় একলা জেগে আছি—এই ক'দিন—আমি নাই নি, খাই নি, কথা

কই নি, এক জায়গা থেকে উঠি নি—কিন্তু আর এক মিনিটও না—আমায় এক্ষুণি নিয়ে চলো এখান থেকে।"

শশী কেমন যেন হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলো। জ্যোৎস্না তাকে ক'রছে প্রণাম, তাকে ব'লছে নিয়ে যেতে—ব'লছে তার অনুপস্থিতির এই ক'দিন একলা সে অস্নাত, অভুক্ত, একবেণীধৃতা বিরহিণীর অবস্থায় তারই জন্যে ক'রেছে সাগ্রহ প্রতীক্ষা! কি এই আকুতির অন্তর্নিহিত ইতিহাস? মোটের ওপর কোথাও একটা বিষম বিপর্যায় কিছু হ'য়েছে নিশ্চয়!

সে ব'ললো, "কিন্তু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না জ্যোৎস্না—তুমি যেতে চাও আমার সঙ্গে? কোথায় যাবে তুমি? কেন তুমি আমার জন্যে ক'রেছো এই প্রতীক্ষা?"

—"উত্তর দেবার সময় নেই, আমায় নিয়ে চলো তুমি—তোমার পায়ে পড়ি—আমায় দয়া করো"—ব'লতে ব'লতে জ্যোৎস্না দু'হাতে শশীকে জড়িয়ে ধ'রে ব'লে উঠলো, "ভয়, ভয়, বড্ড ভয় ·· আর আমার সহ্য হবে না, আমি এক্ষুণি মারা যাবো তাহ'লে।"

শশী উদ্‌ভ্রান্তের মতো তার হাতখানা চেপে ধ'রে ব'ললো, "বেশ চলো—কিন্তু—"

—"না আর কোন কিন্তু নেই।"

দু'জনে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পায়ে নামতে লাগ্‌লো। রাস্তায় নেমে বাইরে থেকে সদর দরজাটি সন্তর্পণে তালাবন্ধ

ক'রে দু'জনে যতটা জোরে পারলো এগিয়ে গেলো। তারপর একটা পার্কের কাছে এসে জ্যোৎস্না ব'ললে, "চলো একটা বেঞ্চিতে বসি।"

অভিভূতের মতো শশী তার অনুসরণ ক'রে পার্কে এসে ঢুকলো। পার্ক প্রায় নির্জ্জন—ইতস্তত দু'-একটা লোক ব'সে আছে, নয়ত চলাফেরা ক'রছে। রাত্রি প্রায় ন'টা হবে···একটু শীত-শীত বোধ হ'চ্ছে। শশী চাদরটা বেশ ক'রে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ব'সলো।

ধরা-গলায় সে ব'ললো, "ব্যাপার কি জ্যোৎস্না ?"

—"ব্যাপার সংক্ষেপে এই যে পালিত সাহেব আত্মহত্যা ক'রেছেন—তাঁর আদর্শের বেড়াজাল তাঁকে এমন আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধেছিল, যে তা থেকে অব্যাহতি পেতে মৃত্যু ছাড়া আর তাঁর দ্বিতীয় রাস্তাই ছিল না কিছু! তিনি সমাজ, ধর্ম্ম, ঈশ্বর, সমস্তই ছেড়েছিলেন; ছেড়েছিলেন ধন, যশ, লৌকিকতা—শুধু বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাকে আশ্রয় ক'রেই তিনি ছিলেন বেঁচে এবং আমাকে ক'রেছিলেন সেই প্রজ্ঞার জীবন্ত বাহন। সেই আমা হ'তেই হ'ল তাঁর আদর্শ-ভঙ্গ—তখন তিনি প্রত্যক্ষ সংসারে পেলেন না দাঁড়াবার মতো কোন আশ্রয়—আদর্শও গেলো শূন্যে মিলিয়ে—তখন তিনি আমায় ব'লে-ক'য়েই রওনা দিলেন কানপুরে এবং সেখান থেকে চিঠি লিখলেন মৃত্যুর ঠিক একমুহূর্ত্ত পূর্ব্বে— !"

জ্যোৎস্না চুপ ক'রলো। তার কণ্ঠস্বরে নেই কোন আবেগ, কোন মমতা-করুণ কাতরতার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত—যেন তার হিসেবে এ খুবই প্রত্যাশিত এবং স্বাভাবিক ব্যাপার ঘ'টে গেছে! শশীর বিস্ময় বোধ হ'ল, সে কোন নারীর কাছে ব'সে আছে ব'লে!

সে ব'ললে, "এরপর তুমি কি ক'রবে?"

—"যা তুমি করাবে!"

—"তার মানে? আমি, আমি, তোমার কে?"

জ্যোৎস্না একবার চম্‌কে উঠলো, তারপর উত্তেজনায় আবেগে ভেঙে প'ড়ে ব'ললো, "তুমি, তুমি, আমার গুরু, আমার স্বামী, আমার দেবতা··আমায় কাগজের জগৎ থেকে প্রথম মাটিতে নামিয়ে এনেছিলে তুমি; তুমিই জাগিয়ে তুলেছিলে আমার মধ্যে নারীত্বের সুকুমার মহিমা; বুঝিয়েছিলে আদর্শের চেয়ে জীবন বড়, মতের চেয়ে মতি বড়···!"

শশী স্তম্ভিতবিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে রইলো। একি অসঙ্গত অসম্ভাব্য সংঘটন!

সে ব'ললো, "কিন্তু—কিন্তু—আমি ত তোমায় কোন দিন আমার মতে আনতে চাইনি জ্যোৎস্না—আমি নিজেই ফাঁকা আদর্শের তাড়নায় এসে প'ড়েছিলাম তোমাদের আশ্রয়ে—নিজের পথ পেতেই আবার স'রে গেছি। আমায় তুমি এই অযাচিত সম্মান কেন দিচ্ছো?"

জ্যোৎস্না ব্যাকুল কণ্ঠে ব'ললো, "তুমি যে উঁচু জায়গা থেকে মিশেছিলে আমার সঙ্গে, তার প্রভাব তোমার অজ্ঞাতসারেই ক'রেছে আমায় দীক্ষিত—তুমি তা জানতেও পারোনি। তোমায় আমি তখনি ভালোবেসেছি, জীবনে সেই আমার প্রথম ভালোবাসা!"

—"কিন্তু আমি ত এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না জ্যোৎস্না, তা ছাড়া ভালোবাসা, প্রেম, বিয়ে প্রভৃতিতে তোমার শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসই বা কি ছিল বা আছে, যার জন্যে আমি প্রস্তুত হবো?"

এবার জ্যোৎস্না ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো! অফুরন্ত, দুর্নিবার, অসহায়, সেই কান্না শশীর পাঁজরায় গিয়ে বিঁধতে লাগলো—তবু সে স্থির হ'য়ে রইলো।

অনেকক্ষণ পরে জ্যোৎস্না ব'ললো, "বুঝেছি আমায় তুমি ক্ষমা ক'রতে পারো নি। কিন্তু সত্যিই কি আমি ক্ষমার অযোগ্য হ'য়েছি? হ্যাঁ, অন্যায় আমি ক'রেছি—মানুষের সভ্যতা যে লক্ষ লক্ষ বৎসরের আদিমতা পেছুনে ফেলে শৃঙ্খলা, সংস্কার ও সভ্যতার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে আমি স্বীকার করিনি—ব'লেছি এ মিথ্যে, এ কল্পিত—মানুষ পশু—কিন্তু আজ একান্ত অসময়ে আমি বুঝেছি আমি পশু নই, আমি মানুষ—মেয়েমানুষ—আমি চাই ভালোবাসা, চাই আশ্রয়—দেবে না তুমি? ক'রবে না আমায় ক্ষমা?"

—"দেখো জ্যোৎস্না আমি বিয়ে ক'রেছি—ভোম্বলের বোন প্রতিমাকে।"

—"তাতে ক্ষতি কি? তারই মতো অসহায়, তারই মতো হৃতসর্ব্বস্ব আর একটি মেয়েকেও ত তুমি পায়ে স্থান দিতে পারো অনায়াসে।"

—"তা কি ক'রে পারি? কান্তির চেয়ে কি আমি বেশী ভালো পাত্র? তুমি ভুল ক'রছো জ্যোৎস্না!"

এবার জ্যোৎস্না সোজা হ'য়ে ব'সলো, তারপর ব'ললো "এ কুৎসিত আক্রমণ আর যেই করুক তোমার এ সাজে না! কান্তির রূঢ় আঘাতে প্রতিমার যেমন গৃহগতপ্রাণ অতিনমনীয় বাঙালীত্ব ঘুচে গিয়ে তার মধ্যে জেগেছে একটি পরিচ্ছন্ন প্রত্যক্ষ নারীত্ব—তেম্নি ভাবেই জ্যোৎস্নারও প্রজ্ঞাতান্ত্রিক শিক্ষার কুয়াশা কেটে গিয়ে জেগে উঠেছে তার ভেতরকার ঘুমন্ত নারীত্ব। আজ তার সঙ্গে আমার তফাৎ কোথায়? এক চুলও না! প্রফেসর পালিত তাঁর জীবনের সঙ্গে মতবাদও নিয়ে চ'লে গেছে—মতের বাইরে পথে পরিত্যক্ত অভাগিনী এই মেয়েদের সম্ভ্রম রেখে তাদের গ্রহণ করার শক্তি বা পৌরুষ কার আছে, ক'জনের আছে?"

শশী ব'ললো, "সবই বুঝি জ্যোৎস্না। নিজের অন্তরের বেগে যে পরিবর্ত্তন ঘটে, বাইরেটা তার কাছে উপলক্ষ্য মাত্র;

—তবু তাকেই লোকে ষোল আনা দাম দেয়। কিন্তু দুটি স্ত্রী প্রতিপালনের সামর্থ্যই বা আমার কোথায় ?"

—"প্রফেসর পালিতের সমস্ত সম্পত্তিতেও কি এই তিনটি প্রাণীর সঙ্কুলান হবে না ?"

—"না—পৌরুষ স্বকীয় অর্জ্জনে—কুড়িয়ে পাওয়ায় নয় জ্যোৎস্না !"

—"বেশ তুমি চাকরি করো, আমিও করি—তাহ'লে ?"

শশী অনেক্ষণ কথা কইলো না। নানা স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক জল্পনা তার মস্তিষ্কের কেন্দ্রে কেন্দ্রে গুঞ্জন ক'রে উঠলো—এক দিকে হৃদয়—আর একদিকে মস্তিষ্ক—দু'জনকে নিয়ে একটি সর্ব্বাঙ্গীন নারীত্ব—প্রত্যক্ষ সংসারে যা দু'নৌকায় পা—মানুষের হৃদয়ের দিক থেকে তাই অপরিমিত কামনার বস্তু !

* * *

* * * * * *

বেলা আন্দাজ আটটার সময় পেণ্ট-কোট প'রে ভোম্বল এসে উপস্থিত। তার আকৃতি-প্রকৃতির ভেতর একটা দুরপনেয় বার্দ্ধক্যের ছাপ ফুটে উঠেছে। একরাত্রি আগে যারা তাকে দেখেছে, তারা তাকে একদৃষ্টিতে চিনতেই পারবে কিনা সন্দেহ !

ভোম্বল ঢুকেই তীক্ষ্ণ আকুল কণ্ঠে ডাকলো, "পতু, পতু !"

দু' নৌকোয়

প্রতিমা দৌড়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো! সন্থ স্নান ক'রে উঠেছে সে, এলোচুল পিঠে গোছা ক'রে লতানো, পরণে মেঘডম্বুরী শাড়ী—সিঁথেয় সিঁদূরের ফোঁটা জ্বল্ জ্বল্ ক'রছে, ভোরের শুকতারাটির মতো। ভোম্বল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো—প্রতিমার চেহারায় যেন একটি সুকুমার লক্ষ্মীর শ্রী ফুটে উঠেছে। মনে মনে সে আশীর্ব্বাদ ক'রলো।

প্রতিমা ব'ললো, "কি ভাবনাতেই যে রাতটা কাটিয়েছি দাদা, তা আর তোমায় কি ব'লবো? কোথায় গিয়েছিলে অমন ক'রে? কি ব্যাপার সব আগে বলো।"

ভোম্বল নিরুদ্বেগ শান্ত স্বরে ব'ললো, "ব্যস্ত হ'সনে, ব'লছি—শশী কৈ? সে এসেছে ত?"

—"হ্যাঁ, তিনি ভোরের দিকেই এসেছেন—বাজারে গেছেন!"

ব'লতে ব'লতেই খয়েরী একটি শাড়ী প'রে জ্যোৎস্না এসে হাজির হ'ল সেখানে। ভিজে চুল নিঙড়োতে নিঙড়োতে বারান্দায় এসেই সে ভোম্বলকে দেখে একটু লজ্জিত হ'য়ে প'ড়লো। তারপর সাম্‌লে নিয়ে তাকে ছোট্ট একটি নমস্কার ক'রলো।

ভোম্বল একটু ইতস্তত ক'রে ব'ললে, "এ কি জ্যোৎস্না দেবী যে!"

—"জ্যোৎস্না দেবী নয়, জ্যোৎস্না—আপনার একটি বোনের সংখ্যা আজ থেকে বাড়িয়ে দিলাম, দাদা।"

ভোম্বল একটু ম্লান হাসি হেসে ব'ললো, "আইবুড়ো বোনের সংখ্যা বাড়া ত সৌভাগ্যের লক্ষণ নয়!"

জ্যোৎস্না হেসেই তার উত্তর দিল—"বোনটি আগেই তার ব্যবস্থা ক'রে এসেছে—নইলে এ বাড়ীতে তার ঢোকার অধিকার হয় কি ক'রে?"

ভোম্বল বুঝলে—তারপর মিষ্টি ক'রে ব'ললে, "ভালোই ত—যে-শশী বিয়ের নামেই পালিয়েছিল, তার একেবারে ছু' ছুটো বিয়ে—তা বেশ! কিন্তু এ-বিয়েটি শশীর চেয়ে ওজন ভারী হ'ল না ত?"

—"কেন? ওঃ বুঝেছি—তা ভয় নেই দাদা, পুঁথি পড়াটা মেয়েমানুষের শরীরের ওপর ঢিলে হ'য়েই থাকে চিরদিন—ওটা যতই আলগা ঠেকে, ততই জোর ক'রে মেয়েরা সেটাকে দেহের অঙ্গ ব'লে চালাতে চায়। কিন্তু এত দুর্গতিতেও কি চিনতে পারি নি নিজের পথ কোনটা? এবার আমি আপন ছন্দটা ধ'রেছি—আর আমার তাল কাটবে না। যদি কোথাও কাটে ত প্রতিমা তা ধরিয়ে দেবে!"

ভোম্বল ব'ললে, "বেশ, বেশ!"

প্রতিমা এতক্ষণ নীরব হাস্যে উভয়ের ভাবালাপ উপভোগ ক'রছিল। দাদা ফিরে আসাতে তার মন নিশ্চিন্ত হ'য়েছিল সন্দেহ নেই—কিন্তু দাদার গত রাত্রের আকস্মিক আচরণ তার

কৌতূহলকে ক'রে তুলেছিল দুর্নিবার! সে ব'ললো, "তুমি শুধু নতুন বোনটির দিকেই তাকাচ্ছো—আমার অবস্থাটা ত মনেই ক'রছো না!"

—"না রে না—ও নতুন, ওর মনে হ'তে পারে, দাদা পক্ষপাতিত্ব ক'রছে! কিন্তু কি বলে—হ্যাঁ—কালকের কথা—সেইটুকু বলা-ই আমার বাকী, আর সবই ত করা হ'য়ে গেছে। প্রতিমা, জ্যোৎস্না—তোমাদের অপমান আমি কোনদিন ভুলিনি—তোমাদের মেয়েমানুষের মন, তোমরা নিজেরা বুকে বজ্রাঘাত সয়েও ক্ষমা ক'রেছো—তার শোধ নিয়েছি আমি—কাল রাত্রে। চিরদিনের মতো শোধ নিয়েছি!"

দু'জনেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, "অ্যাঁ?"

—"হ্যাঁ—কাল রাত্রি ন'টার সময় কান্তি জ্যোৎস্নাকে খুন ক'রবার মতলব ক'রেছিল—আমি সেজে ছিলাম তার পরামর্শদাতা, তারই ভবলীলা শেষ করার জন্যে। কিন্তু ন'টার আগেই জ্যোৎস্না আর শশী বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে আসে—সেই বাড়ীর দোরে, গলির ভেতর, গ্যাসের নীচে, আমি এ জীবনের একমাত্র শত্রুকে নিজে হাতে শেষ ক'রেছি!"

জ্যোৎস্না ও প্রতিমা পরস্পরের মুখের দিকে নির্ব্বাক বেদনায় তাকিয়ে রইলো। তাদের না ফুটলো কথা, না হ'ল নড়বার শক্তি। ভয়ে, বিস্ময়ে, বেদনায় ম্রিয়মান এই দু'টি মেয়ের সেই মূর্ত্তি সমস্ত মহাকাব্যের বিষয়কেও ছাপিয়ে যায়!

ভোম্বল ব'ললো, "তোমরা হয়ত দুঃখিত হ'চ্ছো—হয়ত ভাবছো আমি নৃশংস—কিন্তু না—এ ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। সে বেঁচে থাকতে, তোমাদের দাম্পত্য-জীবনের মাঝখান থেকে কোন দিনই গ্লানির কাঁটাটা দূর হ'ত না—তাই তাকে সরিয়ে দিয়ে তোমাদের মিলনের কল্যাণ-দীপ আমি জ্বালিয়ে দিলাম। কান্তিকে আমি মেরেছি—তার জন্যে আমার দুঃখ হ'চ্ছে, কিন্তু আনন্দ হ'চ্ছে এই ভেবে যে কান্তির ভেতর দিয়ে আমি মেরেছি আভিজাত্যকে, মেরেছি অর্থ, রূপ ও ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে অসহায়ের সর্ব্বস্ব শোষণের উদ্ধত স্পর্দ্ধাকে —এ ভেবে আমার আনন্দও হ'চ্ছে!"

জ্যোৎস্না ও প্রতিমা তবু রইলো নিঃশব্দ। তাদের বুকে কি তুমুল ঝঞ্ঝার নৃত্য চ'লছে, কে তার খবর রাখে? চোখের বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা কি বুকের এই বিক্ষুব্ধ উন্মাদ আলোড়নকে প্রকাশ ক'রতে পারে?

ভোম্বল আবার ব'ললো, "আজ তোমরা আমায় ক্ষমা না ক'রলেও, একদিন বুঝবে দাদা যে শাস্তি তাকে দিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বড় শাস্তি নিয়েছে নিজে—তার প্রেতাত্মা আজ থেকে নিলো আমার পিছু, আর তারই হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে পালানোই হ'ল আমার সাধনা। আজ থেকে তার মতো তোমাদের দাদার অস্তিত্বও হবে তোমাদের কল্পনার বস্তু!"

জ্যোৎস্না অশ্রুসিক্ত কাতর কণ্ঠে ব'ললো, "আমাদের কি তুমি ছেড়ে যাচ্ছো দাদা? আমাদের বল-ভরসা আর কে আছে, তুমি ছাড়া?"

—"এতদিন আমিও তাই ভেবেছি—কিন্তু শশীশেখর তোমাদের ভার নিয়েছে, আর আমার কোন ভয় নেই। তোমাদের এক জনের সহিষ্ণুতা ও কোমলতা, আর একজনের প্রতিভা ও সম্পদ—এবার এমন একটি আশ্রয় পেলো, যেখান থেকে সমস্ত নিয়ে একটি সুমহান সার্থকতা পল্লবিত হ'য়ে উঠবে।"

—"তুমি কোথায় যাবে, কি ক'রবে?"

—"আমি? তা এখনও ঠিক করিনি—ষোলআনা অকেজো আমি—তবে জানি পৃথিবীর কোন এক কোণে আমার স্থান জুটতেও পারে। কোথায় তা আমি জানিনে—তার খোঁজেই আমি বেরুলাম—শশীর সঙ্গে দেখা হ'লনা—তোমাদের আত্মীয়-স্বজনরা এখনই আসবেন, তাঁদের সঙ্গেও দেখা হ'ল না। সংসারের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ চুকিয়ে আজ আমি বিদায় নিচ্ছি। যাবার বেলায় এই আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই—তোমরা যেন সুখী হও!"

ভোম্বল দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যেতে লাগলো—তাকে বাধা দেবার, তার পথ রোধ ক'রবার, কোন শক্তি পৃথিবীর আছে কি না সন্দেহ! কোন্ দুর্ব্বার আকর্ষণ নিয়ে গেল তাকে অচিন্ত্য কোন্ দুর্গমের মুখে!

দু' নৌকোয়

প্রতিমা করুণ কণ্ঠে ডাকলো, "দাদা" !

জ্যোৎস্না ডাকলো, "দাদা !"

ভোম্বল ফিরেও তাকালো না—সে বেরিয়ে গেলো বেগে। আর সেই বারান্দায় ব'সে রইলো প্রতিমা ও জ্যোৎস্না—দু'জনে দু'জনের দিকে অপলক ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে।